মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র

লভিলে কতই রত্ন, বিদ্যার ভাণ্ডারে !
সে জ্ঞান-পিপাসা, হায়, আছে ক'জনার ?
আজীবন পর্যটন বাণীর বিহারে,
ভক্ত-চূড়ামণি, সখা, ছিলে সারদার ।"

হেমচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
M. A., F. S. S., F. R. E. S.,
বিরচিত

কলিকাতা
১৩৩১ বঙ্গাব্দ

[মূল্য দুই টাকা মাত্র

প্রকাশক—

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ,

২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
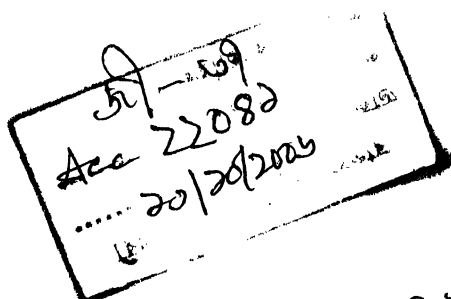
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়,

বুধোদয় প্রেস

৪৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

কাল-সাগর-তরঙ্গাভিঘাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে
জানিয়াও লোকে বৃক্ষত্বকে বা মর্ম্মরগাত্রে
প্রিয়জনের নাম উৎকীর্ণ করিয়া তাহার
স্মৃতিরক্ষার প্রয়াস পায়।
আমিও এই অচিরস্থায়ী গ্রন্থের সহিত
আমার শৈশবের গুরু ও বাল্যজীবনের আদর্শ,
সরল, উদার, অমায়িক, নিষ্কলঙ্কচরিত্র,
সদাপ্রফুল্ল, সাহিত্যানুরাগী,
পরম স্নেহপরায়ণ অগ্রজ
৺সনৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের
পবিত্র নাম সংযুক্ত করিয়া
রাখিলাম।

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

বিজ্ঞাপন

রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিতের ভূমিকায় ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "আমাদের সময়ের কোনও ব্যক্তির জীবনচরিতের বিবৃতি কোনও বিরল ও অপ্রচুর তৃণরাজি সমন্বিত বিস্তৃত অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ডের উপর পরিভ্রমণের সহিত তুলনীয়। পুনশ্চ, কাহারও জীবনচরিত প্রধানতঃ তাঁহার সামসময়িক ইতিহাস।" ভোলানাথের জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিবার সময় আমরা প্রতি-নিয়ত এই বাক্যদ্বয়ের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছি। ভোলানাথের সামসময়িক অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতিভা বিনিয়োজিত করিয়া আপনা-দিগকে লোক-নয়নের সমক্ষে আনিতেন। ভোলানাথ 'যশের কাঙ্গালী' ছিলেন না, তিনি প্রকৃত বিদ্যানুরাগী ও নীরব সাহিত্য-সেবী ছিলেন। তিনি লোকনয়নের অন্তরালে বসিয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন, আত্ম-তৃপ্তির জন্য নির্জ্জনে সাহিত্য-সেবা করিতেন। এরূপ ব্যক্তির জীবনচরিত অবগত হইবার কৌতূহল স্বাভাবিক হইলেও, সে কৌতূহল যতই তীব্র হউক না কেন, তাহার নিবৃত্তির উপায় নাই; তাঁহার সম্পূর্ণ জীবন-চরিতের উপাদান সংগ্রহ করা অসম্ভব। সুতরাং আমাদের এই ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ জীবন-কাহিনী পাঠকগণের হস্তে অর্পণ করিবার সময় তাঁহাদিগকে সেই চির-পরিচিত পুরাতন প্রবচনটি স্মরণ করিতে অনুরোধ করি,—'নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।'

এই গ্রন্থান্তর্গত প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ "মাসিক বসুমতী"র প্রথম বর্ষে পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে প্রস্তাবটি এতদিন সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই, তজ্জন্য পাঠক-সমাজে লজ্জিত আছি।

যথেষ্ট যত্ন সত্ত্বেও এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে লিপি-প্রমাদ ঘটিয়াছে। ভুলগুলি সহৃদয় পাঠকগণ অনায়াসেই সংশোধিত করিয়া লইতে পারিবেন, এই বিবেচনায়, কোনও শুদ্ধিপত্র সন্নিবিষ্ট হইল না। একটি তারিখের ভুল এই স্থলে সংশোধিতব্য। ৩৪ ও ৩৬ পৃষ্ঠায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পঠিত হওয়া উচিত।

১।৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ১লা বৈশাখ ১৩৩১। } শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

প্রতিভার বরপুত্র, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁহার কোনও বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই, বাঙ্গালীর ছেলের intellect দেখে ; ভারতবর্ষে অনেক যায়গায় বেড়িয়েছি, কিন্তু অন্য কোথাও এত সহজে সাহিত্যের ভাষা ও ভাব আয়ত্ত করতে ছেলেদের দেখা যায় না। আমরা অতি সহজে গ্রহণ করতে পারি, এইটি আমাদের বিশেষত্ব।"

ভোলানাথ চন্দ্র

এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা-বিস্তারের যথাযথ ইতিহাস যদি কখনও লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর নাম তাহাতে সর্ব্বাগ্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের অল্প দিনের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যের ভাষা ও ভাব আয়ত্ত করিয়া এই দুরূহ বিদেশীয় ভাষায় কয়েকজন শিক্ষিত বঙ্গবাসী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও সন্দর্ভাদি রচনা করিয়া তাঁহাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও শক্তির যে অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন কি স্বদেশবাসীর কি বিদেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকৃষ্ট করিবে।

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই উহার অন্যতম ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরাজী ভাষায় কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করিয়া তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ইংরাজ-লেখকগণকে কিরূপ বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়াছিলেন, তাহা কেনা জানেন? প্রসিদ্ধ কবি, সন্দর্ভ-লেখক, সমালোচক ও শিক্ষক মেজর ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন ইঁহার রচিত একটি ইংরাজী কবিতা পাঠ করিয়া উচ্চকণ্ঠে উহার প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"Let some of those narrow-minded persons who are in the habit of looking down upon the natives of

India with an arrogant and vulgar contempt read this little poem with attention and ask themselves if they could write better verses not in a foreign language but even in their own". ইংলণ্ডেও এই প্রতিভাশালী বাঙ্গালীর নাম এক সময়ে সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হইত এবং তাঁহার কার্ত্তিক-বিনিন্দিত সুন্দর মূর্ত্তির প্রতিকৃতি Fisher's Drawing Room Scrap Book প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রপুস্তকে মুদ্রিত হইয়া ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের বৈঠকখানায় বিরাজ করিত। সুকবি রাজনারায়ণ দত্তের নামও এক-কালে এতদ্দেশীয় ইংরাজী লেখকগণের মধ্যে অপরিচিত ছিল না। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপরিণত বয়সের ইংরাজী কবিতাগুলিও মান্দ্রাজে ইংরাজ পত্র-সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক কিরূপ সমাদৃত হইত, তাহা মাইকেলের জীবন-চরিত-পাঠকগণের অবিদিত নাই। রামবাগানের সুপ্রসিদ্ধ দত্তবংশোদ্ভূত হরচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, শশীচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্র ইংরাজী কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ গোবিন্দচন্দ্রের সরস্বতী-প্রতিম দুহিতৃদ্বয়—অরু ও তরু, ইংরাজী ভাষায় কাব্যাদি রচনা করিয়া এডমণ্ড গস্ প্রভৃতি ইংরাজ কবি ও সমালোচকের

অরু ও তরু দত্ত

যে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয় আনন্দ ও গৌরবে স্ফীত হইয়া না উঠে ? এই বংশের রমেশচন্দ্র সেদিনও সুললিত ইংরাজী পদ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের চিরমধুর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বিদেশীয় নরনারীকে আমাদের প্রাচীন ধর্ম্ম ও সভ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। "রাম শর্ম্মার" (নবকৃষ্ণ ঘোষ) বিদ্রূপ ও শ্লেষবর্ষী ইংরাজী কবিতা কে উপভোগ করেন নাই ? অরবিন্দ, মনোমোহন ও সরোজিনীর ইংরাজী কাব্যগ্রন্থাদি কোন্ ইংরাজ-কবির কাব্যাপেক্ষা নিকৃষ্ট ?

কিন্তু কোনও জ্ঞানী একদা বলিয়াছিলেন, পদ্যরচনা বরঞ্চ সহজ, গদ্যরচনা অতিশয় কঠিন। বাস্তবিক পদ্যের সুর ও ছন্দে সহজেই মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে ; কিন্তু গদ্য-লেখককে জ্ঞান ও তথ্য, যুক্তি ও তর্ক, এরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হয় যে, রচনা নীরস না হইয়া রসপূর্ণ ও বিষয়ানুযায়ী প্রাঞ্জল বা গম্ভীর, করুণ বা ওজস্বিনী হয়। এই রসসৃষ্টিশক্তি ও লিপিকুশলতার অভাব বশতঃ অধিকাংশ গদ্যলেখকই পাঠকের চিত্তবিনোদনে ব্যর্থকাম হন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিদেশীয় সাহিত্যের এই বিভাগেও বাঙ্গালী অভূতপূর্ব্ব সাফল্যলাভে সমর্থ

রাম শর্ম্মা (নবকৃষ্ণ ঘোষ)

হইয়াছে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুযুক্তিপূর্ণ রাজনীতিক প্রবন্ধাবলীর বিশুদ্ধ ভাষা, অপূর্ব্ব রচনা-নৈপুণ্য এক দিন শুধু ভারতবর্ষে নহে, ইংলণ্ডেও রাজনীতিকগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্রের ওজস্বিনী ভাষায় রচিত প্রবন্ধাবলী একদিন য়ুরোপীয় মনীষিগণেরও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তাঁহার সাগরগর্জ্জনসদৃশ ইংরাজী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কর্ণেল জর্জ্জ ব্রুস্ ম্যালিসনের ন্যায় প্রসিদ্ধ লেখক ও বাগ্মীও তাঁহার শক্তি ইংরাজ-বক্তাদের আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। 'ভারতবর্ষের ডিমস্থিনিস' রামগোপালের একটী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে সেই বক্তৃতা প্রদত্ত হইলে রামগোপাল 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রের সম্পাদক এবং বহু উৎকৃষ্ট ইংরাজী গ্রন্থ ও সন্দর্ভের লেখক মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্রের রচনাও ইংরাজ বুধগণের প্রশংসালাভ করিয়াছিল এবং সার এশলি ইডেন প্রমুখ বহু ইংরাজ তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইয়া নীলকরগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
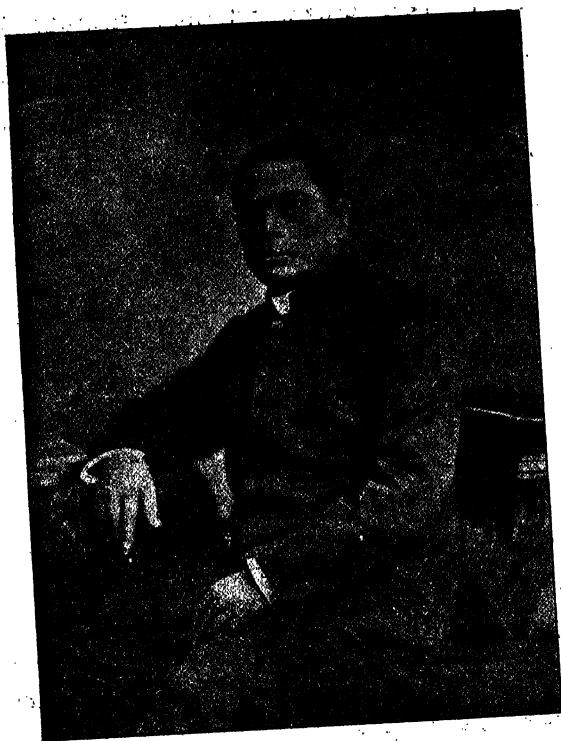
লালবিহারী দে

ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিশুদ্ধ ইংরাজীতে রচিত গবেষণাপূর্ণ প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধাবলী একদিন য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের বিস্ময় ও ঈর্ষা উদ্রিক্ত করিয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ ইংরাজী সাহিত্যজ্ঞান ও সমালোচনশক্তি মার্কুইস অব ডাফরিণের ন্যায় শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ইংরাজের শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল। লালবিহারী দের "গোবিন্দ সামন্ত" ও "বাঙ্গালার উপকথা" আজিও ইংলণ্ডে সমাদৃত। শশীচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্তের ইংরাজী গ্রন্থাবলী কোন্ ইংরাজ গ্রন্থকারের গ্রন্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট? কৃষ্ণদাস পাল ও নগেন্দ্রনাথ ঘোষের ইংরাজী রচনাও কোনও ইংরাজ-লেখকের রচনাঅপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে বাঙ্গালী মনীষীর জীবন ও রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই ভোলানাথ চন্দ্রও ইংরাজী গদ্যরচনায় অপূর্ব্ব নৈপুণ্য, শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। স্যর রিচার্ড টেম্পল, গ্রাণ্ট ডফ্, স্যর উইলিয়াম উইলসন হণ্টার, ট্যালবয়েস্ হুইলার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরাজ-লেখকগণ তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও

নগেন্দ্র নাথ ঘোষ।

প্রতিভার উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'Travels of a Hindoo' নামক ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তক অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তদ্বিরচিত 'রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিতে'র ন্যায় এতদ্দেশীয় কর্ম্মবীরের জীবনীগ্রন্থ এখনও অধিক লিখিত হয় নাই। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে স্বদেশহিতৈষী ভোলানাথ চন্দ্র সাময়িক পত্রে যে সকল সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন, আজিও সেই সকল প্রতিভা-প্রোজ্জ্বল প্রবন্ধের আলোচনা করিলে উপকারের সম্ভাবনা আছে। যে যুগে ভোলানাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই যুগ আমাদের সামাজিক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় যুগ এবং ভোলানাথের জীবনী ও রচনাবলীর আলোচনা করিলে সেই যুগের ইতিহাসের অনেক অস্পষ্ট চিত্র আলোকিত হইয়া উঠে। আমরা দীর্ঘ ভূমিকা না করিয়া মনীষী ভোলানাথের জীবনী ও রচনাবলীর আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ভোলানাথ চন্দ্র (তরুণ বয়সে)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জন্ম ও বংশবিবরণ।

সন ১২২৯ সালে (১৮২২ খৃষ্টাব্দে) ১০ই আশ্বিন তারিখে এক "শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-রজনী"তে— ১০ ঘটিকার সময় কলিকাতায় নিমতলা ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে ভোলানাথ জন্মগ্রহণ করেন।

নিম্নে প্রদত্ত বংশলতা হইতে ভোলানাথের পূর্ব্ব-পুরুষগণের নাম অবগত হওয়া যায়ঃ—

বলাই চন্দ্র
|
শ্যামদাস চন্দ্র
|
বিশ্বনাথ চন্দ্র
|
রাধাচরণ চন্দ্র
|
মাণিকচন্দ্র চন্দ্র

রামতনু চন্দ্র — রামদুলাল চন্দ্র

রামদুলাল চন্দ্রের পুত্র: রামধন — রামমোহন — মদনমোহন — কৃষ্ণমোহন

রামমোহন
|
ভোলানাথ
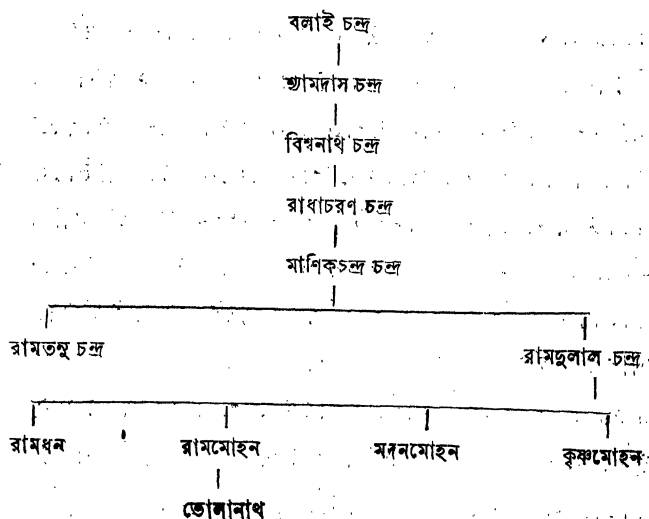
ভোলানাথ চন্দ্র

ভোলানাথের পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ কোনও বিবরণ জানিতে পারা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে কে কবে প্রথম কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, তাহারও সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। কলিকাতা নগরী যখন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তখন অনেকেই বর্গীর হাঙ্গামা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কিংবা নূতন বাণিজ্য-কেন্দ্রে অর্থোপার্জ্জনের আশায় নানাস্থান হইতে কলি-কাতায় আগমন করেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে যখন কলি-কাতা নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিশ্বনাথ চন্দ্র বার্দ্ধক্যা-বস্থায় এবং রাধাচরণ চন্দ্র প্রৌঢ়দশায় উপনীত হইয়া-ছিলেন। সম্ভবতঃ রাধাচরণই সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় আগমন করেন। যদি রাধাচরণ অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফেরোকৃশার নিকট হইতে নূতন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যখন ইংরাজগণ বাণিজ্য বিস্তার করিয়া কলি-কাতাকে সমৃদ্ধিশালী করিতেছিলেন, সেই সময়েই তাঁহার আগমন করা সম্ভব। যদি তিনি বর্গীর হাঙ্গামা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বর্গীদের আক্রমণকালে চন্দ্র মহাশয়গণের কলি-কাতায় আসা সম্ভব। যাহা হউক, জব চার্ণক যে স্থানে

ইংরাজপতাকা প্রথম উড্ডীন করেন, সেই পুরাতন সূতা-নটীতে তাঁহাদের বাসভবন নির্ম্মাণ করায় প্রতীয়মান হয় যে, কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই চন্দ্র মহাশয়গণ এই স্থানে আগমন করেন।

রাধাচরণের পুত্র মাণিক চন্দ্রের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। মাণিক চন্দ্রের দুই পুত্র ঃ—রামতনু এবং রামদুলাল।

রামতনু মথুরামোহন সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই ইনি কোনও প্রকারে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং ইংরাজী প্রণালীতে হিসাব রক্ষা করিতে শিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন। অনেক সওদাগরের আফিস তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ হিসাবরক্ষকের সাহায্যপ্রার্থী হইত। এই কার্য্য দ্বারা তিনি লক্ষাধিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিবেশী ও সামসময়িক গৌর লাহাও এই উপায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। রামতনু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি দুর্গোৎসবে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল দরিদ্রসেবা। তিন দিন তিনি সকল প্রতিবেশী এবং দরিদ্রগণকে আহার করাইতেন। ১৮২৫

খৃষ্টাব্দে তিনি আহিরীটোলায় নির্ম্মিত আবাসভবন বিক্রয় করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং সেই স্থানে অনেক বৎসর অতিবাহিত করেন ও মুক্তহস্তে পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ দান করেন। পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করেন এবং কামার পাড়ায় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণমোহনের ভবনে বাস করেন। কিঞ্চিদধিক সত্তর বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ইনি ইঁহার বিধবা স্ত্রীকে ১৫০০০৲ টাকা দিয়া যান। এই সাধ্বী রমণী উহা হইতে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১০ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনযাত্রা করেন; কিন্তু পাটনা ও কাশীর মধ্যস্থলে পুণ্যসলিলা গঙ্গার বক্ষেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ভোলানাথের পিতামহ রামদুলাল তাঁহার অগ্রজের ন্যায় চতুর ও কর্ম্মকুশল ছিলেন না। তিনি কাষ্টম হৌসে মূল্য নির্দ্ধারকের কার্য্য করিতেন। তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তদ্দ্বারা ২ বিঘা জমী ক্রয় করিয়া ১০ কাঠার উপর একটি একতল আবাসভবন নির্ম্মিত করেন। তিনি বড়-বাজারে এবং নিমুগোস্বামীর লেনেও এক এক খণ্ড জমী ক্রয় করেন। ইনি পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন এবং প্রতি-

বৎসর দুর্গাপূজা করিতেন, তবে প্রতিমার পরিবর্ত্তে ঘট-স্থাপন করিয়া পূজা হইত।

রামদুলালের সৌভাগ্য-রবি শীঘ্রই অস্তমিত হয়। আহিরীটোলা ষ্ট্রীট এবং শঙ্কর হালদারের লেনের সন্ধিস্থলে অবস্থিত যে ভূমির উপর তিনি তাঁহার বাসভবন নির্ম্মাণ করেন, তাহা পূর্ব্বে হালদারবংশীয় এক ধনী ব্রাহ্মণের অধিকারে ছিল। ইঁহাদের দৈন্যদশায় ভূমিখণ্ড বিক্রীত হয়। লোক বলিত, এই ভূমিখণ্ড বড় 'অপয়া' এবং রামদুলালের বাটীটির 'ভূতের বাড়ী' অপবাদ রটিয়াছিল। গৃহসংলগ্ন ভূমিতে অনেকগুলি নারিকেল বৃক্ষ ছিল বলিয়া প্রতিবেশীরা উহার নাম দিয়াছিল "নারিকেলগাছওয়ালা বাড়ী।" প্রবাদ ছিল যে, এই নারিকেল গাছের একটিতে এক অপদেবতা আছেন, তিনিই যত অনিষ্ট করেন। অনিষ্টের প্রথম সূত্রপাত হয়, ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে রামদুলাল অকালে কালকবলে পতিত হন।

রামদুলাল চারি পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ রামধন মথুরামোহন সেনের ভ্রাতা জগৎ সেনের কন্যাকে বিবাহ করেন। জগৎ সেন সেকালে ইংরাজীতে এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার

পুস্তকাগারে অনেক বহুমূল্য ইংরাজী গ্রন্থ ছিল। রামধন অতি কোমলপ্রকৃতি ও অমায়িক লোক ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে অপদেবতার দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত পৈতৃক গৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁতিপাড়ায় তাঁহার শ্যালক গঙ্গানারায়ণ সেনের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন।

রামদুলালের দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনই ভোলানাথের জনক। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কিংবা ১৮০২ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শান্ত, বিনয়ী এবং সাহিত্যানুরাগী বলিয়া অনেকের প্রশংসা লাভ করেন। সেকালে অনেক য়ুরোপীয় শিক্ষক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। এইরূপ কোনও বিদ্যালয়ে, বোধ হয়, ইঁহার শিক্ষা লাভ হয়। অতি অল্পবয়সে, মাত্র ২১ বৎসর বয়সে, ১২২৯ সালের ভাদ্র মাসে নন্দোৎসবের দিন ইনি পরলোকে গমন করেন। ভোলানাথ তখন ৯ মাস মাতৃগর্ভে। রামমোহনের এই অকালমৃত্যু অপদেবতার জন্যই ঘটিয়াছে, পরিবারস্থ সকলেই এইরূপ মনে করিতেন; কিন্তু ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার স্থিরবিশ্বাস যে, বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার যে কারণ, তাহাই, অর্থাৎ জমীর আর্দ্রতাই তাঁহাদের বাটী অস্বাস্থ্যকর হইবার প্রধান কারণ।

জন্মিবার পূর্ব্বেই পিতৃহীন হওয়া যে কি দারুণ অভিশাপ, তাহা বলা যায় না। ভোলানাথ পিতৃ-স্নেহ কি তাহা কখনও জানিতে পারেন নাই। কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভোলানাথ এই ঘটনার জন্য জীবনে কোন দিন অশান্তি ভোগ করেন নাই। তিনি এক স্থানে ইংরাজীতে লিখিয়াছেন ঃ—

"কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত এক রাক্ষসীর সাক্ষাৎ হয়। সে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার রাজশক্তির পরীক্ষা করে। তাহার একটি প্রশ্ন—'কে আকাশ হইতে উচ্চ?' রাজা উত্তর করেন,—'পিতা আকাশ হইতেও উচ্চ।' পৃথিবীতে এই পিতাকে জানিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। যখন আমি নয় মাস মাতৃগর্ভে, তখন আমার পিতৃবিয়োগ হয়—

No one is born so wretched as he who loses his father before his days of self-help and moves in life's chartless main without the light of his father's morning star. But while he regrets buffeting in a sea of troubles, he gets hardened into a little hero. The hero of mind excels the hero of might. The

man who in a life-long struggle always over-rides his privations, is a greater hero than the man who 'seeks the bubble reputation in the cannon's mouth.' The greatest of all heroism consists in scaling Himalayan difficulties of life and getting to the height of serene philosophic delight."

ভোলানাথের পিতৃকুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এইবার আমরা তাঁহার মাতুলকুলের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

ভোলানাথের জননী ব্রহ্মময়ী বৈষ্ণব চরণ সেন মহাশয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নে প্রদত্ত বংশলতা হইতে তাঁহার পূর্ব্বপূরুষগণের নামের পরিচয় পাওয়া যায়।—
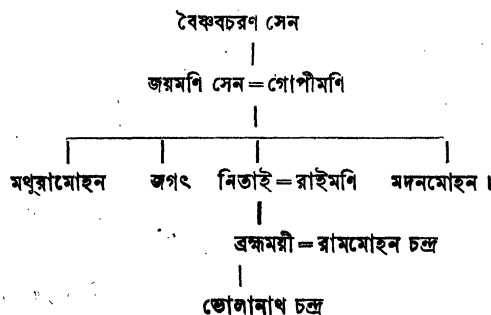
জয়মণি সেন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি নিমু গোস্বামীর লেনে একটি প্রাসাদোপম বাটী নির্ম্মিত করেন, একটি 'ঠাকুরবাটী' প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং মৃত্যুকালে বিস্তৃত জমীদারী, প্রতিষ্ঠাপন্ন কারবার, এবং নগদ চারি পাঁচ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। তিনি চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যা রাখিয়া যান। ভোলানাথের মাতামহ নিতাইচরণ জয়মণির তৃতীয় পুত্র। নিতাইচরণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ স্বনামধন্য মথুরামোহন পরস্পরের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন এবং জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া উভয়েই যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মথুরামোহনের মহাজনী কারবার ছিল এবং অন্যান্য বাণিজ্য-ব্যবসায়েও তিনি টাকা খাটাইতেন। মথুরামোহন ও তদীয় ভ্রাতা নিতাইচরণ কিরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহার অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, এক দিন বৈকালে কর্ম্মস্থল হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া মথুরামোহন তাঁহার জননীকে বলেন, "মা, আজ আমি কোম্পানীর নীলামে ক্রীত তাম্র হইতে ৮০ হাজার টাকা লাভ করিয়াছি।" যশোহর জিলায় ইঁহাদের ৭টি নীলকুঠী ছিল। মথুরামোহনের ব্যাঙ্কের সেকালে অনন্য-সাধারণ প্রতিপত্তি ছিল,—কারণ তখন কোন উল্লেখযোগ্য

ব্যাঙ্কই ছিল না। কলিকাতায় ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল, বহু পরে, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন মহাশয়রা নিমতলা রোডে গবর্ণমেণ্ট হাউসের আদর্শে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করেন। অত্যুৎকৃষ্ট স্থাপত্যশিল্পের এরূপ সুন্দর নিদর্শন কলিকাতায় তৎকালে আর ছিল না। প্রায় ছয় বিঘা জমীর উপর গৃহখানি নির্ম্মিত হয়। ১৮০৫-৬ খৃষ্টাব্দে উহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং তিন চারি বৎসর পরে উহা সমাপ্ত হয়। কথিত আছে, সেকালেও (যখন গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণাদি এত মহার্ঘ ছিল না) উক্ত গৃহ নির্ম্মিত করিতে সেন মহাশয়গণের ৩ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, উক্ত গৃহের চারিটি সিংহদ্বার গবর্ণমেণ্ট-হাউসের সিংহদ্বারের অনুরূপ ছিল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দেন! কিন্তু ইহার কোনও ভিত্তি নাই। কলিকাতায় সেনবংশ এই সময়ে মহাপ্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। উৎসবাদি উপলক্ষে ইঁহাদের গৃহে বাঙ্গালার প্রধান বিচারপতি রাসেল প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত হইতেন। কোম্পানীর বাণিজ্য-কুঠীতে ইঁহারা অনেকে দেওয়ানের পদে বৃত হইয়াছিলেন। ভোলানাথের মাতামহ* নিতাইচরণ ঢাকায় অবস্থিত কোম্পানীর

রেসিডেন্সীর দেওয়ান হইয়াছিলেন।

মথুরামোহন সেকালে নিমাইচরণ মল্লিক ও রাজা সুখময় রায়ের ন্যায় প্রতিপত্তিশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তখন ইঁহারাই কলিকাতার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতার ঠাকুর বংশ তখনও ইঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেব মথুরামোহনের এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

মথুরামোহন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। মহা-সমারোহে ইঁহাদের পূজার দালানে দুর্গাপূজা হইত। ভোলানাথ এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, যখন তাঁহার চারি বৎসর বয়স, তখন একবার পূজা দেখিতে গিয়াছিলেন, সেদিনের স্মৃতি ৭০ বৎসরেও তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, দালানের সুন্দর খিলানগুলির স্মৃতি দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদ্ দেখিয়া পুনরায় তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। পূজার দালানে যে প্রকাণ্ড দীপাধার ছিল, সেরূপ দীপাধার গবর্ণমেণ্ট হাউস ব্যতীত আর কোথাও ছিল না।

ভোলানাথের মাতামহ অতি অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রথমে তাঁহার জ্বর হয়,—বিখ্যাত ডাক্তার নিকল্‌সন্ তাঁহার চিকিৎসা করেন। ভোলানাথ লিখিয়া-

ছেন যে, সেকালে ইংরাজ চিকিৎসকগণ মনোযোগপূর্ব্বক দেশীয়গণের চিকিৎসা করিতেন না। একদিন "ডাক্তার সাহেব" তাঁহাকে অন্ন পথ্য করিতে বলিলেন—সেইদিন সন্ধ্যাকালে ৩৬ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্তর ঘটে।

ভোলানাথের মাতামহী রাইমণি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কথোপকথন-প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে তিনি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতেন এবং উহার সরল ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি অবলীলাক্রমে পড়িতে পারিতেন। এক জন বৃদ্ধ পণ্ডিত বৈকালে আসিয়া তাঁহার নিকট শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। তিনি চির-দিন ন্যায়ের পক্ষপাতিনী ছিলেন এবং তাঁহার অনন্য-সাধারণ সঙ্কল্পদার্ঢ্য কেবল ন্যায় ও যুক্তির নিকটে পরাভব স্বীকার করিত। ভোলানাথ এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, তিনি মাতা বা মাতামহী কাহার নিকট চরিত্রগঠন সম্বন্ধে অধিকতর ঋণী, তাহা বলা কঠিন।

ভোলানাথের জননী ব্রহ্মময়ী পঞ্চদশবর্ষ বয়সে বিধবা হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভোলানাথ তখন মাতৃগর্ভে। সেন মহাশয়গণের বাটীতে ব্রহ্মময়ী সর্ব্বপ্রথমে বিধবা হইলেন, এবং পিতার মৃত্যুর পর ভোলানাথের জন্ম হইল,

এই অশুভশংসী ঘটনাদ্বয়ের জন্য প্রাতঃকালে সেন পরিবারস্থ মহিলাগণ ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখিতেন না। কিছুকাল ব্রহ্মময়ীকে এইজন্য তাঁহাদের ভবন-সংলগ্ন একটি পৃথক্ বাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই স্থানে ব্রহ্মময়ী কিছুদিন তাঁহার শিশু সন্তানকে লইয়া কালাতিপাত করেন। একাকিনী সময়াতিবাহিত করিবার পক্ষে পুস্তকপাঠই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। ব্রহ্মময়ী জননীর ন্যায় সংস্কৃত জানিতেন না, কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ভাষার বিলক্ষণ অনুরাগিণী ছিলেন। ভোলানাথ এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, বাল্যকালে যখন অসুস্থ হইয়া তিনি শয্যাগ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহার স্নেহময়ী জননী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করিতেন এবং সেই সকল পুণ্য-কাহিণী শ্রবণ করিয়া জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মময়ী রমণীয় গুণগ্রামের অধিকারিণী ছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ের ও মনের সদ্‌গুণনিচয় তাঁহার পুত্র ভোলানাথে সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তিয়াছিল। পুত্রের শিক্ষায় ও চরিত্রগঠনে তিনি যে কতদূর মনোযোগ দিয়াছিলেন, জননীর মৃত্যুর পর তদীয় সতীর্থ ও প্রিয়বয়স্য গৌরদাস বসাক

ভোলানাথ চন্দ্র

মহাশয়কে লিখিত মাতৃ-ভক্ত ভোলানাথের একখানি পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

My mother, who was both my father and mother, is no more. * * * * I own my little all to her. If death were not nature's inevitable grand ultimatum for all, I would not have known consolation. I never felt so lonely in my life.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা

পঞ্চম বর্ষ বয়সে ভোলানাথ স্থানীয় পাঠশালায় বিশ্বনাথ আচার্য্য নামক গুরুমহাশয়ের নিকটে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হন। এই স্থানে ভোলানাথ বাঙ্গালা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং চাণক্য-শ্লোক কণ্ঠস্থ করেন। বিশ্বনাথ বর্দ্ধমানের সন্নিকটবর্ত্তী কুল্‌টী গ্রাম হইতে কলিকাতায় আগমন করেন এবং পাঠশালার আয়ে এবং কোষ্ঠী ও পঞ্জিকাগণনার পারিশ্রমিক দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ৩০টির অধিক ছিল না, মাসিক বেতন দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্র। শীতকালে গৃহমধ্যে এবং গ্রীষ্মকালে মাঠে উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে অধ্যাপনা হইত। প্রথমে মাটীতে খড়ি দিয়া, পরে তালপাতা ও কলাপাতায় ছাত্র-গণ হস্তাক্ষর লিখিত। পাঠ্য পুস্তকাদি কিছুই ছিল না। চাণক্য-শ্লোক মুখে মুখে শিখান হইত। প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার স্কুল বুক সোসাইটীর পক্ষ হইতে এই সময়ে পাঠশালাগুলির সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করিয়া-ছিলেন। গোলদীঘীর দক্ষিণে বৈদ্যনাথ কামারের বাটীতে

ডেভিড হেয়ার একবার পাঠশালার ছাত্রগণকে পরীক্ষা করেন। বিশ্বনাথ আচার্য্য তাঁহার ছাত্রগণকে তথায় লইয়া যান। ছয় বর্ষ বয়স্ক ভোলানাথ শঙ্কিত হৃদয়ে এই প্রথম "সাহেবে"র নিকটে গমন করেন। পরীক্ষার ফলে ভোলানাথ ডেভিড হেয়ারের নিকট হইতে প্রথম শিক্ষার্থিদিগের ব্যবহারের জন্য স্কুল বুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ক এ করাত" পুস্তক উপহার পান।

ভোলানাথের মাতুলালয়ের অতি নিকটেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে—মিষ্টার ম্যাকে (Mr. Mackay) নামক একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী নিমতলা রোডে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে ভোলানাথ এই স্কুলে প্রবিষ্ট হন। মিষ্টার ম্যাকে স্বয়ং তাঁহাকে ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষা দেন। প্রথম দিন ইংরাজী ভাষার প্রথম পাঁচটি বর্ণ ছয়বার উচ্চারণ করিয়া ম্যাকে ভোলানাথকে A B C D E উচ্চারণ করিতে বলিলেন। ভোলানাথ তাঁহার মত উচ্চারণ করিলে ম্যাকে প্রীত হইয়া তখনই তাঁহাকে বাড়ী যাইবার ছুটী দিলেন। মিষ্টার ম্যাকের এক বন্ধু,—মিষ্টার মিডল্‌টন (যিনি পরে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হইয়াছিলেন) মধ্যে মধ্যে স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন। তিনি প্রায়ই মদ্য পান করিয়া প্রমত্ত অবস্থায়

ডেভিড হেয়ার

আসিতেন বলিয়া তাঁহাকে দেখিলে বালক ভোলানাথ বড়ই ভীত হইতেন। ভোলানাথ ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষা করিবার অল্পদিন পরেই কোনও অজ্ঞাত কারণে ম্যাকের স্কুল বিলুপ্ত হইয়া গেল; ভোলানাথ অতঃপর কিছুদিন জয়নারায়ণ মাষ্টারের নিকটে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হইলেন।

ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ দিবসে স্থাপিত হয়। উহার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য গৌর-মোহন আঢ্য। হিন্দু কলেজে বিখ্যাত য়ুরেশীয় শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর হিন্দু ছাত্রগণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা করিয়া যে ভাবে হিন্দু সমাজের বক্ষে শেলাঘাত করিয়া হিন্দু আচারাদি পদ-দলিত করিতেছিলেন, সংস্কারের নামে যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহাতে রক্ষণশীল হিন্দু অভিভাবকগণ সন্তানদিগকে ইংরাজীশিক্ষা প্রদান করিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। গৌরমোহন তাঁহার বিদ্যালয়ে উচ্চতম ইংরাজী শিক্ষার সহিত আদর্শ চরিত্র-গঠনের ব্যবস্থা করিয়া এই শঙ্কা দূর করেন এবং রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তৃত করেন। তিনি হার্ম্মান জেফ্রয় নামক এক দুঃস্থ ব্যারিষ্টারকে স্বল্পবেতনে

প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। হার্মান জেফ্রয় অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং য়ুরোপীয় অনেক গুলি ভাষায় তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। অত্যধিক পানদোষ থাকায় তিনি ব্যারিষ্টারীতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ছাত্রগণকে তিনি অতিশয় যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার এক জন ছাত্র তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে, এক একদিন তিনি প্রমত্ত অবস্থাতেও ইংরাজী গ্রন্থাদি হইতে সুন্দর সুন্দর অংশের এরূপ মনোহর আবৃত্তি করিতেন যে, তদ্দারা তাঁহার ছাত্ররা যথেষ্ট উপকৃত হইত। কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হাটখোলা-নিবাসী ভবানী চরণ দত্ত, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, এবং তদগ্রজ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীনাথ ঘোষ এবং ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ হার্মান জেফ্রয়ের নিকটেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। ভোলানাথ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে দুই বৎসর ইংরাজী ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ করেন। হিন্দু কলেজের ন্যায় গৌরমোহন আঢ্য ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর ছাত্রগণকেও মহাসমারোহে পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। ১৮৩১

খৃষ্টাব্দে বৈঠকখানায় একটি দ্বিতল গৃহে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ছাত্রগণ অভিনয় ও আবৃত্তি করেন। "আলেক্জাণ্ডার ও দস্যু"র অভিনয়ে ভোলানাথ আলেক্জাণ্ডারের এবং তদীয় সহপাঠী সূর্য্যকুমার বসাক মহাশয় দস্যুর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে বালক ভোলানাথ হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। হিন্দু কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে হিন্দু কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই স্থলে বর্ণিত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অনেকের ধারণা ও বিশ্বাস যে, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষই এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। ইহা সত্য নহে। সেকালে গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণের মধ্যে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা বিতরণের জন্য কিছুমাত্র ঔৎসুক্য-প্রদর্শন করেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলীতে ইংরাজের বাণিজ্যপোত আসিবার পর দালালরা এবং কুঠীর লোকরা প্রথম ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরাজাধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লোকের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। পরে রাম রাম মিশ্র প্রমুখ দুই চারিজন ইংরাজীনবিশ বাঙ্গালী এবং ফিরিঙ্গী ও পাদরীরা স্থানে স্থানে

ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া দেশীয়গণকে যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট আদেশ দেন যে, ভারত-পরিচালনা-সভা সাহিত্যের উন্নতির জন্য এবং দেশীয়গণের শিক্ষার জন্য বাৎসরিক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিবেন। কিন্তু যে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ইংলণ্ড আমেরিকাকে হারাইয়াছিল, সেই প্রতীচ্য শিক্ষা ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করিতে ইংরাজগণ আগ্রহান্বিত ছিলেন না। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে শান্তি সংস্থাপনের পর উদার-হৃদয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলেন,

"It is humane, it is generous, to protect the feeble ; it is meritorious to redress the injured ; but it is a God-like bounty to bestow expansion of intellect, to infuse the Promethean spark into the statue and waken it into a man."

লর্ড হেষ্টিংসের এই প্রকাশ্য বক্তৃতা রাজকীয় ঘোষণাবাণীর ন্যায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কার্য্যকরী হইল। বোম্বাই প্রদেশে এলফিন্‌ষ্টোন্ দেশীয়গণের উচ্চ শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন। কলিকাতায় মহাত্মা রাজা রামমোহন

রায় ও প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইলেন।

গবর্ণমেণ্টের অর্থ কিন্তু প্রাচ্য সাহিত্যাদিবিষয়ক পুস্তকের প্রচারে ও দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্যই প্রধানতঃ ব্যয়িত হইতে লাগিল।

উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ডেভিড হেয়ার তাৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের সহিত সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিলেন। স্বর্গীয় বিচারপতি অনুকূল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই স্যর হাইড ঈষ্টের নিকট যাইতেন। স্যর হাইড বৈদ্যনাথকে দেশীয় নেতৃগণের মতামত জানিতে অনুরোধ করেন। ইঁহাদের অনুকূল অভিমতে উৎসাহিত হইয়া স্যর হাইড ঈষ্ট তদীয় ভবনে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মে দিবসে সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রগণকে লইয়া একটী সভা করেন। এই সভায় একটি কলেজ বা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা স্থির হয়। পরবর্ত্তী আর এক সভায় ৮জন য়ুরোপীয় ও ২০ জন দেশীয় ব্যক্তি লইয়া এক সমিতি গঠিত হয় এবং মহাবিদ্যালয়ের নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার ও তৎপ্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থসংগ্রহের ভার এই

সমিতির উপর প্রদত্ত হয় ; এই সমিতির সদস্যগণের নাম এস্থলে উদ্ধার যোগ্য ঃ—

স্যর এড্ওয়ার্ড হাইড্ ঈষ্ট—সভাপতি।
জে, এইচ, হ্যারিংটন—সহঃ সভাপতি।
ডব্লিউ, সি, ব্লাকোয়ার
কাপ্তেন জে, ডব্লিউ টেলর
এইচ, এইচ, উইলসন
এন, ওয়ালিচ
লেফটেনাণ্ট ডব্লিউ, প্রাইস্
ডি, হেমিং
কাপ্তেন টি, রোষাচ
লেফ্টেনাণ্ট ফ্রান্সিস আর্ভিন
চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন
সুব্রহ্ম মহেশ শাস্ত্রী
তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রামরতন মল্লিক

হরিমোহন ঠাকুর
গোপীমোহন দেব
জয়কৃষ্ণ সিংহ
রামতনু মল্লিক
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রামদুলাল দে
রাজা রামচাঁদ
রামগোপাল মল্লিক
বৈষ্ণবদাস মল্লিক
চৈতন্যচরণ শেঠ
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
রঘুমণি বিদ্যাভূষণ
গোপীমোহন ঠাকুর
রাধাকান্ত দেব
কালীশঙ্কর ঘোষাল।

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে উক্ত সমিতিতে রাজা রামমোহন রায় এবং ডেভিড হেয়ারের নাম নাই। ইহার কারণ এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য রাজা রামমোহন রক্ষণশীল হিন্দুনেতৃগণের এরূপ অশ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন যে তাঁহারা স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে রামমোহন থাকিলে তাঁহারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন না। এবং

রাজা রামমোহনও তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ মহত্ত্বসহকারে বলিয়াছিলেন যে "আমি থাকিলে যদি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমি ইহার সংস্রবে থাকিব না।" ডেভিড হেয়ার চিরদিনই নীরবে এবং অপরের অলক্ষ্যে সৎকার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন।

সমিতির য়ুরোপীয় সদস্যগণ অনধিক কালের মধ্যেই একে একে অবসর গ্রহণ করেন এবং প্রধানতঃ হিন্দু নেতৃগণের অর্থে ও উদ্যমে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২০ শে জানুয়ারী তারিখে গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে হিন্দুকলেজ বা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন হয়। কলেজের লক্ষাধিক টাকা 'জে, ব্যারেটো এণ্ড সন্স' এর নিকট গচ্ছিত ছিল, উক্ত কোম্পানী ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় হিন্দুকলেজের অনেক টাকা নষ্ট হয়। এক লক্ষের মধ্যে তেইশ সহস্র টাকা মাত্র উদ্ধার হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে রাজা বৈদ্যনাথ রায়, হরনাথ রায় এবং কালিশঙ্কর ঘোষাল এই সময়ে যথাক্রমে ৫০ হাজার, ২০ হাজার এবং ২০হাজার টাকা হিন্দুকলেজকে দান করেন। গবর্ণমেণ্টও এই সময়ে—কলেজটিকে সাধারণ শিক্ষা সমিতির হস্তে দিয়া মাসিক তিনশত টাকা

রাজা রামমোহন রায়।

সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার এইচ্, এইচ্, উইলসন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কলেজের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

ডাক্তার উইলসনের পরামর্শে গবর্ণমেণ্ট ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের গৃহনির্ম্মাণ কল্পে ১২৪০০০্ টাকা প্রদান করেন এবং গোলদীঘীর (কলেজস্কোয়ারের) উত্তরে মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রদত্ত ভূমির উপর উক্ত বৎসর ২৫শে ফেব্রুয়ারি দিবসে কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে নবনির্ম্মিত গৃহে হিন্দুকলেজ স্থানান্তরিত হয়। ডাক্তার উইলসন এই কলেজে নবজীবন সঞ্চারিত করেন। উত্তম উত্তম শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, কলেজের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া, প্রকাশ্য পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া, হিন্দুকলেজকে তিনি সাধারণের নিকট অতিশয় আদরণীয় করেন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ যখন হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন, তখন হিন্দু কলেজ অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। প্রতিভার বরপুত্র হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর উপদেশে ও শিক্ষায় এক নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। এই সমাজ দেশের রাজনীতিক, সামাজিক,

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

ভোলানাথ চন্দ্র

সাহিত্যবিষয়ক এবং ধর্ম্মবিষয়ক সকল প্রকার সংস্কারের জন্য অসাধারণ উৎসাহ, প্রশংসনীয় স্বার্থত্যাগ, গভীর জ্ঞান, এবং প্রবল সত্যানুসন্ধিৎসা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ভোলানাথের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুকলেজের কয়েকজন ছাত্রের নামোল্লেখ করিলে, তাঁহাদের দ্বারা আমাদের জাতীয় গৌরব-ভাণ্ডার কতদূর সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের স্মৃতিপটে সমুদিত হইবে। ইংরাজী কাব্য রচনা করিয়া যে 'হিন্দুকবি' কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজেও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' নামক ইংরাজী সংবাদ পত্রে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহার সহযোগী স্বনামধন্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি সংবাদ-পত্র-পরিচালনা শিক্ষা করেন, সেই কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দুকলেজেরই ছাত্র ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সহচর, এতদ্দেশীয় রাজনীতিক সভাদি স্থাপনে অগ্রণী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীও হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'-রোপয়িতা, বহু ভাষাবিদ্ 'রাজনীতিক পাদ্রী' কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষের ডিমস্থিনীস্' রামগোপাল ঘোষ এবং

সুধী ও সদ্বক্তা রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অন্যতম পুরোহিত, 'অযোধ্যার সৌভাগ্যের পুনর্জন্মদাতা', প্রসিদ্ধ রাজনীতিক, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও হিন্দু-কলেজের ছাত্র ছিলেন। "একদিন যাঁর সাথে করিলে যাপন, সাত দিন থাকে ভাল দুর্বিবনীত মন", সেই—সাধু-চরিত্র রামতনু লাহিড়ী হিন্দূকজের ছাত্র ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সাধু শিবচন্দ্র দেব হিন্দুকলেজেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। গণিতজ্ঞ রাধানাথ শিকদার ও কর্ম্মকুশল রাজা দিগম্বর মিত্র, হিন্দুকলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী গোবিন্দচন্দ্র বসাক—যাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিদ্যাশিক্ষা করেন,—ছোট আদালতের বিচারপতি হরচন্দ্র ঘোষ, যাঁহার যত্নে ও উৎসাহে কৃষ্ণদাস পালের প্রতিভা বিকসিত হইয়াছিল,—ইঁহারাও হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। 'নবনারী', 'আরব্য উপন্যাস' ও 'পারস্য ইতিহাস' সঙ্কলিত করিয়া যিনি বঙ্গ-সাহিত্য অলঙ্কৃত করেন, সেই নীলমণি বসাকও এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। আর যিনি সেকালে সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর অনুষ্ঠানে অগ্রণী ছিলেন, এবং বাঙ্গালা গদ্যের

যে 'প্রধান সংস্কারকে'র নিকট সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও ঋণী, সেই 'বাঙ্গালার ডিকেন্স' প্যারীচাঁদ মিত্রও এই হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন।

ভোলানাথ যখন হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন তখন উহার কর্ম্মাধ্যক্ষগণের মধ্যে চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন এবং রসময় দত্ত এই কয়জন এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। অধ্যক্ষগণের সম্মুখে নাম, বয়ঃক্রম, পিতার নাম, বাসস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া ভোলানাথ বিদ্যালয়ে প্রবেশ-লাভ করেন।

তখন গ্রীষ্মকালে দিবা ১০ টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত এবং শীতকালে ১০টা হইতে ৪॥০টা পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইত। বিদ্যালয়টি 'সিনিয়র' ও 'জুনিয়র' এই দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল। জুনিয়র বিভাগে ৫টি শ্রেণী ছিল তন্মধ্যে একটি বালীর শ্রেণী ছিল। শেষোক্ত শ্রেণীতে বালকগণ প্রাচীন প্রথামত বালুকার উপর অক্ষর লিখিতে শিখিত। জুনিয়র বিভাগে মলিস নামক একজন য়ুরেশীয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ভোলানাথ কিছু ইংরাজী ব্যাকরণ ও বানান শিক্ষা করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে ডেভেনপোর্ট নামক এক য়ুরেশীয় শিক্ষকের অধীনে নবম শ্রেণীতে

রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব।

প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইল। ভোলানাথ অঙ্কে কাঁচা ছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে নিম্নতর শ্রেণীতে গণিতশাস্ত্রে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইত। বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবৎসর ভোলানাথ ৮ম শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই শ্রেণীতে তারকনাথ নামক জনৈক শিক্ষক অধ্যাপনা করিতেন। ডাক্তার উইলসনের স্থানে এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ হেনরি টমাস কোল্‌-ব্রুকের নিকট আত্মীয় সংস্কৃতজ্ঞ মিঃ জে,সি,সি, সাদার্ল্যাণ্ড নিযুক্ত হন, ইনি বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরাজী ব্যাকরণের কঠিন প্রশ্ন করেন। ভোলানাথ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান-করিয়া প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। গবর্ণমেণ্ট হাউসে লর্ড বেণ্টিঙ্কের হস্ত হইতে ভোলানাথ সেই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এই প্রথম তিনি গবর্ণমেণ্ট হাউস ও লর্ড বেণ্টিঙ্ককে দেখেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ সপ্তম শ্রেণীতে উন্নীত হন। সেকালে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আগমন করিতেন। স্যর আলেক্‌জাণ্ডার বার্ণসের সঙ্গে মুন্সী হইয়া যিনি কাবুলে গমন করিয়া ছিলেন, সেই মোহনলাল, একবার কলেজ পরিদর্শনে আইসেন। এই দীর্ঘাকৃতি, সুশ্রী, মস্‌লিন-পাগ্‌ড়ীধারী

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ।

মূর্ত্তিটি ভোলানাথের নিকট কিছু অভিনব বলিয়া মনে হইয়াছিল। মোহনলাল পরে ইংলণ্ডে গমন করিয়া একটি আইরিশ বালিকাকে বিবাহ করেন।

পরবৎসর ভোলানাথ মিঃ মলিসের শ্রেণীতে উন্নীত হন। ইঁহার নিকট ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ করেন। ইঁহার নিকট ভোলানাথ ইতিহাসে যে শিক্ষা-লাভ করেন তাহাতে তাঁহাকে পরে রলিন, হিউম ও রবার্টসনের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি আয়ত্ত করিতে কোনও কষ্ট পাইতে হয় নাই।

ভোলানাথের সময়ে কলেজে ক্রীড়ার ব্যবস্থাও ছিল। ক্রিকেট, মার্ব্বেল, কপাটী, গুলিডাণ্ডা প্রভৃতি ক্রীড়া দ্বারা শারীরিক উৎকর্ষ সাধিত হইত।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের ভারত-পরিত্যাগ উপলক্ষে দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ হিন্দুকলেজে একটি প্রকাশ্য সভা করিয়া তাঁহাকে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। বালক ভোলানাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিককে অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করিতে শুনিয়াছিলেন।

বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পূর্ব্বে একটি নূতন শিক্ষাপদ্ধতির অনুমোদন করিয়া এতদ্দেশে পাশ্চাত্য

সাহিত্যবিজ্ঞানাদি প্রচারের এক অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করেন। পূর্ব্বে কোর্ট অব ডাইরেক্টর্‌সের আদেশানুসারে যে দশসহস্র পাউণ্ড শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত তাহার অধিকাংশই দেশীয় সাহিত্য-চর্চ্চা ও সাহিত্য-প্রচারের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। এতদ্দেশে শিক্ষাপরিষদ কিছু পূর্ব্বে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। কয়েকজন সদস্য সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার প্রচারার্থী ছিলেন এবং অপর সদস্যগণ পাশ্চাত্য ভাষার প্রচারার্থী ছিলেন। প্রাচ্যভাষাপ্রচারার্থিগণই প্রথমে বিজয় লাভ করেন। কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড মেকলে অপর পক্ষে যোগদান করিলেন তখন পাশ্চাত্য ভাষা প্রচারার্থীরাই জয়ী হইলেন। মেকলে তাঁহার ২রা ফেব্রুয়ারি (১৮৩৫) তারিখের সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্যের উপসংহারে লিখিলেন, “যে কোন উৎকৃষ্ট য়ুরোপীয় পুস্তকালয়ের একটি মাত্র আলমারী সমগ্র সংস্কৃত ও আরব্য সাহিত্যের সমতুল্য।” তিনি এই সুদীর্ঘ মন্তব্যের উপসংহারে আরও বলিলেন: “ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমরা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টের বিধি দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ নহি, আমরা আমাদের ধনভাণ্ডার যে ভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি; যাহা জানা আবশ্যক তাহারই শিক্ষা
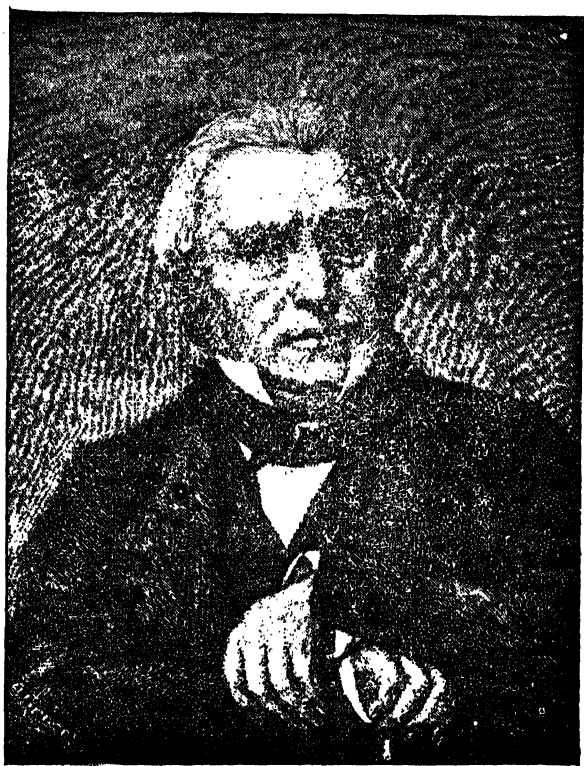
লর্ড মেকলে।

দিবার জন্য আমাদের ইহার ব্যবহার করা কৰ্ত্তব্য ; সংস্কৃত অথবা আরবী ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অধিক ; দেশবাসিগণ ইংরাজী শিক্ষা করিতে সমুৎসুক ; ধৰ্ম্ম অথবা ব্যবহার শাস্ত্রের ভাষা বলিয়া সংস্কৃত অথবা আরবী ভাষা প্রচার করিবার বিশেষ কারণ বিদ্যমান নাই ; এতদ্দেশীয় লোকদিগকে ইংরাজীতে সুপণ্ডিত করা সম্ভব ; এই উদ্দেশ্যে আমাদের সকল চেষ্টা প্রযুক্ত করা উচিত।”

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ইহাতে এই অবধারণ প্রকাশিত করেন ঃ—

১। সপার্ষদ গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক কর্তৃক প্রেরিত বিগত ২১শে ও ২২শে জানুয়ারি তারিখের পত্রদ্বয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রাদি মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিয়াছেন।

২। বড়লাট বাহাদুর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবাসিগণের মধ্যে য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচার করিলেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে এবং তিনি বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার জন্য যে অর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ইংরাজী শিক্ষায় প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ।

৩। কিন্তু সপার্ষদ বড়লাট বাহাদুরের এমত অভিপ্রায় নহে যে যতদিন দেশবাসিগণ দেশীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সমুৎসুক থাকিবে ততদিনের মধ্যে দেশীয় পাঠশালা বা উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ তুলিয়া দেওয়া হইবে। অতএব সপার্ষদ বড়লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধানে যে সকল বিদ্যালয় বর্ত্তমানে পরিচালিত হইতেছে সে সকলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ পূর্ব্বের ন্যায় বৃত্তি পাইবেন। কিন্তু শিক্ষাবস্থায় ছাত্রগণের সাহার্য্যার্থে যে বৃত্তি প্রদানের প্রথা বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে সপার্ষদ বড়লাট বাহাদুর সে প্রথার সমর্থন করিতে অক্ষম। তাঁহার বিশ্বাস যে, যে প্রথায় অধুনা শিক্ষা প্রদত্ত হয়, সেই প্রথা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অন্যবিধ অধিকতর আবশ্যক প্রথার দ্বারা অধিকারভ্রষ্ট হইবে এবং উচ্চবৃত্তি প্রদানের একমাত্র ফল এই হইবে যে সেই সকল অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অধ্যয়নে অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রদান করা হইবে। অতএব তিনি আদেশ দিতেছেন যে অতঃপর যে সকল ছাত্র এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবেন তাঁহারা কোনও প্রকার বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন না এবং যখন কোনও প্রাচ্য-বিদ্যার অধ্যাপক তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, শিক্ষাপরিষদ গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার বিদ্যালয়ের

অবস্থা ও ছাত্রসংখ্যার একটি বিবরণ পাঠাইবেন, এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহার স্থলে নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিচার করিবেন।

৪। সপার্ষদ গবর্ণর জেনারেলের গোচরে আসিয়াছে যে শিক্ষাপরিষদ প্রাচ্য সাহিত্যাদি বিষয়ক পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রচারে বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। সপার্ষদ বড়লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে অতঃপর উক্ত কার্য্যে আর অর্থ ব্যয় করা হইবে না।

৫। সপার্ষদ বড়লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে, এই সকল সংস্কার সাধিত হইলে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, শিক্ষাপরিষদ সেই সমস্ত অর্থ অতঃপর দেশবাসিগণের মধ্যে ইংরাজী ভাষার সহায়তায় ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচারার্থ প্রয়োগ করিবেন এবং বড়লাট বাহাদুর পরিষদকে এতদর্থে অতি শীঘ্র একটি শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক প্রস্তাব প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।”

যখন এই অবধারণানুসারে কার্য্য আরম্ভ হইল, যখন প্রতীচ্য জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার এতদ্দেশীয় ছাত্রগণের সম্মুখে উন্মুক্ত করা হইল, ঠিক সেই সময়ে অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় ও জ্ঞানস্পৃহা লইয়া ভোলানাথ হিন্দু কলেজের ‘সিনিয়র’ বিভাগে প্রবেশ করিলেন।

কলেজের সিনিয়র বিভাগে ভোলানাথ জেমস্ মিড্লটনের নিকট ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ভোলানাথ যাঁহার নিকট ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষা করেন সেই ম্যাকে সাহেবের ইনি একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং ভোলানাথ পূর্ব্ব হইতেই ইঁহাকে জানিতেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে কাপ্তেন বার্ট বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর বালকগণকে ইংরাজী সাহিত্যের কয়েকটি অতি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ভোলানাথ সসম্মানে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষক মহাশয় লিখিয়াছিলেন,

"The result of the whole examination was that Nobin Chandra Mukerjee and Joy Gopal Sen are the two best boys in the class and nearly equal. * * * The two next boys on the list were of the four selected for the final trial. Bholanath is a very intelligent boy and Sosee Chandra Dutt promises to excel."

পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালেই ভোলানাথ মিঃ মূলার নামক একজন অধ্যাপকের নিকটে বায়রণের শ্রেষ্ঠ.

কাব্যগুলি পাঠ করেন। ভোলানাথ একস্থানে লিখিয়াছেন, সেক্ষপীয়রের পরেই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কবি বায়রণ।

চতুর্থ শ্রেণীতে ভোলানাথ মিঃ হালফোর্ড এবং কাপ্তেন ফ্রান্সিস পামারের অধীনে ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ফ্রান্সিস পামার সেকালের বিখ্যাত ব্যাঙ্কার জন পামারের পুত্র। জন পামার দেউলিয়া হইলে ইঁহাদের অবস্থা অতিশয় হীন হয়। ফ্রান্সিস পামার ইংলণ্ডে বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং সৈন্যবিভাগে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। উক্ত বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন। ইনি পাণ্ডিত্যে বিখ্যাত কাপ্তেন ডি, এল্, রিচার্ডসনের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। বিখ্যাত ব্যক্তিগণ কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলে কাপ্তেন পামার তাৎকালীন হীন অবস্থার জন্য অদৃশ্য থাকিতেন। একবার বেগম সমরুর উত্তরাধিকারী ডাইস্ সম্বার হঠাৎ তাঁহার ক্লাশে আসিয়া পড়েন। ভোলানাথ ডাইস্ সম্বারকে দেখিয়াছিলেন। তিনি তখন ইংলণ্ডে কোনও মহিলার পাণিগ্রহণার্থ গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ছাত্রগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ভোলানাথ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং এই

সময় হইতে বিখ্যাত ইংরাজী লেখক, সমালোচক, বক্তা এবং শিক্ষক, কাপ্তেন ডি, এল্‌, রিচার্ডসনের নিকট ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। রিচার্ড-সনের ক্লাসে অধ্যয়ন করা তখন ছাত্রগণের নিকট অতিশয় গৌরবজনক ছিল। সেকালে ছাত্রগণ প্রথম শ্রেণীতে ইচ্ছা-মত ৩।৪ বৎসর অধ্যয়ন করিতেন। ভোলানাথ প্রথম শ্রেণীতে প্রায় চারি বৎসর এবং রিচার্ডসনের নিকট সর্ব্ব-সমেত প্রায় পাঁচ বৎসর কাল ইংরাজী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক-গণের সর্ব্বপ্রধান পুস্তকগুলি পাঠ করেন এবং ইংরাজী রচনাশক্তি সঞ্চয় করেন। চসার, স্পেন্সার, সেক্ষপীয়র, মিল্টন, ড্রাইডেন, পোপ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবি-গণের অমর কাব্যগুলি রিচার্ডসনের ন্যায় সমালোচকের নিকটে পাঠ করিয়া ভোলানাথের সমালোচনশক্তিও যথেষ্ট বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। অ্যাডিসন, সুইফ্‌ট্‌, জনসন, কোল্‌রিজ, ল্যাম্ব, হ্যাজলিট্‌ প্রভৃতির ইংরাজী প্রবন্ধাদি ভোলানাথ এই সময়েই পাঠ করেন। সাহিত্যের প্রতিই ভোলানাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। গণিত শাস্ত্রে তিনি আদৌ মনোযোগ দিতেন না। রসায়ন শাস্ত্র এবং জরীপ কার্য্য ভোলানাথের মন্দ লাগিত না। প্রথমোক্ত শাস্ত্রে তিনি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ডি, এল্, রিচার্ডসন

ভোলানাথ চন্দ্র

সেকালে হিন্দুকলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মাননীয় স্যর এডওয়ার্ড রায়্যান, সি, এইচ্, ক্যামেরণ এবং ডাক্তার জে, গ্রাণ্ট প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণকে ইংরাজী সাহিত্যে পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় ভোলানাথের সতীর্থ গোপাল কৃষ্ণ ঘোষ প্রথম স্থান ও ভোলানাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্ব্বেই গোপাল কৃষ্ণ মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং সাহিত্যে পারদর্শিতার জন্য প্রথম পুরস্কার ভোলানাথই প্রাপ্ত হন। পরীক্ষার পর পাঠকগণ যে মন্তব্য প্রকাশ করেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

The following is the report of the Hon'ble Sir E. Ryan, C. H. Cameron Esq. and Dr. J. Grant :—

We examined the First Class of the Hindoo College in English Literature. The Examination lasted a whole day. * * * *

The result of the Examination was in general less satisfactory than that of 1839 ; but the answers of Gopal Kissen

Ghose, who carried the prize in that year were excellent, and far superior to those of any competitor.

He answered fully the 2nd and 4th questions &c. &c.

We should have assigned the prize to him, and it is with deep regret we now mention that within a very few days after the examination he was attacked by a fever of which he died in less than 48 hours.

He had been for the last 3 years superior to all his fellow students in Mathematics, in History, and in English Literature : and we have little doubt, that if he had lived, he would have been a distinguished man of letters, and a powerful instrument for the great purpose of diffusing European tastes and opinions among his countrymen.

We trust that even as it is his example, will long stimulate the industry of the

Hindoo youth.

The prize is awarded to Bholanath Chandra, who stands next to Gopal Kissen Ghose.

We propose to place in the college examination room a small marble Tablet in memory of Gopal Kissen Ghose containing a suitable inscription.

The order assigned to the first boys of of the first class for knowledge attained form reading the Library books was as follows:—

Best.	1. Gopal Kissen Ghose	6. Kissen chandra Mittra
	2. Bholanath Chandra	7. Joy Gopal Set
	3. Mohes Chandra Dutt	8. Madhub Chandra Ghose
	4. Bissanath Sing	9. Kally Kissen Mitter
	5. Sevoo Persaud Ghose	

ভোলানাথ ইতিহাসেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে গৃহীত বার্ষিক পরীক্ষায় ভোলানাথ ইতিহাসের কতিপয় প্রশ্নের এরূপ সদুত্তর দিয়াছিলেন যে উত্তরগুলি তদানীন্তন শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে মুদ্রিত

লর্ড অকল্যাণ্ড

হইয়াছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারি টাউনহলে হিন্দু কলেজের পুরস্কার-বিতরণ-সভায় সভাপতি লর্ড অক্ল্যাণ্ডের সম্মুখে ভোলানাথ উক্ত উত্তরগুলি পাঠ করিয়াছিলেন। পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির নিমিত্ত পরীক্ষার প্রদত্ত প্রশ্নগুলি ও ভোলানাথের উত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Historical questions answered by Bholanath Chandra, a student of the Senior Class.

Q. 1. Were there any states in Artequity in which females were admitted to Sovereignty ?

A. There were many nations in antiquity who admitted females into Sovereignty. The Assyrians had the glorious Semiramis. The Egyptians had Berenice and Cleopatra. The Halicarnassians had Aitmesia who assisted Xerxes. Zenobia was queen of Palmyra. We know also of a

queen of Sheba who visited the court of Solomon. In ancient times the Indians had a queen called Premdeve.

Q. XIII. Who was the first consul of the Plebian order and who were the most distinguished of the Patricians who espoused the popular party ?

A. The first consul of the Plebian order was Sextus and the most distinguished of the Patricians who espoused the popular party were Junius Brutus, the Grachi, the two Catos, Cicero, Cassius and Brutus.

Q. XVI. State the instances since the conquest in which the Crown of England has been transmitted from Father to Son, and those in which the hereditary succession to it has been altogether interrupted ?

A. Since the conquest the instances in which the Crown of England has been transmitted from Father to Son are William

Rufus who succeeded his father William the Conqueror, Richard 1. Henry 3rd, Edward 1, Edward 2nd, Edward 3d, Henry 5th, Henry 6th, Edward 5th, Henry 8th, Edward 6th, Charles 1, George 2d, George 4th. The instances in which this was altogether interrupted are those of Stephen, Henry 4th, Henry 7th, James 1, the Commonwealth, William 3d, and George 1.

Q, XX III. Who was the first Eastern Potentate, who assumed the title of Sultan ? What Potentate was known in England by the title of Great Mogul ? What Potentate was known in Europe as the Miramolin ? What embassies from England to any of them are recorded, and in what reigns ?

A. The first Eastern Potentate who assumed the title of Sultan was Mahmood of Ghizni. The Potentate known in England by the title of the Great Mogul was the

Emperor of Delhi. The Potentate known in Europe by the name of Miramolin was the Emperor of Morocco. To the second of the Potentates two embassies were sent from England, first by Queen Elizabeth under Captain Mildenhall for the purpose of establishing the East India Company, second by James 1, under Sir Thamas Roe, in order to allow the Company to erect factories at Surat, Ahmedabad and Cambay.

ইংরাজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তির জন্য লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের হস্ত হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার গ্রহণ করিয়া ভোলানাথ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কলেজ পরিত্যাগ করেন। ভোলানাথ গণিতে এত কাঁচা ছিলেন যে, আজিকালিকার পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে ভোলানাথ কখনও উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু সেকালে উচ্চতর আদর্শে শিক্ষা প্রদত্ত হইত, এবং ছাত্রগণের মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের চিত্তবৃত্তি বিকশিত করিবার চেষ্টা হইত। ভোলানাথের সতীর্থ ও পরম বন্ধু গৌরদাস বসাক মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ—

"My friend Bholanath Chunder, the Hindu Traveller, with a few others of his feather, used to skulk away from the mathematical examination. But under a peremptory message from Sir Edward Ryan, the President of the Public Instruction Committee they formally went through the ordeal, and returned almost blank papers like Buncoo. Far from being affected by the consequences of failure, my friend Bholanath received the first prize of the College, then given to the best student in literature. What a contrast this to the reign of "Cram" in the presentday.

হিন্দুকলেজে ভোলানাথ কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিদ্যালয় পরিত্যাগ কালে তাঁহাকে প্রদত্ত অধ্যাপকগণের প্রশংসাপত্র দৃষ্টে প্রতীত হইবে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন ডি, এল্, রিচার্ড-সন লিখিয়াছিলেন ঃ—

"This is to certify that Babu Bholanath Chunder has been nearly four years in the

This is to certify that Baboo [illegible] has been nearly four years in the first class of the Hindu College. He has been very attentive to his studies and is a youth of great natural ability. He has acquired a highly creditable knowledge of English Literature. His general conduct has always been quite unexceptionable.

D. L. Richardson
Principal Hindu College

15th July 1842

ডি, এল্, রিচার্ডসন-প্রদত্ত প্রশংসাপত্রের প্রতিলিপি

first class of the Hindu College. He has been very attentive to his studies and is a youth of great natural ability. He has acquired a highly creditable knowledge of English literature. His general conduct has always been quite unexceptionable.

D. L. Richardson.

15th. July, 1842. Principal, Hindu College.

গণিতে ভোলানাথ আদৌ মনোযোগ দিতেন না, সুতরাং অধ্যাপক মিষ্টার রীজ কেবল এইটুকু লিখিয়াছিলেন ঃ—

I certify that Babu Bholanath Chunder, a pupil of the first class of the Hindu college has uniformly conducted himself with the utmost propriety. He has studied plane and spherical trigonometry.

Hindu College. C. L. Rees.

14th. Nov., 1842. Prof. of Math, at the H. C.

হিন্দুকলেজের হেডমাষ্টার জেম্‌স্ কার, যিনি পরে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন, লিখিয়াছিলেন, ঃ—

Hindu College, Nov. 18, 1842.

Certified that Bholanath Chunder attended the Hindu College from the year 1832 to August 1842, and that he greatly distinguished himself, particularly in his literary studies. I can also speak very favourably of his amiable disposition and good moral character.

James Kerr, A. M.
Head-master.
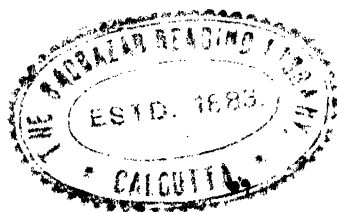
কিশোরীচাঁদ মিত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মজীবনে প্রবেশ—সহপাঠী ও বন্ধুবর্গ

বিদ্যালয় পরিত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে, ঊনবিংশতি বৎসর বয়সে, ভোলানাথ, বিশ্বনাথ লাহা এণ্ড কোম্পানীর প্রধান সত্ত্বাধিকারী বিশ্বনাথ লাহা মহাশয়ের কন্যা কামিনীসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের ফলে তাঁহার একমাত্র পুত্র অঘোর নাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতৃপুণ্যে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল রত্ন এবং সমাজের অলঙ্কার-স্বরূপ হইয়াছিলেন। ইঁহার বিষয় পরে যথাস্থানে কিছু বলিব।

বিবাহের পর তাঁহার মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া ভোলানাথ স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং কর্ম্মজীবনে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার কর্ম্মজীবনের পরিচয় প্রদানের পূর্ব্বে আমরা তাঁহার কয়েকজন সহপাঠী ও বন্ধুর পরিচয় দিব। একজন মনীষী যথার্থই বলিয়াছেন, কোনও ব্যক্তির বন্ধুগণের পরিচয় জানিতে পারিলে সেই ব্যক্তির চরিত্র অনায়াসেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ভোলানাথের বন্ধুগণের পরিচয় পাইলেও পাঠকগণ

ভোলানাথের শিক্ষা, রুচি ও চরিত্র সম্বন্ধে স্থূল ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন।

(১) কিশোরীচাঁদ মিত্র।—ইনি প্যারীচাঁদ মিত্র (টেক্‌চাঁদ ঠাকুর) মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মে তারিখে নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে পৈতৃক ভবনে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হেয়ার স্কুলে এবং হিন্দুকলেজে কাপ্তেন ডি, এল্, রিচার্ডসনের নিকট ইংরাজী সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই ইনি ইংরাজী প্রবন্ধাদি রচনায় অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। একবার বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরাজী প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়া ইনি লর্ড অক্ল্যাণ্ডের হস্ত হইতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ভোলানাথ ঐ পারিতোষিক পাইবেন মনে করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কিশোরীচাঁদ এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক হন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে কিশোরীচাঁদ রামমোহন রায়ের একটী জীবনচরিত লিখেন। এই জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাৎকালীন প্রসিদ্ধ ইংরাজগণ উহা ইংরাজের লিখা মনে করিয়াছিলেন। সম্পাদক ডাঃ আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্ উহা হিন্দুযুবকের রচনা বলিয়া প্রকাশ করিলে, বাঙ্গালার তদানীন্তন

ডেপুটী গবর্ণর স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডে কিশোরীচাঁদকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম প্রদান করেন। সেকালে এই পদের অনেক মর্য্যাদা ছিল। কিশোরীচাঁদ (ডাঃ রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সম্পাদকের কর্ম্মভার প্রদান করিয়া প্রথমে রাজসাহী জিলার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করেন। এই স্থানে তৎকালে ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ব্রাহ্মসমাজ, পথ, ঘাট, কিছুই ছিল না। কিশোরীচাঁদ দীঘাপতিয়ার (পরে রাজা) প্রসন্ননাথ রায় ও অন্যান্য জমীদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি স্থাপিত করেন এবং পথঘাটাদি নির্ম্মিত করেন। কিশোরীচাঁদ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ না করিলেও তিনি রামমোহন রায়-প্রচারিত ঔপনিষদিক হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম প্রচারক ছিলেন। কয়েক বৎসর রাজসাহী ও জাহানাবাদে কর্ম্ম করিলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ ৮০০৲ মাসিক বেতনে কলিকাতার অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। রাজকর্ম্ম ব্যতীত কিশোরীচাঁদ নানা প্রকারে দেশের ও দেশবাসীর সেবা করিয়াছিলেন। তিনি একটি সমাজ-সংস্কার-বিধায়িনী সভা স্থাপিত করিয়া বহুবিবাহ নিবারণ এবং অন্যান্য

কুপ্রথা নিবারণের প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বহুবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—কিশোরীচাঁদই সর্ব্বপ্রথমে বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা পান। বিধবা বিবাহ প্রচলন বিষয়েও কিশোরীচাঁদ বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদ যখন কলিকাতায় ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন প্রকাশ্য সভায় পুলিশের বিরুদ্ধে এবং গবর্ণমেণ্টের শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেন। সিপাহী যুদ্ধের পর তিনি একটি পুস্তিকায় লর্ড ক্যানিং প্রবর্ত্তিত শাসননীতির প্রশংসা করিয়া এবং প্রতিবিধিৎসাপরায়ণ সাধারণ ইংরাজগণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, অনেক ক্ষমতাশালী ইংরাজের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। পুলিশের সাক্ষ্য তিনি কখনও বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতেন না, এবং সর্ব্বদা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে তিনি ভালবাসিতেন। এই সকল কারণে তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার মিঃ ওয়াকোপের সহিত ইঁহার কলহ হয় এবং অবশেষে কিশোরীচাঁদ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ইনি 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির সমালোচনা এবং নানাবিধ দেশহিতকর প্রস্তাবা-

ৃির আলোচনা করিয়া বিখ্যাত হন। নীলকরগণের বিরুদ্ধে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে' যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টের ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। (পরে বঙ্গের ছোটলাট) স্যর এশলি ইডেন পারিশ্রমিক লইয়া কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে' নীলকর-গণের বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। রাজসাহীতে অবস্থান-কালে কিশোরীচাঁদের সহিত স্যর এশলির ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হয়। কিশোরীচাঁদ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে-শনের অন্যতম অধ্যক্ষরূপেও দেশের অনেক কাজ করিয়া-ছেন। তিনি সদ্বক্তা ছিলেন, এবং তাঁহার বক্তৃতাগুলি এরূপ তথ্যপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী, যে জননায়করূপে তিনি তৎকালে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্য-সেবকরূপেই কিশোরীচাঁদ সমধিক বিখ্যাত। তিনি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে অনেকগুলি নানাবিষয়ক সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাধাকান্ত দেব, রামমোহন রায় এবং রামগোপাল ঘোষের জীবনচরিত এবং "বঙ্গের জমিদারগণ" শীর্ষক ধারাবাহিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি বিশেষ মূল্যবান।

কিশোরীচাঁদ মতিলাল শীল ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের ও এক একখানি ইংরাজী জীবনচরিত লিখিয়াছেন। উহাতে

সেকালের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই আগষ্ট ইনি দেহত্যাগ করেন।

(২) জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর।—ইনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। ইনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিতেন এবং তরুণবয়সে তৎ-কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার কন্যা কমলমণির পাণিগ্রহণ করেন। শেষোক্ত ঘটনায় অনেকেই কৃষ্ণমোহনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। ৺চন্দ্রকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় এই উপলক্ষে একটী দীর্ঘ রহস্যপূর্ণ কবিতা রচনা করেন, তাহার প্রথম কয়েক পংক্তি পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত্যর্থে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূতির মা বলে দিদি রয়েছিস্ কি সুখে।
বড় হলো মিসি বাবা * * উঠ্‌লো বুকে॥
বিবি বলে সাহেব কি মোর রয়েছে চুপ করে।
জ্ঞানের অজ্ঞান করে আনিয়াছে হরে॥
এই মার্চে লাল চর্চ্চে মিসির হবে ম্যারেজ।
দেখ্‌বে ঘটা, বল্‌ব কথা, লাগ্‌বে এসে ক্যারেজ॥

ইঁহার খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য প্রসন্নকুমার ইঁহাকে ত্যজ্য পুত্র করেন, এবং উইল দ্বারা বিষয়াদি ভ্রাতুষ্পুত্র

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর

(পরে মহারাজা স্যর) যতীন্দ্রমোহনকে প্রদান করেন। জ্ঞানেন্দ্র মোহন ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন, এবং সাহিত্য সভাদিতে মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা দিতেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও দেশের প্রতি ইঁহার যথেষ্ট মমতা ছিল। একবার কোনও বক্তৃতায় ইনি বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ খৃষ্টান।" বাঙ্গালার এই প্রথম ব্যারিষ্টার শেষ জীবন ইংলণ্ডেই অতিবাহিত করেন। ইনি কিছুদিন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু আইনের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। একবার লেভিতে ইঁহার কন্যার ভারতীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৩) **দুর্গাচরণ লাহা**।—ইনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গোবিন্দ বসাকের বিদ্যালয়ে এবং হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ইঁহার পিতা প্রাণকৃষ্ণ একটি সওদাগরী অফিস খুলিয়াছিলেন এবং পুত্রকে বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত করেন। দুর্গাচরণ বাণিজ্যে এবং জমিদারী ক্রয় করিয়া প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। কি ইংরাজ, কি দেশীয়, উভয় সমাজেই ইনি অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইনি কয়েকবার ছোট লাট ও বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বা-

মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা

চিত হন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সেরিফ হন। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতির পদ কিছুকাল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে 'সি-আই-ই,' 'রাজা' এবং পরে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ ইনি পরলোক-গমন করেন। ভোলানাথের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। ভোলানাথ তাঁহার রচিত রাজা দিগম্বর মিত্রের ইংরাজী জীবনচরিত দুর্গাচরণের নামে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন।

(৪) গোবিন্দচন্দ্র দত্ত।—ইনি কলিকাতা রামবাগানের দত্ত বংশ সমুদ্ভূত। ইনি সেকালের ছোট আদালতের বিচারপতি বিখ্যাত রসময় দত্তের পুত্র এবং সুপ্রসিদ্ধা তরু ও অরু দত্তের পিতা। ইনি প্রথমে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন এবং পরে রাজস্ব বিভাগে প্রবেশ করেন। রাজস্ব বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া তিনি রাজস্ব-সচিব জেম্‌স্ উইলসন এবং স্যর রিচার্ড টেম্পলের প্রিয় পাত্র হন। কিন্তু তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া দুইজন ইংরাজ কর্ম্মচারীর পদবৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় গোবিন্দচন্দ্র পদত্যাগ করেন। ইনি অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ইংরাজী কবিতা রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং নিজের ও

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত

পরিবারস্থ অপর কয়েক জনের ইংরাজী কবিতা সঙ্কলন করিয়া 'দত্ত ফ্যামিলি এল্‌বাম' নামক ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ সম্পাদিত করেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যেও ইঁহার অনুরাগ ছিল এবং অধ্যাপক কাউয়েলের কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অনুবাদের ভূমিকা দৃষ্টে প্রতীত হয় যে গোবিন্দচন্দ্রই কাউয়েলকে সর্ব্বপ্রথমে মুকুন্দরামের প্রতিভার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং উক্ত অনুবাদ কার্য্যে সাহার্য্য করেন। "কলিকাতা রিবিউ" ত্রৈমাসিকে ইঁহার রচিত অনেকগুলি সারগর্ভ সন্দর্ভও প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার সম্পাদক রেভারেণ্ড ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথ একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"I have always regarded him as the finest English scholar amongst the Natives of Bengal and consequently of India."

ইনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পত্নী ও কন্যা সমভিব্যাহারে কিছুকাল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

(৫) প্যারীচরণ সরকার।—ইনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারি কলিকাতায় চোরবাগানে মাতুলালয়ে

প্যারীচরণ সরকার

ভোলানাথ চন্দ্র

জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে হেয়ার স্কুলে এবং পরে হিন্দু কলেজে ইনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। ইনি হিন্দু কলেজের একটি উজ্জ্বল রত্ন। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইনি অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইঁহার ছাত্র। ইঁহার রচিত বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকগুলি এখনও প্রথম শিক্ষার্থী-দিগের আদর্শ পাঠ্য পুস্তক বলিয়া বিবেচিত হয়। ইনি কিছুকাল 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদকতা করিয়া ছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সহিত মতভেদ প্রযুক্ত উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করেন। ইঁহার সুন্দর অধ্যাপনা প্রণালীর জন্য কৃষ্ণদাস পাল ইঁহাকে 'Arnold of the East' এই গৌরব-সূচক আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি এদেশে সুরাপান নিবারণের জন্যও প্রশংসনীয় চেষ্টা করিয়া ছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৩০ শে সেপ্টেম্বর ইঁহার মৃত্যু হয়। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় ইঁহার একটি সুন্দর জীবন-চরিত সঙ্কলিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের একটি ইংরাজী সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

আনন্দ কৃষ্ণ বসু

(৬) আনন্দকৃষ্ণ বসু।—ইনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে অগষ্ট মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'শব্দ-কল্পদ্রুম'-সম্পাদক বিখ্যাত রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র। ইনি বিদ্যানুশীলনে ও সাহিত্য-সেবায় সমস্ত জীবন অতি-বাহিত করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ইঁহার নিকট ইংরাজী সাহিত্যে পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইঁহার দ্বারা বক্তৃতাদি লিখিয়া লইতেন এবং নানা বিষয়ে ইঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ইনি বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন। ইনি নিরভিমান ও অহঙ্কারশূন্য ছিলেন। ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি তৎকালে অতি অল্পই ছিলেন।

ভোলানাথ ইঁহার সম্বন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"Babu Ananda Krista Bose has had a most famous scholastic career. He has a many-sided mind, and is now the most learned Bengali gentleman living. But modest by nature and unambitious to set up any pillars of Hercules in the world of black letter lore, he keeps himself within a veil and is unknown to public fame. The author of several anonymous writings, his intellec-

tual wealth lies at the disposal of others. He has stood by too many friends as their intellectual benefactor. His life has been one long silent converse with the intellectual dead. In his last years, when

'Bound to the earth, one lifts his eyes to heaven'

Spiritualism has become his study."

(৭) মাইকেল মধুসূদন দত্ত।—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই ইঁহার জীবন-কথার সহিত পরিচিত হইয়াছেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ২৫ শে জানুয়ারী যশোহর জিলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইনি হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন এবং উক্ত কলেজের একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। ছাত্রাবস্থাতেই ইনি ইংরাজী কবিতা রচনার অভ্যাস করেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের রচিত মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিতের পরিশিষ্টে প্রকাশিত ভোলানাথের স্মৃতি-কথায় উভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' মধুসূদনের ইংরাজী সনেট প্রকাশিত হইয়াছে, গোলদীঘীতে মধুসূদন সতীর্থ ভোলানাথকে তাহা

দেখাইতেছেন, মধুসূদন মহাসমারোহে ভোলানাথ, গৌরদাস, প্রভৃতি বন্ধুগণকে খাওয়াইতেছেন, বেলগাছিয়ার উদ্যানে পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী রাজভ্রাতৃদ্বয় প্রতাপ চন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র মহাসমারোহে মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা'র অভিনয়ের আয়োজন করিতেছেন—এ সকল চিত্র ভোলানাথ নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদন কিরূপে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, ইংরাজী কবিতা রচনা পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে বঙ্গ-সরস্বতীর অর্চ্চনায় মনোনিবেশ করিলেন, এবং কিরূপে 'মেঘনাদ বধ' প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অপরিণামদর্শিতার ফলে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন তিনি যে ভাবে অকালে ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন তাহারও উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ভোলানাথ ইঁহার সম্বন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন, "Michael Madhusudan turned out to be the brightest of all Richardson's pupils. His mind was 'pregnant with celestial fire'. He arose to raise the language of his land, and won the laurels of a victor unsurpassed in Bengali song."
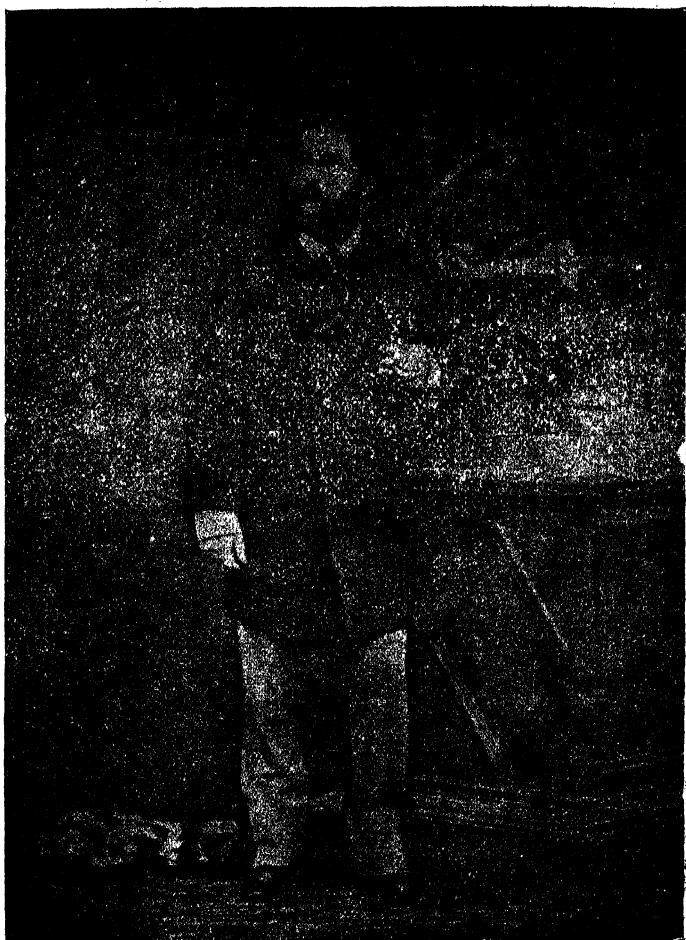
মাইকেলমধুসূদন দত্ত

(৮) ভুদেব মুখোপাধ্যায়।—ইনি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মার্চ্চ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুকলেজে ইনি শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা-বলে উক্ত বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে—শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের পদে—অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার কর্ম্মকুশলতায় প্রীত হইয়া গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি কিছুকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও হইয়াছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও দর্শনে ইঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিষয়ক অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইঁহার সামাজিক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্ধের তুলনা বঙ্গসাহিত্যে নাই। ইঁহার ন্যায় চিন্তাশীল লেখক বঙ্গদেশে অধিক জন্ম-গ্রহণ করেন নাই। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই মে তারিখে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইনি মৃত্যুকালে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চাকল্পে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। প্রতীচ্য সাহিত্যরসে বিভোর ভোলানাথ মেকলের ন্যায় বিশ্বাস করিতেন যে এক আলমারী ইংরাজী পুস্তকে যাহা আছে, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে তাহা নাই, এবং বন্ধুর এই মৃত্যু-

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

কালীন দান যে সমীচীন হয় নাই, একস্থানে এইরূপ অভি-মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি ইঁহার সুযোগ্য পুত্র রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর-লিখিত ইঁহার একটি সুবিস্তৃত জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে।

(৯) রাজনারায়ণ বসু।—১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ৭ই সেপ্টেম্বর বোড়াল গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা নন্দকিশোর রাজা রামমোহন রায়ের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। হিন্দুকলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইনি মেদিনীপুরের গভর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ইনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মগ্রহণ করেন এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা বলিয়া পরিগণিত হন। ইনি সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম অনুরাগী ও লেখক ছিলেন। বঙ্গভাষা বিষয়ক প্রস্তাবে ইঁহার সমা-লোচন-শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার 'সে কাল আর একাল', 'আত্মচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে সেকালের সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যায়। ইঁহার সুন্দর বক্তৃতাশক্তি ছিল। ইনি শেষজীবন দেওঘরে অতিবাহিত করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর ইনি পরলোকগমন করেন।

রাজনারায়ণ বসু

(১০) রায় শশীচন্দ্র দত্ত বাহাদুর।— ইঁহার সহিত ভোলানাথ নিম্নশ্রেণী হইতে কলেজপরিত্যাগকাল পর্য্যন্ত বরাবর একসঙ্গে পড়িয়াছিলেন। ইনি ১৮২৪ খৃঃ ২৬শে এপ্রিল দিবসে রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ইনি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে প্রবেশ করেন এবং ৩১ বৎসরের উপর সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অবসর গ্রহণ করেন। স্বীয় কার্য্যদক্ষতাগুণে ৮০৲ মাসিক বেতন হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে ৬০০৲ বেতনের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের শাসন বিবরণী (Administration Report)—যাহা পরে সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীরা লিখিতে আরম্ভ করেন—শশীচন্দ্রই লিখিতেন এবং এই সকল বিবরণী সঙ্কলনের জন্য স্যর সিসিল বীডন, স্যর উইলিয়ম গ্রে প্রভৃতি মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। পার্লিয়ামেণ্টের অবগতির জন্য লিখিত অন্যান্য বিবরণীও শশীচন্দ্রই লিখিতেন। কিন্তু অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা সত্ত্বেও ইঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত কর্ম্মচারীকে অতিক্রম করিয়া দুইজন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর পদবৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় ইনি তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করেন। স্বয়ং ছোটলাট

রায় শশীচন্দ্র দত্ত বাহাদুর

বাহাদুর (স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল) তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধে আত্মসম্মান-জ্ঞান ক্ষুণ্ণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইনি ভারত-গৌরব রমেশচন্দ্র দত্তের অভিভাবক ছিলেন এবং তাঁহার রুচি ও চরিত্রগঠনে অপরিমেয় মঙ্গলময় প্রভাব সঞ্চারিত করিয়া-ছিলেন। শশীচন্দ্র অসংখ্য ইংরাজী ঐতিহাসিক ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্থায়ী যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসাবলীর একটি বাঙ্গালা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সমালোচক-শ্রেষ্ঠকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। ১৮৮৫খৃঃ ৩০শে ডিসেম্বর ৬১ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

(১১) গৌরদাস বসাক—ইঁহাকে মাইকেল মধুসূদনের বস্‌ওয়েল (Boswell) বলা যাইতে পারে। ইঁহার সাহায্য ব্যতীত বোধ হয় মধুসূদনের জীবনেতিহাস বাঙ্গালীর পক্ষে জানা অসম্ভব হইত। মধুসূদনের চিরানু-গত বন্ধু গৌরদাস ভোলানাথেরও অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। গৌরদাস ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বসাক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে পঠদ্দশায় ইনি ডি, এল্, রিচার্ডসন প্রমুখ অধ্যাপকগণের এবং ভোলানাথ প্রভৃতি সহপাঠিগণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা

গৌরদাস বসাক

আকৃষ্ট করেন। সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পর ইনি ইঁহার বরাহনগরস্থ উদ্যানবাটিকায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বাঙ্গালার প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স পীল সেই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই বিদ্যালয় পরে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। অতঃপর গৌরদাস চিৎপুরে পুলিশ দারোগার পদে নিযুক্ত হন। তখন দারোগারা ছোট ছোট মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করিতেন এবং যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইতেন। কিছুকাল দারোগার কার্য্য করিয়া গৌরদাস উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থরক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই স্থানে নিযুক্ত থাকিবার সময় ইনি নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠ করেন এবং প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করেন। পূর্ব্ব হইতেই ইনি 'ইংলিশম্যান্,' 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রভৃতি সম্বাদপত্রে ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটীতে কার্য্যকালে অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত ইঁহার পরিচয় হয় এবং অল্পকাল পরে ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজ-

কর্ম্মচারী বলিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট সুখ্যাতি লাভ করেন। ইনি কলিকাতার জষ্টিস্ অব্ দি পীস্ এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার বন্ধুপ্রেম আদর্শস্থানীয় ছিল এবং মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত ইঁহার যে পত্রব্যবহার হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলে দেশের কল্যাণকর নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় ইঁহার কিরূপ আগ্রহ ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি নানা দেশহিতকর সভা সমিতির সদস্য ছিলেন। ইনি চরিত্র-গুণে কলিকাতার তাৎকালীন সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

'কলিকাতা রিবিউ' ও এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রে ইঁহার অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ সুলিখিত সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে Bengal, its Castes and its Curses, Kalighat and Calcutta, On the Barisal Guns, Gopalpur Meteorite, Notes on some Buddhist Copper Coins বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভোলানাথ চন্দ্র

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে ইনি লোকান্তর গমন করেন।

ভোলানাথের বন্ধুগণের উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে প্রতীত হইবে যে তাঁহারা সকলেই উদার, স্বাধীনচিত্ত ও সাহিত্যরসিক ছিলেন। ভোলানাথও তাঁহার বন্ধুগণের ন্যায় উদার, পরোপকারী, নির্ভীক, স্বাধীনচিত্ত, বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যপ্রিয় ছিলেন।

দাসত্বের প্রতি স্বাধীনচিত্ত ভোলানাথের প্রথমাবধি অশ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু সাংসারিক অভাববশতঃ তাঁহাকে প্রথমে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে অল্পকাল কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এই ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জে জি গর্ডন, জে কাল্ডার, জন পামার, কর্ণেল জেম্‌স্‌ ইয়ং এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মিষ্টার উইলিয়ম কার উহার সম্পাদক এবং বাবু (পরে মহারাজা) রমানাথ ঠাকুর উহার ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৭ই অগষ্ট ১৮২৯ খৃঃ ১৬ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া এই ব্যাঙ্কের কার্য্য আরব্ধ হয়। এ দেশের বাণিজ্যের উন্নতি সংসাধনে এই ব্যাঙ্ক যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিল। দুই তিন বার ব্যাঙ্ক 'ফেল' হইবার উপক্রম হইলে দ্বারকানাথ স্বয়ং অর্থ দান করিয়া

দ্বারকানাথ ঠাকুর

এবং বিলাতে গিয়া সওদাগরদিগের সহিত সুবন্দোবস্ত করিয়া উহাকে রক্ষা করেন। অবশেষে ১৮৪৭ খৃঃ উহা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া যায়। ইহাতে দেশ-ব্যাপী হাহাকার উঠিয়াছিল। ১৮৪৭ খৃঃ কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রে এই সম্বন্ধে একটি গান প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বিলাতে সিটন সাহেব যাইয়ে, কুইনের প্রতি খেদে কয়।
টৌনে এক্ষণে, হয়েছে রুইন সমুদয়॥
শুন ওগো মহারাণী।
ইণ্ডিয়ার যে নিউস জানি।
লেটর খানি করে এনেছি॥
চেতালার হাট, কেল্লার মাঠ।
চানকের মাঠ, চাঁদপালের ঘাট।
ওয়াক করেছি॥
যত কলিকাতার ধনিগণ।
কাহার নাহিক ধন।
প্রায় সকলে ইন্সালবেণ্ট নিতেছে॥
কুইন ভিক্‌টোরিয়া।
তোমার ইণ্ডিয়া।
কেবল নাম আছে॥

(২)

সেতা ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক নাই।
কাকরেল নাই টালা নাই।
জলে জাহাজ নাই।
কেবল ছাতু নাটু ধুলায় পড়ে কাঁদ্‌তেছে।
নরসিংহ রাজা মাধব বাবু, হাপু গণ্‌তেছে।
ইন্সালবেণ্ট আদালতে।
পিল সাহেবের বিচারমতে।
সবাই তাতে ভর্ত্তি হতেছে॥
সুপ্রিম কোর্ট ব্যাঙ্ক নোট।
কেবল লোট লেগেছে চোট।
ওলট পালোট সহর হয়েছে॥
যাদের আছে কিছু বিষয়।
তারা সব পেয়ে ভয়।
দেখে ডামা ডোল, বেনামা সব কর্‌তেছে॥
কুইন বিক্‌টোরিয়া।
তোমার ইণ্ডিয়া।
কেবল নাম আছে॥

(৩)

তোমার কলিকাতা মহারাণী গো, দেখে এলেম প্রতি স্থানে স্থানে
সাধের শ্যামবাজার, বড়বাজার।
চাঁদ্‌নির চক্‌, বহুবাজার আর শোভাবাজার।
দিনে অন্ধকার বেচা কেনা বিহীনে॥

(৪)

কার ঠাকুর বারলি করি আদি সব, সকলে দেউলে পড়েছে।
হাহাকার কলিকাতায়, প্রায় সব করতে লেগেছে।
ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক গেলো।
ওডোডা ফতুর হলো।
পেঁচে পড়্‌ল কলিকাতারি লোক ।।
অকস্মাৎ, কি আঘাৎ, বজ্রাঘাৎ।
ছাতু বাবু হলো কাবু, পেলে পুত্রশোক ॥
একে প্রাণের শোক বড় শোক।
তায় আবার ধনের শোক।
রসের আশুতোষ নীরস হয়ে রয়েছে ॥
কুইন বিক্‌টোরিয়া।
তোমার ইণ্ডিয়া।
কেবল নাম আছে ॥

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাইবার কিছু পূর্ব্বেই ভোলানাথ ব্যাঙ্কের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা মহেশ-চন্দ্রের সহযোগে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এই মহেশ চন্দ্র চন্দ্র বেলগাছিয়ার অভিনয়ে চোপ-দার সাজিতেন। ভোলানাথের অপরাপর বিশিষ্ট বন্ধুগণ যথা, গৌরদাস বসাক, রমানাথ লাহা, ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র, রসিক লাল লাহা প্রভৃতি অভিনয় কার্য্যে যোগদান

করিতেন। ভোলানাথ যদিও দেশীয় নাট্যকলার উন্নতিকামী ছিলেন এবং এই সকল নাটকাভিনয়ের রিহার্শালে উপস্থিত থাকিতেন তথাপি কখনও অভিনয়-কার্য্যে যোগদান করেন নাই।

ভোলানাথ ও মহেশচন্দ্রের আফিসের নাম ছিল— মহেশচন্দ্র এণ্ড কোম্পানী। ভোলানাথ এই ব্যবসায় ব্যতীত মেসার্স হাউয়ার্থ হার্ডম্যান এণ্ড কোম্পানীর কাশীপুরস্থ চিনির কলের এজেণ্ট হইয়াছিলেন। শেষোক্ত কার্য্যের জন্য ভোলানাথ কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে (তখনও এদেশে রেল হয় নাই) যশোহর, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক দেশের অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার বিখ্যাত ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তকের সূত্রপাত করেন। ভোলানাথের দেশপর্য্যটনফলে লব্ধ অভিজ্ঞতা তাঁহার ব্যবসায়ে উন্নতিলাভের কারণ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের ব্যবসায় প্রথমে দ্রুতগতিতে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে, ১৮৬৩ খৃঃ, ভোলানাথের মুঙ্গেরে অবস্থানকালে কয়েকজন ব্যক্তির চক্রান্তে ভোলানাথের ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায় এবং উক্ত বৎসর অগষ্ট মাসে তিনি দেউলিয়া হন।

আর্থিক ক্ষতির জন্য নহে, পরন্তু সুনাম হারাইবার ভয়ে ভোলানাথ অতিশয় কাতর হন। অতঃপর তিনি সাহিত্য-সেবাই তাঁহার অবলম্বন এবং সরস্বতীকুঞ্জই তাঁহার পরম সান্ত্বনাস্থল করিবেন স্থির করিলেন। তাঁহার সেই সাহিত্য-সাধনার পরিচয় পাঠকগণকে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ গুলিতে প্রদান করিতে প্রয়াস পাইব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রথম ইংরাজী প্রবন্ধাবলী—'ভ্রমণবৃত্তান্ত'

ভোলানাথ আজীবন ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়নশীল ছিলেন। তিনি ইতিহাস, কাব্য ও ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেক্ষপীয়র, বায়রণ, পোপ, মেকলে, ফ্রুড প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের পুস্তকনিচয় তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। নিজ পুস্তকগুলির প্রতি তাঁহার অতিশয় যত্ন ছিল। ৬৫ বৎসর ধরিয়া তিনি পুস্তকগুলি স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া যথাস্থানে রাখিয়াছিলেন। পরে তাঁহার প্রিয়তম পৌত্রের উপর এই ভার অর্পণ করেন।

গ্রন্থরচনা অপেক্ষা গ্রন্থপাঠেই তাঁহার সমধিক আনন্দ ছিল। কিন্তু ডি, এল্, রিচার্ডসনের এই শিষ্যেরও তাঁহার অপরাপর প্রিয় শিষ্যের ন্যায় ইংরাজীভাষায় প্রয়োজনীয় সদ্‌গ্রন্থাদি রচনা করিয়া যশস্বী হইবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ভোলানাথের ছাত্রাবস্থায় হিন্দুকলেজের উচ্চশ্রেণীর কতিপয় ছাত্র 'হিন্দু পায়োনিয়র' নামক একটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত করিতেন। উহাতে রাজনারায়ণ দত্ত, গুরুচরণ দত্ত, কালাচাঁদ চন্দ্র প্রভৃতি ছাত্রগণ ইংরাজী

কবিতা লিখিতেন। এই সময় হইতে ভোলানাথের মনে ভবিষ্যতে গ্রন্থকাররূপে যশোলাভ করিবার বাসনা উদিত হয়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথের সর্ব্বপ্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে ঢাকা অঞ্চলে গমন করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত বিশুদ্ধ ও সুললিত ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করিয়া ভোলানাথ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইংলিশম্যান পত্রে প্রকাশিত করেন। ভোলানাথ পরে দুইখণ্ডে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ 'ভ্রমণবৃত্তান্তে' এই প্রবন্ধটি সন্নিবিষ্ট করেন নাই বটে, কিন্তু শেষজীবনে 'ভ্রমণবৃত্তান্তের' সংকল্পিত নবসংস্করণের জন্য উহা পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই সংস্করণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আশা করি, ভোলানাথের সুযোগ্য পৌত্র উহা শীঘ্র প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন। ভোলানাথের এই প্রবন্ধে সেকালের অনেক কৌতূহলজনক তথ্য নিহিত আছে। ভোলানাথ লিখিয়াছেন, নৌকাযোগে ভ্রমণ করিতে করিতে ধলেশ্বরী নদীর এক নির্জ্জন তীরে দেখা গেল এক ধীবর অনেকগুলি মৎস্য আহরণ করিয়াছে। চল্লিশটী মৎস্য—প্রত্যেকটী প্রায় অর্দ্ধ সের ওজনে—সে অর্দ্ধপয়সায় দিতে স্বীকৃত হইল। অর্দ্ধ-

কাশীপ্রসাদ ঘোষ

পয়সা সঙ্গে না থাকায় তিনি তাহাকে সানন্দে পূর্ণ এক পয়সাই প্রদান করেন। ভোলানাথ লিখিয়াছেন কলিকাতায় উহার বিশগুণ মূল্য দিতে হইত। আর এখন!

ভোলানাথের দ্বিতীয় রচনা কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রে প্রকাশিত হয়। দেশীয়গণের অভাব অভিযোগ রাজপুরুষগণকে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত দেশীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বিশুদ্ধ ইংরাজীপত্র কাশীপ্রসাদই সর্ব্বপ্রথম এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে দেশীয়গণের রাজনীতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে স্বনামধন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর Reformer (সংস্কারক) নামক একটি সংবাদপত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহা Mr. Crowe নামক জনৈক য়ুরোপীয় সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইত। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত Bengal Spectator ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয়বিধ ভাষাতেই লিখিত হইত। ১৮৪৬ খৃঃ নভেম্বর মাসে কাশীপ্রসাদ 'Hindu Intelligencer' নামে যে ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রবর্ত্তিত করেন, উহাই দেশীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত সর্ব্বপ্রথম বিশুদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্র। এই পত্রে

রামগোপাল ঘোষ

কাশীপ্রসাদের বহু সুলিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ইংরাজী সাহিত্যধুরন্ধরগণের সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী রচনাবলী প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে ভোলানাথ এই পত্রে Notes on Indian History নাম দিয়া ধারা-বাহিকভাবে একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রবন্ধ মৌলিকগবেষণা-প্রসূত নহে। প্রবন্ধের সূচনায় ভোলানাথ লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থকার অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিলে একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরী হয়। অথচ এমন কোনও একখানি গ্রন্থ নাই যাহাতে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। এতগুলি গ্রন্থ পাঠ করা সকলের পক্ষে সম্ভব বা সহজসাধ্য নহে। অতএব তিনি নানাগ্রন্থ পাঠ করিয়া যে সকল সত্য আহরণ করিয়াছেন, প্রবন্ধে তাহাই একত্র করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই প্রবন্ধাবলী মৌলিকগবেষণা-প্রসূত না হইলেও উহা পাঠ করিলে ভোলানাথের পাণ্ডিত্য ও ইতিহাসজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রবন্ধটি কতদিন ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা আমরা

প্যারীচাঁদ মিত্র

অবগত নহি ; কারণ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারির 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সারে'র পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলি দেখিবার সুযোগ আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

ইহার পর, বোধ হয় ১৮৫৯ খৃঃ, ইংলিশম্যান পত্রে ভোলানাথ "Delhi from B.C. 1500 to A.D. 1857" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখেন। উহাতে ব্রিটিশ রাজনীতিঘটিত ভোলানাথের কোন কোন মন্তব্যের ভাষা ইংলিশম্যানের ইংরাজ সম্পাদক ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশিত করেন। এতৎ সম্বন্ধে ভোলানাথ তদীয় বন্ধু গৌরদাস বসাক মহাশয়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"You will be surprised to learn that the Editor has taken every liberty to sober down my writing by weeding out every word having a taint of the 'political' ."

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভোলানাথ মেসার্স হাউয়ার্থ হার্ডম্যান এণ্ড কোম্পানীর অন্যতম এজেণ্ট ছিলেন। ইঁহাদের কাশীপুরে চিনির কল ছিল। ইঁহাদের মাল মসলা ক্রয়ের জন্য ভোলানাথকে যশোহর প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়। এতদ্ভিন্ন সুবিধা পাইলেই বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষের নানা

স্থানে পরিভ্রমণ করিতে তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। ভোলানাথ যে স্থানে যাইতেন, সে স্থানের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই ভ্রমণবৃত্তান্তগুলির পাণ্ডুলিপি এত জমিয়া গেল যে ভোলানাথ সেগুলি মুদ্রিত করিতে অভিলাষী হইলেন। তৎকালে Saturday Evening Englishman নামে ইংলিশম্যান পত্রের একটী সাপ্তাহিক সান্ধ্য-সংস্করণ প্রকাশিত হইত। উহাতে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাদিও থাকিত। ভোলানাথ উক্ত পত্রেই তাঁহার প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত করিতে মনঃস্থ করিলেন। কাপ্তেন জর্জ্জ রো ফেন্‌উইক তখন ইংলিশম্যানের সম্পাদক ছিলেন। ইনিই পরে সুপ্রসিদ্ধ 'সিবিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটে'র প্রবর্ত্তন করেন। কাপ্তেন ফেন্‌উইকের সহিত ভোলানাথের আলাপ ছিল না। হাউয়ার্থ হার্ডম্যান এণ্ড কোম্পানীর প্রধান অংশীদার মিষ্টার উইলিয়ম হাউয়ার্থ অতি সদাশয় এবং পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার আত্মীয় মিষ্টার হ্যারির নিকট হইতে একখানি পরিচয় পত্র লইয়া ভোলানাথ কাপ্তেন ফেন্‌উইকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কাপ্তেন সাহেব সাদর সম্ভাষণ করিয়া পরদিনই তাঁহাকে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রথমাংশ লইয়া আসিতে বলেন এবং সেগুলি

পাঠ করিয়া পরবর্ত্তী সংখ্যাতেই প্রকাশিত করেন। ১৮৬৬ খৃঃ ২রা জুন হইতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ধারাবাহিকভাবে 'Trips and Tours' নামে ভোলানাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের নিম্নে ভোলানাথের স্বাক্ষর থাকিত না এবং উহা কোনও ইংরাজ লেখকের রচিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ভোলানাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং পর্য্যটনের অন্যতম সঙ্গী রমানাথ লাহা মহাশয় কেবল প্রকৃত রচয়িতাকে জানিতেন। ভোলানাথ এরূপ নিয়মিতভাবে লিখিতেন যে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কার্য্যানুরোধে যশোহর গমন করিলে সম্পাদক তাঁহার দিল্লীভ্রমণের বিবরণের প্রুফ সেই স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সার্দ্ধ একবৎসর পরে ইংলিশম্যানের সাপ্তাহিক সংস্করণে ভোলানাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত সমাপ্ত হয়। অতঃপর ফেন্‌উইক এই চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি ভোলানাথকে মিষ্টার জেম্‌স্ ট্যালবয়েস হুইলারের নিকট লইয়া গেলেন। হুইলার তখন ভারত গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র বিভাগে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন এবং সম্প্রতি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের

প্রথম খণ্ড—“মহাভারত”—প্রকাশিত করিয়াছিলেন। হুইলার প্রথমে পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশকরূপে কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করেন এবং এই সময়ে স্বয়ং পুস্তক লিখিয়া প্রকাশিত করিতেছিলেন। সুতরাং তিনিই ভোলানাথের গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে উত্তমরূপে সাহায্য করিতে পারিবেন এই আশায় কাপ্তেন ফেন্‌উইক ভোলানাথকে তাঁহার নিকটে লইয়া যান। হুইলার ইংলিশম্যান পত্রে ভোলানাথের প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন এবং সানন্দে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের কর্ত্তৃপক্ষ এবং ইংলণ্ডের বিখ্যাত গ্রন্থপ্রকাশক মেসার্স ট্রাবনার এণ্ড কোম্পানীর সহিত পুস্তক প্রকাশের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং স্বয়ং উক্ত ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখিয়া দেন। এই ভূমিকার ঐতিহাসিক তথ্যগুলি ভোলানাথই সংগ্রহ করিয়া দেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগেই ভোলানাথের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা হয়। সেই সময়ে ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’র সম্পাদকীয় স্তম্ভে কৃষ্ণদাস পাল যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—

“ইংলিশম্যানের শনিবাসরীয় সান্ধ্য-সংস্করণে কয়েক মাস ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে যে ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি প্রকাশিত

হইতেছিল, এক্ষণে তাহার রচয়িতা সেগুলি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া দুই খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। লণ্ডনের একজন প্রকাশক উহা প্রকাশিত করিবার ভার লইয়াছেন, এবং আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে গ্রন্থখানি বৈঠকখানার পুস্তকাধারে মূল্যবান সংগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যখন প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় তখন উহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ বিমোহিত হইয়াছিলেন, এবং অনেকেই উহার রচয়িতার নাম জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলি পুস্তকাকারে পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন, এবং আমরা আশা করি, পাঠকসাধারণ এই সাধু সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। ভারতবর্ষে ভ্রমণবৃত্তান্তবিষয়ক গ্রন্থ অল্পই আছে ; যে গুলি আছে তাহারও সকলগুলি সমশ্রেণীর নহে,—কোনটীতেই হিন্দুস্থানের প্রাচীন ও পবিত্র স্থানগুলি হিন্দুভাবে চিত্রিত নহে। বাবু ভোলানাথ চন্দ্র এই অভাব মোচন করিলেন।”

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ভোলানাথের “Travels of a Hindoo” দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশিত

রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর, সি-আই-ই

হইবামাত্রই গ্রন্থকারের যশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বহু য়ুরোপীয় মনীষী ও সাময়িকপত্রসম্পাদক উক্ত গ্রন্থের উচ্চ-প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করেন।

'কলিকাতা রিবিউ' পত্রে একজন সমালোচক লিখিয়াছিলেনঃ—"গ্রন্থকার একজন অসাধারণ ব্যক্তির নিকটে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন—কাপ্তেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনের নিকটে। রিচার্ডসনের সাহিত্য-চর্চ্চায় বিশেষ আনন্দ ছিল এবং ছাত্রগণের মনের উপর তিনি অসাধারণ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সেকালে হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ কোনও একটী বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবার জন্য উৎসাহিত হইতেন, এবং গ্রন্থ-কারের পুস্তকখানি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণ ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে যে প্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করেন, ভোলানাথের ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান তদপেক্ষা অনেক বেশী।"

'পেল মেল গেজেটে'র একজন সমালোচক বলেন, "ভ্রমণবৃত্তান্ত হিসাবে পুস্তকখানি অতীব চিত্তাকর্ষক। ইহাতে দিল্লী ও বারাণসীর যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ইংরাজ ভ্রমণকারিগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র অপেক্ষা অনেকস্থলেই উজ্জ্বলতর ও সত্যানুযায়ী।"

'এক্জামিনার' পত্রের এক সমালোচক লিখিয়াছিলেন, "'জনৈক হিন্দুর ভ্রমণবৃত্তান্ত' পুস্তকের ভূমিকা-লেখক মিষ্টার ট্যালবয়েস হুইলার বলিয়াছেন যে, ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী ভাব ও চিন্তাপদ্ধতির সহিত ভোলানাথের অসামান্য পরিচয় দেখিয়া মনে হয় যে ভ্রমণবৃত্তান্ত-লেখক একজন য়ুরোপীয়। আমরা তাঁহার সহিত এ বিষয়ে একমত। ইংলণ্ডে কখনও গমন করেন নাই এরূপ একজন হিন্দুর লিখা বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু মিষ্টার হুইলার বলেন যে ভোলানাথ বাবুই এই গ্রন্থের রচয়িতা এবং এই গ্রন্থ-রচনা-কার্য্যে তিনি দেশীয় বা য়ুরোপীয় কোনও ব্যক্তির বিন্দুমাত্র সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং এই পুস্তক-খণ্ডদ্বয়ের মূল্য বড় সামান্য নহে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাবু ভোলানাথ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন ; তিনি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া রাণীগঞ্জে যান, এবং পরেশনাথ, সাসেরাম, বারানসী, এলাহাবাদ, কানপুর, ও বৃন্দাবন সন্দর্শন করেন। শেষোক্ত স্থানের যে বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আর দিল্লীর পুরাতন কীর্ত্তিস্তম্ভগুলির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা তাঁহার আশ্চর্য্য পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও গবেষণার পরিচয় দেয় এবং উহা

য়ুরোপীয় পাঠকগণের নিকট অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।”

ডাক্তার স্যর উইলিয়ম উইলসন হণ্টার ‘ইংলিশম্যানে’এই গ্রন্থের সমালোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, “যে যে জিলায় ভোলানাথ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, সেই সেই জিলার তত্ত্বাবধায়ক রাজকর্ম্মচারীরাও ইহা পাঠ করিয়া অনেক নূতন জিনিষ শিক্ষা করিবেন,—যে সকল তথ্য তাঁহারা আদৌ অবগত ছিলেন না তাহা জানিতে পারিবেন, এবং তাঁহাদিগের নিকট বিজন গ্রাম প্রভৃতিও বহু অতীত ঘটনার স্মৃতিবিজড়িত হইয়া নূতন ও চিত্তাকর্ষক বলিয়া প্রতীত হইবে। গ্রন্থকার যে যে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, আমরা তাহার অনেক স্থানে স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং তাঁহার ন্যায় তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু গ্রন্থকার প্রায় চল্লিশটি জিলার প্রত্যেক জিলা সম্বন্ধে যে তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, একমাত্র উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ব্যতীত বাঙ্গালায় আর কোন জমিদার তাঁহার নিজের জিলা সম্বন্ধে তত তথ্য অবগত আছেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। ইংরাজ পর্য্যটকগণ বহু বৎসর ধরিয়া এই গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিবেন এবং ইঙ্গী-ভারতীয় পর্য্যটকগণ বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সকল জ্ঞাতব্য ও

বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ দেখিয়া তাঁহাদের একটি প্রকৃত অভাব মোচন হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিবেন।"

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 'কণ্টেম্পোরারী রিবিউ' পত্রে একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"গত শরতে মিষ্টার বেল্‌জারের, এমন কি জেনারেল কানিংহ্যামের গ্রন্থও আমার নিকট অপাঠ্য বোধ হইয়াছিল। ভ্রমণকালে আমার নিকট কীন, কুপার ও হার্কোর্টের পর্য্যটন-পঞ্জিকা (Guide book) ছিল। সেগুলি সবই মূল্যবান, কিন্তু দূর হইতে পড়িলে বিশেষ (বোধ হয় মোটেই) ভাল লাগে না। দিল্লী-পর্য্যটকের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, আমার মতে, ভোলানাথ চন্দ্র-বিরচিত "জনৈক হিন্দুর ভ্রমণবৃত্তান্ত।" ইঁহার গ্রন্থখানি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থকার তাঁহার পূর্ব্ব-গামীদিগের প্রামাণিক রচনাবলীর সারভাগ উহাতে গ্রহণ করিয়াছেন। আমার পুস্তকাধারে এই গ্রন্থখানি কয়েক বৎসর ধরিয়া আছে, কিন্তু আমার সমগ্র গ্রন্থখানি পড়া হয় নাই। কিন্তু উহা একাধিক কারণে মনোযোগ সহ-কারে পাঠ করা উচিত, যদিও ভোলানাথ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী

লেখকগণের রচনা হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা, এবং তাঁহার নিজের সমীচীন অভিমতসমূহ, দিল্লী হইতে দূরে বসিয়া পাঠকগণের পড়িতে ভাল না লাগিতে পারে।”

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেফটেনাণ্ট গভর্ণর, সুলেখক স্যর রিচার্ড টেম্পল্ একস্থানে লিখিয়াছেন, “এখন অনেক বাঙ্গালী আছেন যাঁহারা কখনও ভারতবর্ষের বাহিরে যান নাই, অথচ ইংরাজী ভাষার উপর আশ্চর্য্য ও অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছেন। প্রমাণ-স্বরূপ ‘গোবিন্দ সামন্ত’ (উপন্যাস), Antiquities of Orissa, ‘হিন্দুপেট্রিয়ট’ সংবাদপত্র, Travels of & Hindoo, ‘কলিকাতা মেডিক্যাল জার্ণ্যাল’ প্রভৃতি গ্রন্থ বা সাময়িকপত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে।”

স্যর চার্লস ট্রেভেলিয়ান একখানি পত্রে এই গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা কয়িয়াছিলেন এবং কিছুকাল পূর্ব্বে স্যর হার্বার্ট রিজলী তাঁহার একখানি পুস্তকে সুবর্ণবণিকগণের শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির প্রমাণ স্বরূপ ভোলানাথের এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার Literature of Bengal নামক গ্রন্থের একস্থানে, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার রাজেন্দ্র
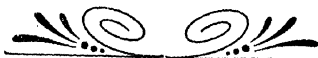
স্যর রিচার্ড টেম্পল্

লাল মিত্রের সাহিত্যকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া, পরে লিখিয়াছেন, "Less ambitious than the eminent doctors were writers like Bholanath Chandra and Lal Behary Day, who have embodied much useful information about their country in their excellent works. Bholanath's 'Travels of a Hindu' continues to be a most interesting book of information about India."

একজন প্রতিভাশালী বাঙ্গালী বিদেশীয় ভাষায় এরূপ একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহাতে যেমন অনেক উদার-হৃদয় সুধী সমালোচক মুক্তকণ্ঠে ভোলানাথের প্রশংসা কয়িয়াছিলেন, তেমনই আবার কেহ কেহ গ্রন্থের দোষ ও ত্রুটী আবিষ্কারে প্রযত্নবান হইয়াছিলেন। 'স্যাটার্ডে রিবিউ' পত্রে একজন সমালোচক তীব্রভাষায় গ্রন্থকারকে আক্রমণ করেন। ভোলানাথ অনুমান করিয়াছিলেন যে সেই সমালোচক আর কেহই নহেন—প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ জেনারেল কানিংহাম। মিষ্টার গ্রোট অবসর গ্রহণান্তে ইংলণ্ড হইতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে ভোলানাথের প্রতি জেনারেল কানিংহাম যে অবিচার করিয়াছেন

রমেশ চন্দ্র দত্ত, সি-আই-ই

তাহাতে তিনি দুঃখিত। সুতরাং কানিংহামই যে কটু-ভাষায় সমালোচনা করিরাছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভোলানাথের গ্রন্থখানি ইংলণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশকগণ ভোলানাথকে প্রুফ পাঠাইতেন না। একস্থানে মুদ্রাকরের অনবধানবশতঃ ভোলানাথের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও লেখকের রচনা হইতে উদ্ধৃত অংশে 'উদ্ধার চিহ্ন' (" ") প্রদত্ত হয় নাই। এই লইয়া কানিংহাম তুমুল কাণ্ড করেন, এবং ভোলানাথকে সাহিত্যিক-চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। ভোলানাথ ইংলিশম্যান-সম্পাদক ক্যাপ্টেন ফেন্‌উইককে ঐ সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া লিখিতে বলেন। কাপ্তেন ফেন্‌উইক বলেন উহা বাহিরের কোনও ব্যক্তি দ্বারা করাইলেই ভাল হয় এবং মিষ্টার (পরে স্যর উইলিয়ম) হণ্টারের প্রতি একটি অনুরোধ-পত্র লিখিয়া ভোলানাথকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। হণ্টার তখন কলিকাতা ষ্ট্যাম্প অফিসের অধ্যক্ষ। ভোলানাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার 'ভ্রমণবৃত্তান্ত' পুস্তক উপহার দিলে, হণ্টার পুস্তকখানির পাতা উল্টাইয়া বলিলেন "শনিবারের কাগজে যখন আপনার ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইত, তখন আমি কাপ্তেন ফেন্‌উইককে

আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।" তাহার পর তাঁহার Annals of Rural Bengal নামক গ্রন্থখানি হাতে লইয়া, উক্ত গ্রন্থের দুই তিন স্থানে ভোলানাথের রচনা হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহা উচ্চৈঃস্বরে পড়িলেন। অতঃপর হণ্টার কাপ্তেন ফেন্‌-উইকের অনুরোধমত কানিংহ্যামের সমালোচনার উত্তর দিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯ খৃঃ তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে হণ্টার ভোলানাথ চন্দ্রকে লিখেন, "আগামী কল্যই সমালোচনাটী প্রেসে দিয়া আসিব।" এই সময় হইতে হণ্টারের সহিত ভোলা-নাথের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হয়, এবং হণ্টারের বহুতথ্য-পূর্ণ প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর উপকরণ-সংগ্রহ-বিষয়ে ভোলানাথ তাঁহাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। পরে যথাস্থানে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইবে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং উহা সুধী সমালোচকগণ কর্ত্তৃক কিরূপে অভ্যর্থিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। গ্রন্থখানি বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। উহাতে গ্রন্থকারের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, গভীর ঐতি-হাসিক জ্ঞান, ও প্রথম শ্রেণীর লিপিনৈপুণ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

কর্ম্মসূত্রে বা আনন্দোপভোগের জন্য যত স্থানে ভোলানাথ পরিভ্রমণ কয়িয়াছেন তাহার মনোজ্ঞ বিবরণ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রথম বারে, ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণ আরম্ভ হয়। চিৎপুর, কাশীপুর, বরাহনগর, দক্ষিণেশ্বর পানিহাটী, খড়দহ, মাহেশ, শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী, সাতগাঁ, ত্রিবেণী, ডুমুরদহ, সুখসাগর, চকদহ, গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর, কালনা, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, কাটোয়া, পলাশী, কেন্দুলি, শিউড়ি, সাঁইথিয়া, বহরমপুর, কাশীমবাজার, মুর্শীদাবাদ, গৌড়, রাজমহল, ভাগলপুর, জামালপুর, মুঙ্গের, দানাপুর, আরা, চুণার, বারাণসী, মৃজাপুর, বিন্ধ্যাচল, প্রভৃতি নৌকাযোগে পরিভ্রমণ করিয়া আসেন।

দ্বিতীয় বারে, ১৯শে অক্টোবর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণ আরম্ভ হয়। চারি বন্ধুতে মিলিয়া সেবারে যাত্রা করেন। উপকথায় যেমন রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র, সওদাগর পুত্র একসঙ্গে ভাগ্যান্বেষণে যাত্রা করিতেন, ভোলানাথ লিখিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ চারিজনে যাত্রা করিয়াছিলেন, তবে তাঁহারা তত বড়লোক নহেন,—ডাক্তার, ব্যবহারাজীব, বিদ্যার্থী, ও বণিক। সেই চারিজন বন্ধু কে

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাহা নবীন পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে লিপিবদ্ধ করা ভাল। (মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা) ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ অ্যাটর্ণি রমানাথ লাহা, ভোলানাথ এবং মহেশ চন্দ্র চন্দ্র। এবারে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ কিয়দংশ খুলা ছিল। রেলযোগে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিয়া ডাক গাড়ীতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া পরেশনাথ, সাসেরাম, বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর, আগ্রা, মথুরা, ও বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করেন।

তৃতীয়বারে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণ আরম্ভ হয়। উক্ত বৎসর ৫ই নভেম্বর টুণ্ডলা জংসন হইতে রেলপথে ভোলানাথ দিল্লী যাত্রা করেন।

আগ্রা, বৃন্দাবন, দিল্লী প্রভৃতির বর্ণনা অতীব সুন্দর। সিপাহী যুদ্ধের অনতিকাল পরেই ভোলানাথ এই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁহার বিবরণসমূহে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার রচনাও এমত মনোহারিণী যে গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে মনে হয় আমরা যথার্থই তাঁহার সহিত বর্ণিত স্থানগুলিতে পরিভ্রমণ করিতেছি।

ভোলানাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তকখানি এক্ষণে

দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, এবং যে সকল পাঠক উহা পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহাদিগকে উক্ত পুস্তকের রচনা-পদ্ধতির ঘনিষ্ঠতর পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত লক্ষ্যহীনভাবে পুস্তকখানির দুই একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১)

"The Chandwar of the twelfth century is the Ferozabad of the nineteenth. Stop traveller ! 'Thy tread here is upon an empire's dust.' The fields that you see spread around you form the memorable battle-ground on which was decided the contest between the Hindoo and Mussulman for the sovereignty of India. Six hundred and sixty-six years ago, the Hindoo banner waved here for the last time, and the sun went down witnessing the last day of Hindoo independence. Here fell the heroes Alha and Udal—two brothers, whose memrory is still preserved in the songs and traditions of the people amongst the Chandals of Mahoba and the Rahtores and Chandals of the Doab. It was here that the last Hindoo Rajah, Jychand of Kanouge, met with the due of his treachery

from Mohamed Ghori ; and acting the finale of the great Hindoo drama, closed his career by a traitor's leap into the Ganges."

(২)

"Delhi, which conjures up a thousand associations is perhaps, the most renowned city on the globe. Babylon or Balbec, Palmyra or Persepolis, Athens, Carthage, or even the imperial Rome itself, are the most celebrated theatres for acts of the human drama. But the hanging gardens of Babylon were the wonders only of a few generations—the city of Solomon threw an enchanted lustre over the deserts of Syria for a limited number of years—the glories of ancient Iran perished with the destruction of Persepolis—and the magni ficence of Carthage, once swept away, lies ingulfed in irretriexable ruin. The eternal Rome excepted, there is no other place which enjoys so great a celebrity as Delhi. Its fame is as early established, as it has been the longest perpetuated—a fame extending almost in an unbroken continuity through a space of time embraced by more than

three thousand years. Founded in the fifteenth century, it was known under the name of Indraprastha to countless generations of Hindoos. In subscquent ages it became celebrated for being the abode of the Great Mogul, who was for a long time regarded less as a real potentate than as a myth of Scheherzade's tales. And in our own times, it has happened to be the scene of memorable events, which, a few years ago, made its name almost a household word in every mouth upon the globe."

নানাস্থানের বর্ণনা ব্যতীত এই গ্রন্থে নানা ব্যক্তির নিকট শ্রুত কিম্বদন্তীর ও বিবিধ কৌতুকাবহ সাময়িক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ হইতে কয়েকটী গল্প নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

(১) সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে বিখ্যাত কুমার সিংহের নাম বিহারের অধিবাসিগণের নিকট কিরূপ প্রিয় ছিল তাহা বলা যায় না। তাঁহার নাম শুনিয়া কত কৃষক কৃষিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল। ভোলানাথ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের বাটীর এক বিহারী ভৃত্য প্রতিদিন প্রত্যূষে কুস্তী এবং অন্যান্য শারীরিক ব্যায়ামের চর্চ্চা করিত। তাহার বিশ্বাস ছিল যে একদিন কুমার সিংহের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য তাহাকে

আহ্বান করা হইবে। অপরাপর ভৃত্যের হাস্যপরিহাসে বহুদিন পরে তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া যায়।

(২) বারাণসীতে অবস্থান কালে তাঁহার পর্য্যটনের অন্যতম সঙ্গী রমানাথ লাহা মহাশয়ের নিকট ভোলানাথ সেকালের মফঃস্বলস্থ হাকিমদিগের একটি গল্প শুনেন। তাহা এই :—

একবার একজন দেশীয় অ্যাটর্ণি কোনও মোকদ্দমা চালাইতে বারাণসীতে আইসেন। তাঁহার সহিত একজন য়ুরোপীয় ব্যারিষ্টারও আসিয়াছিলেন। একদিন প্রাতে অ্যাটর্ণি মহাশয় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে সহরের দারোগা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন। অ্যাটর্ণি মহাশয় কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না যে কি উৎকট অপরাধের জন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। দারোগাও কোন কারণ প্রদর্শন করিতে পারিল না। দারোগাকে ওয়ারেণ্ট দেখাইতে বলিলে সে বলিল ওয়ারেণ্ট নাই। সে কেবল বলিল, তাহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সে হুকুম পাইয়াছে এবং মফঃস্বলে এই 'হুকুম'ই আইন। অ্যাটর্ণি মহাশয় বলিলেন 'যদি ইহাই তোমাদের আইন হয় দারোগা সাহেব, তাহা হইলে সে আইন আমি মানিয়া লইতেছি।' অতঃপর তাঁহার বন্ধু ব্যারিষ্টার সাহেবকে দুই এক পংক্তি লিখিয়া দিয়া তিনি দারোগার অনুগমন করিলেন। তখনও কাছারী বসিবার সময় হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে হাকিমের বাটীতে যাইতে হইল। হাকিম তখন আহারান্তে দাবা খেলিতে বসিয়াছিলেন। অ্যাটর্ণি মহাশয়কে বারাণ্ডায় দুইঘণ্টা অপেক্ষা

করিতে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার বন্ধু ব্যারিষ্টার সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হাকিম তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন এবং অ্যাটর্ণির মক্কেল ও তাহার মোকদ্দমার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য লিখিয়া লইলেন। তাহার পর তাঁহাকে কোনও প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন বা উৎকট অপরাধীরমত গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া বিদায় দিলেন।

(৩) এলাহাবাদে অবস্থানকালে একটি ঘটনা ঘটে, ভোলানাথ তাহার এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।—আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথা যেমন মহা রাজনীতিক সমস্যা, এদেশে পাদুকা উন্মোচন প্রথাও সেইরূপ,—মফঃস্বলের কাছারীতে উহা পার্লিয়ামেণ্টের বিধির ন্যায় মান্য। আমাদের অ্যাটর্ণি বন্ধুটিকে একটি মোকদ্দমার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে হয়। জুতা পরিয়া কাছারীতে প্রবেশ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করা হয়! তিনিও কিছুতেই জুতা খুলিবেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও কিছুতেই চিরানুসৃত নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দিবেন না। অ্যাটর্ণি মহাশয় যতই প্রতিবাদ করেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের জিদ ততই বাড়িয়া যায়। দশ মিনিট ধরিয়া উভয়পক্ষে বাক্‌যুদ্ধ চলিল, দর্শকগণ কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, হয় য়ুরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে পাগ্‌ড়ী খুলা হউক, নয়ত দেশীয় প্রথানুসারে জুতা খুলা হউক। অ্যাটর্ণি মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাগ্‌ড়ী নামাইয়া লইলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটও যথোচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন, জুতা যুদ্ধের অবসান হইল।

(৪) সেকালে পশ্চিমে কয়লার পরিবর্ত্তে এঞ্জিনে কাঠ জ্বালান হইত। ইহাতে অনেক সময় বিপদের আশঙ্কা থাকিত, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঙ্গে সময়ে সময়ে জ্বলন্ত কাঠ কয়লাও প্রক্ষিপ্ত হইত। একবার কয়েকজন সিপাহী ট্রেণে পশ্চিমে যাইতে ছিল, তাহাদের একজনের কাপড়ে আগুন লাগিয়া যায়। তাহারা তুলাভরা লম্বা জামা পরিয়াছিল, সেই জামার পকেটে বারুদপ্রভৃতি ছিল। সিপাহীরা এই ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জানালা দিয়া তাহাদের সঙ্গীটিকে ফেলিয়া দেয়।

(৫) কানপুরে অবস্থানকালে একজন য়ুরোপীয় অ্যাটর্ণির এক সহকারীর নিকট ভোলানাথ এই গল্পটি শুনিয়াছিলেন ঃ—

"কানপুর ইংরাজগণ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইবার অল্পকাল পরে,—যখন প্রদেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং কাগজে লুঠের সংবাদাদি প্রকাশিত হইতেছে, তখন আমার প্রভু নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন ;—নানা সাহেবের বিঠুরস্থ প্রাসাদের নিম্নে এবং প্রাচীর মধ্যে কত হীরা, চুনী, মুক্তা প্রোথিত আছে, দিবা রাত্রি তিনি মানস নয়নে তাহা দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইলেন। বিঠুরে আমাকে লইয়া তিনি দেওয়াল ভাঙ্গিতে লাগিলেন, মেঝে খুঁড়িতে লাগিলেন। হীরা বা চুনীর দর্শন পাওয়া গেল না। হয়ত অন্দর মহলে থাকিতে পারে। সেখানে দেখা গেল, সেখানেও কিছুই নাই! হয়ত প্রাসাদের বহির্ভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহগুলিতে থাকিতে পারে। তাহার ছাদ ও প্রাচীর ভাঙ্গা হইল,—কোথাও

হীরকের টুকরা পাওয়া গেল না। বোধ হয়, কেহ সন্দেহ করিবে না বলিয়া বাগানে বা মাঠে সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রোথিত আছে। বিশ একর পরিমিত জমি কর্ষিত হইল, খনন করা হইল। অ্যাটর্ণি সাহেবের দুই হাজার টাকা ব্যয় হইল, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।"

(৬) মথুরায় অবস্থানকালে একদিন ভোলানাথ তত্রত্য হাঁসপাতাল দেখিতে যান। সেখানে একটি রোগীকে দেখিয়া বিস্মিত হন।—রোগীটি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, বয়স প্রায় ষাট, ৪৮ ঘণ্টা অজ্ঞান হইয়া আছে। তাহাকে উন্মুক্ত স্থানে পরীক্ষার জন্য আনা হইল, তাহার মাথায় ও মুখে এক বাল্‌তি জল ঢালা হইল, তাহার পর সে তাহার পা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটু নাড়িতে আরম্ভ করিল। আরও দুই তিন বাল্‌তি জল ঢালিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে কথা কহাইতে বা খাওয়াইতে পারা গেল না। পরদিন তাহার জ্ঞান হইল। এ সব রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে প্রায় তিন দিন লাগে। এক সপ্তাহের মধ্যে এইরূপ দুইটি কেস হইয়াছে। প্রথম বারের রোগী একজন দরিদ্র গ্রামবাসী, রাত্রিতে কোনও আত্মীয়ের বাটী হইতে একটি পিতলের লোটা লইয়া আসিতেছিল। সেকালে ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাস্তায় ধুতুরিয়া নামক একপ্রকার বিষপ্রয়োগকারী দস্যু দেখা যাইত। প্রলোভনের কারণ সামান্য হইলেও ঐরূপ এক দস্যু ঐ গ্রামবাসীর অনুসরণ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ ধূর্ত্ত দস্যুকে সরল গ্রামবাসীটী সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া ফেলে এবং পথিপার্শ্বে বসিয়া উভয়ে

তামাকু সেবন করিতে প্রবৃত্ত হয়। দস্যুটা তামাকুতে ধুতুরা মিশ্রিত করিয়া তাহার সঙ্গীকে সেবন করিতে দেয়। সেবন করিবা-মাত্র সে অচেতন ও নিদ্রিত হইয়া পড়ে, দস্যুটাও লোটা লইয়া অন্তর্হিত হয়। ইহা একপ্রকার ঠগী ডাকাইতি, যদিও তত ভীষণ নহে।

প্রসিদ্ধ সমালোচকগণ তাঁহার গ্রন্থের যে সুখ্যাতি করিয়াছেন, এবং এখনও তাঁহার গ্রন্থখানি যেরূপ সুধীগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া থাকে, তাহাতে আমাদের পক্ষে উহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আদর্শ ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিয়া উহা চিরদিন আদৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শুনিয়াছি, এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের জন্য ভোলানাথ প্রকাশকগণের নিকট হইতে দশহাজার টাকা পাইয়া-ছিলেন।

'ভ্রমণবৃত্তান্ত' প্রকাশের অব্যবহিত পরেই ভোলানাথ অ্যাটর্ণি হইবার উদ্দেশ্যে (২২শে মার্চ্চ ১৮৬৯) 'সুইন হো, লাহা এণ্ড কোম্পানী' নামক তৎকাল প্রসিদ্ধ অ্যাটর্ণীর অফিসে রমানাথ লাহার 'আর্টিকেল্‌ড ক্লার্ক' হন। কিন্তু ভোলানাথ কখনও অ্যাটর্ণি হইয়া ব্যবহারা-জীবের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন নাই। 'সাহিত্যের নেশা'তেই

রমানাথ লাহা

তিনি আজীবন বিভোর ছিলেন। গৌরদাস বসাক মহাশয়ের নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে এই সময়ে তিনি অধ্যয়নের সুবিধার জন্য এসিয়াটীক সোসাইটীর সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন ঃ—

Purulia.

21 st. July, 1868.

My dear Bholanath,

I should have written to you sometime ago to put my name in the list of subscribers to your valuable book, "Tours in India." I need not say that I am an admirer of your account which is not only interesting but from a native point of view is the only history written by a native historian, I should say, a Bengali historian.

* * * *

I was glad to find that you have become a member of the old Asiatic. But you should take an active part in its discussions and give us papers in the journal. I thought

you would not refuse to accept the place of the librarian which, I believe, cannot be more worthily filled by a native than by you.

Yours sincerely,
G. D. Bysac.
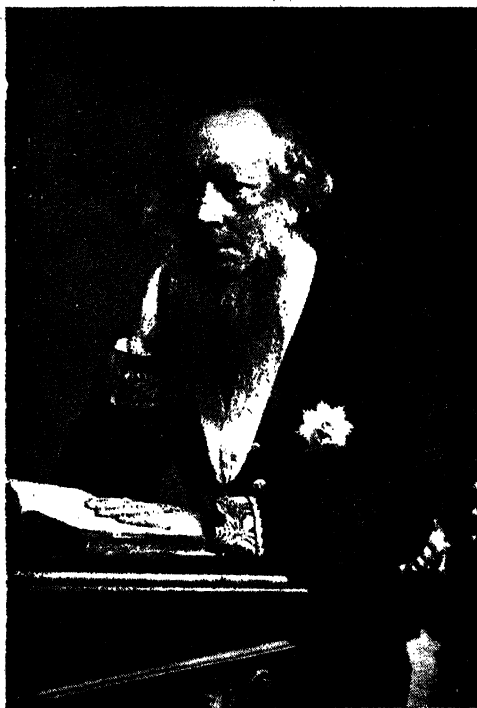
স্যর জন উইলিয়ম কে, কে-সি-এস-আই

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"কলিকাতা রিভিউ"—"দক্ষিণারঞ্জন-জীবনী"

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে,প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্যর জন উইলিয়ম কে "কলিকাতা রিবিউ" নামক ত্রৈমাসিক প্রবর্ত্তিত করিয়া ইঙ্গ-বঙ্গ-সাহিত্যে এক যুগান্তর আনয়ন করেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণের গভীর গবেষণাপ্রসূত প্রবন্ধাবলীতে পরিপূর্ণ এই সাময়িক পত্র এতদ্দেশে জ্ঞান-বিস্তারে, এবং শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতির পদ্ধতি পরিবর্ত্তনে যে প্রভাব প্রদর্শিত করিয়াছিল তাহা এক্ষণে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা দুষ্কর। বাস্তবিক স্যর জন কে, ডাক্তার ডফ্, ডাক্তার ম্যাকে, ডাক্তার টমাস স্মিথ, ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথ, মেরেডিথ টাউনসেণ্ড, স্যর রিচার্ড টেম্পল্, রেভারেণ্ড টি, রিড্‌সৃডেল্, কর্ণেল ম্যালিসন প্রভৃতি স্মরণীয় পণ্ডিতগণের সম্পাদকতাকালে—যখন গবর্ণরের ন্যায় পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী হইতে দরিদ্র বেসরকারী ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত সকলে জ্ঞানের সাম্যমূলক রাজ্যে একত্র সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রের কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! যখন পূর্ব্বোল্লিখিত প্রসিদ্ধ সম্পাদকগণের এবং স্যর

হেন্‌রি লরেন্স, স্যর হার্বার্ট এডওয়ার্ডস্‌, স্যর হেন্‌রি ডুরাণ্ড, স্যর হেন্‌রি রলিন্সন, স্যর উইলিয়ম মুর, স্যর আর্থার কটন, স্যর জন ষ্ট্র্যাচি, মার্সম্যান, সিটনকার প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকগণের প্রতিভাপ্রোজ্জ্বল প্রবন্ধাবলীর পার্শ্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, গিরিশচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত, শশীচন্দ্র দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কিশোরীচাঁদ মিত্রের গভীর চিন্তাপ্রসূত সন্দর্ভাবলীর দীপ্তি অনুজ্জ্বল দেখাইত না, তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর গর্ব্ব করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের প্রতিষ্ঠার প্রায় ২৪ বৎসর পরে—যখন ভোলানাথের 'ভ্রমণবৃত্তান্ত' মুদ্রিত হইতেছে সেই সময়ে, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে—ভোলানাথের সহিত 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের সংযোগ ঘটে। তখন বিখ্যাত ঐতিহাসিক কর্ণেল জর্জ্জ ব্রুস ম্যালিসন উহার সম্পাদক। ভোলানাথের নিম্নলিখিত প্রবন্ধাবলী আমরা 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮—Vindication of the Hindus as a Travelling Nation.

জানুয়ারি ও এপ্রিল ১৮৬৯—Hindu Female Celebrities.

এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর ১৮৮০—Travels of a Hindu.

কর্ণেল জি, বি, ম্যালিসন

প্রথম প্রবন্ধটিতে ভোলানাথ ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থ-হইতে দেখাইয়াছেন যে, সেকালে এতদ্দেশবাসীরা স্থলপথে ও জলপথে বিদেশে যাতায়াত করিতেন। তখন হিন্দুগণ প্রতিভায়, ঐশ্বর্য্যে, ব্রহ্মবিদ্যায়, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন, এবং জাতীয় সৈন্যদ্বারা দেশ এবং বন্দরাদি সুরক্ষিত ছিল। স্বাধীনতা হারাইবার পর আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার অবনতি ঘটে। আধুনিক হিন্দুগণ পুনরায় দেশভ্রমণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। প্রবন্ধশেষে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি বাঙ্গালীর ইংলণ্ড-গমনের উল্লেখ আছে। এই সুলিখিত প্রবন্ধটি 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রের ৪৪ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছিল।

৮৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী দ্বিতীয় প্রবন্ধে ভোলানাথ পুরাণ ও ইতিহাসোক্ত চল্লিশ পঞ্চাশ জন বিখ্যাত হিন্দু রমণীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, যথা—

অহল্যা, মৈত্রেয়ী, গার্গী, তারা, মন্দোদরী, সীতা, শকুন্তলা, কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, উত্তরা, যশোদা, রাধা, রুক্মিণী, প্রেমদেবী, দময়ন্তী, বিষয়া, বিদ্যোত্তমা, (কালিদাস-পত্নী), লীলাবতী, খনা, সংযুক্তা, কর্ম্মদেবী, পদ্মিনী, কমলা দেবী, দেবলদেবী, মীরাবাই, মৃগনয়না,

তারাবাই, রূপবতী, দুর্গাবতী, যোধবাই, রূপনগর-রাজকুমারী, গানোরের রাণী, অহল্যাবাই, তুলসীবাই, কৃষ্ণকুমারী, বৈজাবাই, রাণী চন্দা, ঝান্সীর রাণী।

প্রবন্ধশেষে রাণী ভবানী, রাণী শঙ্করী, রাণী কাত্যায়নী, রাণী রাসমণি এবং মতিলাল শীলের সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীরও উল্লেখ আছে।

তৃতীয় প্রবন্ধ ভোলানাথের ভ্রমণবৃত্তান্তের সংকলিত তৃতীয়খণ্ডের কিয়দংশমাত্র এবং পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থের ন্যায় চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলপ্রদ।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বাবু (পরে রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহার বিদেশীয় বন্ধুগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করাইতে অভিলাষী হন। ডেভিড হেয়ার ও হেন্‌রি ডিরোজিওর সেই পরম প্রিয় শিষ্য, যিনি রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সহাপাঠীর সহযোগে দেশে রাজনীতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, যিনি সমাজসংস্কারের অন্যতম অগ্রণী এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের অন্যতম পুরোহিত স্বরূপ ছিলেন, যাঁহাকে রাজনারায়ণ বসু ভাষায়

ভোলানাথ চন্দ্র

"অযোধ্যার সৌভাগ্যের পুনর্জন্মদাতা" নামে অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হয় না, সেই অসাধারণ কর্ম্মবীরের জীবনের অপূর্ব্ব কাহিনী নিশ্চিতই সকলের আলোচনার যোগ্য। দক্ষিণারঞ্জন সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে এই জীবনী সঙ্কলনের ভার অর্পণ করিলে, রাজেন্দ্রলাল যশস্বী লেখক ভোলানাথকেই এই জীবনচরিত সঙ্কলনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এই কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলালের একখানি পত্র উদ্ধৃত হইল।

Manicktala.
14 Feb. 70.

My dear Bholanath,

Babu Dukhinaranjan Mookherjee wishes to have a brief history of his family and of his life written in English for which he offers Rs. 250. Have you time and patience to undertake the job. It need not exceed 30 to 40 pages. He will supply all the materials.

Yours Sincerely,
Rajendralala Mitra.

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ভোলানাথ চন্দ্র

ভোলানাথ এই কার্য্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু এই পুস্তিকাতে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে না, এই সর্ত্তে তিনি লিখিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি রাজেন্দ্রলালকে ১১ই মার্চ্চ ১৮৭০ তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

My dear Rajendra Babu,

I beg to acknowledge the brochure sent to me yesterday. It will serve to give a clue of the life I have undertaken. But I want to know whether I should draw a simple bare sketch or get it up as a regular biography stuffed with critical remarks. In the latter case the job ought to pay me more. I want to see you on the subject and also about having it distinctly understood that my name is not to be used as the author of the work.

11th. March, 1870

Yours sincerely
B.N. Chunder.

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সি-আই-ই

মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে ভোলানাথ দক্ষিণারঞ্জনের জীবনচরিতের উপকরণাদি প্রাপ্ত হন। ঐ মাসের শেষেই ভোলানাথ জীবনীরচনা কার্য্য সমাপ্ত করেন। ইহাতে ভোলানাথ কিরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ইংরাজী লিখিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ভোলানাথের প্রস্তাবটি কিরূপ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল তাহা রাজা রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে।

5th. April, 1870.

My dear Bholanath,

I have just despatched your letter to Dukhin. The article is beautifully done. You have with great tact stuffed the dry bones of genealogy with the flesh and blood of life. I have written to D, that he must pay you something in advance. It sounds ugly, but business is business and we must not shirk it.

I return your M. S. for preservation. I wont send it to D, until he gives an advance.

Yours sincerely
Rajendralala Mitra.

রাজেন্দ্রলালের একখানি পরবর্ত্তী পত্র পাঠে প্রতীত হয় যে রাজা দক্ষিণারঞ্জন উক্ত প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা প্রেরণ করেন। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ভোলানাথের এই সযত্নলিখিত সুন্দর প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই এবং এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে যখন রাজার কর্ম্মময় ও বিচিত্র জীবনের ইতিহাস সঙ্কলনে আমাদের অযোগ্য লেখনী বিনিযুক্ত করিয়াছিলাম, তখন বিস্তর অনুসন্ধানেও এই প্রবন্ধটি উদ্ধার করিতে পারি নাই। ভোলানাথ প্রায় রাজার সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার ন্যায় সূক্ষ্মদৃষ্টি সমালোচকের লিখিত তাৎকালীন বিবরণ যে কতদূর মনোজ্ঞ ওতথ্যপূর্ণ ছিল, তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। সুতরাং এই প্রবন্ধটির বিলোপ যে ঐতিহাসিক ও তথ্যানুসন্ধিৎসুমাত্রেরই ক্ষোভের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিক্ষাবিস্তারে ভোলানাথের খুব আগ্রহ ছিল। রমানাথ লাহা, গোবিন্দলাল শীল এবং রায় বাহাদুর ডাক্তার কানাইলাল দের সহযোগে তিনি নিজ পল্লীতে ১৮৫৯ খৃঃ একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় প্রথমে বাবুরাম ঘোষের গলিতে এবং পরে শঙ্কর হালদারের

গলিতে অবস্থিত ছিল। পরে উহা যে বাটীতে স্থানান্তরিত হয়,তাহা এককালে ভোলানাথের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের কতিপয় দরিদ্র ছাত্রের ভরণ পোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার ভোলানাথ স্বয়ং বহন করিতেন এবং তাঁহার চিনির আড়তে তাহাদিগকে বাস করিতে দিতেন। এই বিদ্যালয় এক্ষণে 'আহিরী-টোলা বঙ্গ বিদ্যালয়' নামে এখনও বর্ত্তমান আছে। এই বিদ্যালয় হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার—রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ—৺জানকী নাথ ভট্টাচার্য্য প্রথম ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পান।

এই সময়ে ভোলানাথ বিখ্যাত সিবিলিয়ান স্যর উই-লিয়ম হণ্টারের গেজেটিয়র রচনায় সাহায্য করেন। নবম পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে সে কথা লিপিবদ্ধ হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

'মুখার্জ্জীর ম্যাগেজিন'।

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গালী নানাদিকে তাহার প্রতিভার দীপ্তিতে দেশ আলোকিত করিয়াছিল। কেবল ইংরাজী সংবাদপত্র পরিচালনাতেই ইঁহাদের কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয় নাই, পরন্তু ইঁহারা প্রথমশ্রেণীর ইংরাজী মাসিকপত্রের আদর্শে সুচিন্তিত ও সারগর্ভ সন্দর্ভাদি সম্বলিত মাসিক পত্রাদি সুযোগ্যভাবে সম্পাদিত করিয়া অনেক বিদেশীয় পণ্ডিত-গণকেও বিস্মিত করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কৈলাস-চন্দ্র বসু তদীয় সতীর্থ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় 'লিটারারী ক্রনিকেল' নামক যে ইংরাজী মাসিকপত্রের প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই বোধ হয় শিক্ষিত বাঙ্গালী পরি-চালিত প্রথম ইংরাজী-মাসিকপত্র। ইহাতে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র রাজনীতি নামক একটি প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র 'কোম্পানী'র সর্ব্বগ্রাসিনী নীতির যে ন্যায় ও যুক্তিসম্বলিত কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহার নির্ভীক স্পষ্ট-বাদিতা অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। কৈলাসচন্দ্রের

'হিন্দু ও য়ুরোপীয় নাটক' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং অন্যান্য সন্দর্ভাবলী সমালোচকগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা হইতে পরিদৃষ্ট হয় যে গিরিশ চন্দ্র উক্ত পত্রে শিখ-যুদ্ধ সম্বন্ধে কতকগুলি হৃদয়োন্মাদিনী কবিতাও লিখিয়াছিলেন। এই পত্রখানি দুই বৎসর কাল প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস পাল তদীয় সহপাঠি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'কলিকাতা মন্থলি ম্যাগেজিন' নামক একটি মাসিকপত্র প্রবর্ত্তিত করেন। উহা বিদ্যালয়ের তরুণবয়স্ক ছাত্রদিগের লিখিত একথা স্মরণ করিলে সম্পাদকগণের সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। এই পত্র অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। তিন চারি সংখ্যার অধিক উহা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ঐ বৎসরেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী 'কলিকাতা মন্থলি রিভিউ' নামে একটি মাসিকপত্র প্রবর্ত্তিত করেন। উহাতে বহু সুলিখিত তেজোগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু উহা কয়েকমাস মাত্র চলিয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'মুখার্জ্জীর ম্যাগেজিন' নামে একটি নূতন মাসিকপত্রের প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ইহাও অধিককাল জীবিত থাকে নাই—পাঁচ মাস মাত্র চলিয়াছিল। তাহার কারণ---এই মাসিক পত্রের অতি উচ্চ আদর্শ ছিল, কিন্তু আদর্শানুযায়ী রচনা লেখকের অভাব ছিল। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন, এই মাসিক পত্রের প্রায় সমস্তই তাঁহাকে এবং তাঁহার বন্ধু গিরিশচন্দ্রকে লিখিতে হইত, কাশীপ্রসাদ ঘোষ কয়েকটি কবিতা, গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র একটি ফরাসী উপন্যাসের অনুবাদ এবং রামবাগানের উমেশচন্দ্র দত্ত কয়েকটি ফরাসী কবিতার অনুবাদ দিয়াছিলেন মাত্র। সুতরাং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে যখন গিরিশচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্রকে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে হইল, তখন মাসিক পত্রের জন্য প্রবন্ধ রচনার অবসর রহিল না।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র 'মুখার্জ্জীস ম্যাগেজিন'কে পুনরুজ্জীবিত করিতে সংকল্প করিলেন। এবারে এই পত্রে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন এবং বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট অনুষ্ঠান পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের সহযোগিতা প্রার্থনা করিলেন। এই প্রার্থনার ফলে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আচার্য্য কৃষ্ণ-

কৈলাসচন্দ্র বসু

মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মাধবচন্দ্র শর্ম্মা, রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ, মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ডেভিড্ ওয়াল্ডি, রাজা দিগম্বর মিত্র, মিষ্টার ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, রাস বিহারী বসু, রাখালদাস হালদার, কৃষ্ণমোহন মল্লিক, মিষ্টার এ এম্ ব্রডনি, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, বলবন্ত রাও বিনায়ক শাস্ত্রী, সারদাচরণ মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক সি, টনি এবং ভোলানাথ চন্দ্র ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত শম্ভুচন্দ্রকে রচনাদ্বারা সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। ভোলানাথের সহিত শম্ভুচন্দ্রের চাক্ষুষ আলাপ ছিল না, কিন্তু তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের খ্যাতি ভোলানাথের নামের সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই পরিচয় করিয়া দিয়াছিল। শম্ভূচন্দ্র যে পত্রে সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

Berigny & Co.

The Indian Literary & Art Agency
12 Lal Bazar.

Sir.

I have much pleasure in forwarding a

copy of the Prospectus of a periodical, it is intended to start, to be published by the above firm.

Although I have not the honour of your acquaintance, I think I may without offence venture to ask your co-operation as that of a writer who has already acquired an enviable reputation both in India and Europe in an undertaking which professes to represent the culture, intellectual force and literary power of Young India.

I trust this appeal to your pariotism will meet with a willing response.

One of your brilliant sketches will be most welcome for the first number (which I expect soon to send to press), the more so as our special want is that of light literature, such as you can supply best, of graceful, colloquial, idiomatic style, such as you habitually write.

I remain, Dear Sir,
Yours very faithfully,
Sambhu Chandra Mukhopadhya.

ভোলানাথ চন্দ্র

ভোলানাথ পত্র প্রাপ্তির অল্পকাল মধ্যেই শম্ভুচন্দ্রের বিনয়পূর্ণ অনুরোধ পালন করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নবপর্য্যায়ের 'মুখার্জ্জীস ম্যাগেজিনে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। উহাতে সম্পাদক শম্ভুচন্দ্রের লিখিত তদীয় পরলোকগত বন্ধু ও সাহিত্যগুরু 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের চরিতালোচনা, যশোহরের তাৎকালীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রাসবিহারী বসুর যশোহর-ঈশ্বরীপুরের ইতিহাস, উমেশচন্দ্র দত্ত কৃত একটী জার্ম্মান কবিতার অনুবাদ, ভোলানাথ চন্দ্রের 'বৈদ্যনাথ ভ্রমণ', আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতে বাল্য বিবাহ', জনৈক গ্রাজুয়েট রচিত 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে মিষ্টার লবের অভিপ্রায়', রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কৃত সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত 'ভারতের হোমর', এবং সম্পাদকের কয়েকটী অন্য রচনা প্রকটিত হইল। ভোলানাথের প্রবন্ধটির নিম্নে স্বাক্ষর ছিল না। 'মুখার্জ্জীস ম্যাগেজিন'-প্রকাশের এক মাসের মধ্যেই আচার্য্য লালবিহারী দে 'বেঙ্গল ম্যগেজিন্' নামে আর একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র প্রবর্ত্তিত করেন। সমালোচকগণ তুলনায় সমালোচনা করিয়া 'মুখার্জ্জীস ম্যাগোজন'কেই সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন।

১৬৩

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এবং 'বেঙ্গল টাইম্‌স্' ভোলানাথের প্রবন্ধটির বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া উহার প্রশংসা করেন। এই প্রবন্ধে স্যর উইলিয়ম হণ্টার লিখিত বিবরণের কোন কোন অংশের ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং শেষোক্ত পত্রের সম্পাদক সমালোচন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন,—

"The account of a visit to Baidyanath by an anonymous contributor is not without interest, especially to Dr. Hunter, on whose elegant and flowing inaccuracies, he gently comments."

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত ২২শে জুলাই ১৮৭২ তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে বলিয়াছিলেন, "বৈদ্যনাথ একটী অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ।"

শম্ভুচন্দ্র অনুষ্ঠান পত্রেই বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন যে, এবারে এই পত্র মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে না। বৎসরে দশটী সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এই অবধারণ অনুসারে অগষ্টে প্রকাশিত না হইয়া সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। উহাতে ভোলানাথের কোনও প্রবন্ধ ছিল না। অক্টোবর মাসে তৃতীয় সংখ্যায় ভোলানাথের

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যৌবনে)

'বৈদ্যনাথ ভ্রমণে'র উত্তরাংশ প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যার প্রারম্ভেই সম্পাদক পূর্ব্ব দুই সংখ্যার প্রবন্ধ সমালোচনা করিয়া ভোলানাথের সন্দর্ভ সম্বন্ধে গর্ব্ব করিয়া বলেন, "In Geography and Travels, we have given the first accurate account from personal observation and enquiry of the far-famed but little known shrine of Baidyanatha in the backwoods of Bengal by a distinguished author writing anonymously."

হাইকোর্টের তাৎকালীন অনুবাদক সুবিদ্বান মহেন্দ্র নাথ সোম মহাশয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "The spirit of Anglo-Bengali Magazines" নামক পুস্তিকায় ভোলানাথের "বৈদ্যনাথ ভ্রমণ" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"The article IV, a Visit to Baidyanath, is also a very interesting paper. The temple of Baidyanath has been, for a long time an object of curiosity with European travellers ; but notwithstanding the interest which it possesses for archaeological purposes, we have not yet seen anything like a com-

plete or satisfactory account of this important monument of Budhistic ecclesiology, or of the traditions attaching to the same. Perhaps the jealous restrictions under which visitors belonging to any of the European races, are allowed to visit this celebrated seat of worship, and to make themselves acquainted with the events and the traditions connected with it, have much to do with this lamentable deficiency. The present account, however, by a Hindu and consequently a more favored visitor, can, therefore, be accepted as more reliable than the descriptions of it furnished to us by foreigners.

A characteristic description of origin and situation of the shrine and the legends appertaining to the same, has been given, in this article. We are very sorry that we cannot present our readers with more than one extract from it, for want of space ; and

we select the author's description of the temple as a favorable specimen of his powers. * *"

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৺কৃষ্ণমোহন মল্লিক "A Brief History of Bengal Commerce" নামে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। কৃষ্ণমোহন সেকালের একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী-নবীশ ছিলেন। ইনি প্রথমে ভারত গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে উচ্চ কর্ম্ম করেন এবং চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর ধনকুবের মতিলাল শীলের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হন। ইনি শীল্‌স্ ফ্রী কলেজ ও হিন্দুমেট্রোপলিটান কলেজের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধে ইঁহার অনেক তথ্য জানা ছিল, এবং ইঁহার প্রাগুল্লিখিত গ্রন্থে তাঁহার তথ্যসংগ্রহবিষয়ে অসাধারণ নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার গ্রন্থে প্রদর্শিত করেন যে ভারতবর্ষের বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, ভারতবর্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি-শালী হইতেছে এবং শিক্ষিত দেশবাসিগণকে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। ভোলানাথ বাণিজ্যদ্বারা দেশের কিরূপে শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে তৎসম্বন্ধে অনেক

চিন্তা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহনের কতকগুলি সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট একান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতীত হইল। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে রপ্তানী দিন দিন বাড়িতেছে এইরূপ দেখা যায়, কিন্তু সেই বাণিজ্যের লাভাংশ কে পাইতেছেন? ইংরাজ বণিকগণই অধিকাংশ ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহারাই অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, স্বদেশীয়েরা কিছুই পাইতেছেন না। অনেক স্বদেশীয় শিল্প একবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিকের দৃষ্টিতে দেখিলে দেশ যে দিন দিন দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে ইহাতে সন্দেহ থাকে না। কিরূপে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য উন্নতিলাভ করিতে পারে এবং দেশবাসী সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে ভোলানাথ বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনা করিতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আপনার সঙ্কল্পের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলেন। সেকালে এ সকল বিষয়ের আলোচনা কেহ বড় একটা করিতেন না। যদিও 'মুখার্জ্জীস ম্যাগেজিনে' রাজনীতি সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভ্রমণবৃত্তান্ত, জীবনচরিত, ব্যবস্থাশাস্ত্র, শিল্প ও বাণিজ্য সকল বিষয়েই আলোচনা করা হইবে এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল, এ পর্য্যন্ত উহাতে

শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। কৃষ্ণমোহন মল্লিকই বাণিজ্যবিষয়ক প্রস্তাবাদি লিখিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত এ পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে উক্ত ম্যাগেজিনে কিছু লিখা সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং ভোলানাথের সঙ্কল্পে শম্ভুচন্দ্র সানন্দে উৎসাহ-প্রদান করিলেন। ভোলানাথ পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রবন্ধে সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হইবে এবং উহা কিছু দীর্ঘ হইবে। শম্ভুচন্দ্র তথাপি তাঁহার মাসিকপত্রে উহার স্থান সঙ্কুলান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া নিম্নোদ্ধৃত পত্র লিখিলেন :—

Berigny & Co.

The Indian Literary & Art Agency.

13th January, 1873.

My dear Sir,

Your treatise will be quite in place in a "Magazine of"—among other subjects—"Commerce," as you may see *Mookerjee* professes to be in its very title page. No commercial article has yet appeared in it but Babu Kissen Mohun Mullick is expected

to contribute such and I myself sometimes think of criticising that gentleman's work. His opinion appear to me on many subjects rather antiquated and I shall be glad if you inaugurate the commercial department of the Magazine.

Oh, Yes. I shall find space for you. But I shall advise you to guard against tediousness. For effect you should compress your matter. Not even commercial men like to read a long rambling discousre on their profe nal subject. I do not insinuate by any means that you have committed or likely to commit the error of writing such an essay, but as we have never seen you as a mercantile publicist, as the subjects you have hitherto treated of are so far removed from one on which you are now engaged, and as a literary man is apt from sheer want of sympathy with commercial topics to be discursive

and scrappy, I take the liberty to remind you that discursiveness and scrappiness, however pleasant in light subjects, are unsuited to the hard realities of business matters. As far as I can now judge your arrangement of the order of yoar subject is good and likely to be effectivte.

*   *   *   *

The disorganisation of commerce at present has disposed mercantile men usually impatient of literature, to an attentive hearing to any prophet who discourses on the "why and wherefore" of their present situation and the "what next"

Hoping soon to hear from you

Yours

Sambhu C. Mukherjee.

ভোলানাথের প্রস্তাবটি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ভোলানাথ তাঁহার

প্রস্তাবটি চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া ছিলেন। পরিচ্ছেদ গুলির নাম ও মুখার্জীস ম্যাগেজিনে কোন সময়ে উহা প্রকাশিত হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ—উপক্রমণিকা—মার্চ ১৮৭৩, পত্র সংখ্যা ৪৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ভারতবর্ষের শিল্প ও বাণিজ্য (অতীত যুগ)—জুন ও ডিসেম্বর ১৮৭৩, পত্র সংখ্যা ৪৯+৬৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—ঐ (বর্ত্তমান যুগ)—১৮৭৫ এবং জানুয়ারি—জুন ১৮৭৬, পত্রসংখ্যা ৭৮+৬৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—ঐ (ভবিষ্যৎ যুগ)—মুখার্জীস ম্যাগেজিন বিলুপ্ত হওয়ায় এই পরিচ্ছেদটি প্রকাশিত হয় নাই।

মুখার্জীস ম্যাগেজিনের প্রতি সংখ্যায় ডিমাই অক্টেভো সাইজের সচরাচর ৭২ পৃষ্ঠা মাত্র থাকিত। পত্র সংখ্যা হইতে পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে ভোলানাথের অতীব হৃদয়গ্রাহী সন্দর্ভগুলি প্রকাশিত করিবার জন্য শম্ভুচন্দ্র তাঁহার পত্রের কতখানি অংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্র পাঠে প্রতীত হয় প্রথমে সম্পাদকের মনে ভয় ছিল যে দীর্ঘ বাণিজ্যবিষয়ক প্রবন্ধ জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী না হইতে পারে, কিন্তু ভোলানাথের প্রস্তাব সে কালে স্বদেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকামী পাঠক-গণের এরূপ চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাঁহাদিগের

বিপক্ষগণের তীব্র সমালোচনা শিক্ষিত সমাজে এরূপ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল, যে শম্ভুচন্দ্র অন্যান্য প্রবন্ধ প্রকাশ স্থগিত রাখিয়া এই প্রবন্ধের জন্য স্থান সঙ্কুলান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে—উপক্রমণিকায়—ভোলানাথ এই বলিয়া অনুযোগ করেন যে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের সম্বন্ধে কেহ বড় একটা আলোচনা করেন না। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ দেশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বাণিজ্যলব্ধ অর্থের অধিকাংশ বিদেশে যাইতেছে। দেশবাসী দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। বাণিজ্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক—আমদানী বাণিজ্যদ্রব্যের উপর কর বসাইয়া এবং রপ্তানী দ্রব্যের উপর কর তুলিয়া দিয়া সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন না করিলে স্বদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের ধ্বংস অনিবার্য্য। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে নীরব—য়ুরোপীয় সংবাদপত্রসম্পাদকগণও গবর্ণমেণ্টের নীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন। য়ুরোপীয় বণিক সম্প্রদায় অর্থোপার্জ্জনের জন্যই এদেশে আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা যে যথার্থ অবস্থা প্রকাশ করিবেন না, তাহাতে বিচিত্র কি? গ্রন্থকারগণও এ বিষয়ে উদাসীন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন;

ইতিহাস, ধৰ্ম্ম, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রত্নতত্ত্ব, আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্যাদির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গ্রন্থ কই? এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য কোনও রাজকীয় কমিশনও নিযুক্ত হয় নাই। য়ুরোপীয়গণ স্বজাতির পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু স্বদেশীয়গণও এ বিষয়ের আলোচনায় পরাঙ্মুখ, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। মতিলাল শীল, স্যর জেমসেটজী জিজিভাই প্রভৃতি নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায়ে কিরূপে সমগ্র জাতিকে উন্নত করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন না। এ পর্য্যন্ত একমাত্র বাবু কৃষ্ণমোহন মল্লিক এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সত্তর বৎসর বয়সে তিনি যে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া তিনখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে তিনি ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনিও যথার্থ অবস্থা সম্যক রূপে বর্ণিত করেন নাই এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত সমূহ অনেক স্থলেই ভ্রান্তিমূলক। রেশম, নীল, চা প্রভৃতির বাণিজ্যের তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় না কোন সম্প্রদায় উহাতে লাভবান ও

কোন সম্প্রদায় উহাতে ক্ষতি গ্রস্ত হইতেছেন। রেশমের রপ্তানী বৃদ্ধিতে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত কি দুঃখিত হওয়া উচিত তাহাও বুঝা যায় না। ম্যাঞ্চেষ্টার ও গ্লাসগো হইতে সুলভে সুতী কাপড়ের উত্তরোত্তর বেশী আমদানী হইতেছে ইহাতে কৃষ্ণমোহন, তদ্দেশবাসিগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন; দেশের তন্তুবায়রা যে কিরূপ দারিদ্র্য দশায় পতিত হইতেছে সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। বস্তুতঃ কৃষ্ণমোহন তাঁহার কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন। দেশীয় শিল্পের কিরূপ উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে ইহার আলোচনা করা দেশীয় রাজনীতিকগণের কর্ত্তব্য। কৃষ্ণমোহনের এই ত্রুটী অমার্জ্জনীয়। আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অবিলম্বে আমাদের বাণিজ্যনীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

শম্ভুচন্দ্র প্রথম পরিচ্ছেদটী পত্রস্থ করিয়া ভোলানাথকে লিখিলেন :—

Berigny & Co

The Indian Literary & Art Agency.

9th April, 1873.

My dear Sir,

I hope your paper will be appreciated.

Although I do not coincide with you in all your economical views, as a patriot I am at one with you on your political. Nay your politico-commercial views have my most hearty sympathy. You have indeed made out a most strong and striking case against the policy of England. Our countrymen must be dead to all sense of duty to their nation if they are not roused by your statement to demand justice in the distribution of office and in commercial legislation from their rulers.

Yours,
Sambhu C. Mukhopadhya.

বাস্তবিকই—ভোলানাথের প্রস্তাবের প্রথম পরিচ্ছেদটি প্রকাশিত হইবা মাত্র শিক্ষিত সমাজে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র শম্ভুচন্দ্রকে একখানি পত্রে লিখিলেন যে তিনি ঐ প্রবন্ধ অতীব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছেন—"The article on commerce I read

with avidity—Is Bholanath Chunder the writer ?"

প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রবন্ধ-পাঠান্তে বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেন ঃ—

My dear Gour,

I am glad to learn friend Bholanath is the author of the commerce article. I read it with great interest, particularly as it has given expression to many ideas which I have often urged in private. Once I remember Mr. Smith of the Calcutta University, who quarrelled with you, taking me to task for my Black Act speech saying "What! complain of the Englishman who has converted the howling wilderness of Australia into a smiling garden ?" I said, "Yes, those, whom the Englishman has extirpated would have preferred to roam in the wilderness in flesh and blood to seeing themselves swept out clean and their children converted into wild

beasts for the sake of the smiling gardens to be enjoyed by the white man."

I am, however, nothing if not critical and I must on that account add that friend Bholanath has stultified himself by first praising very highly Kristo Mohan Mullick and then condemning him as perfunctory. The praise is well-deserved, the charge of perfunctoriness misplaced. He could have pointed out his errors without descending to abuse.

Yours truly

R. Mitra.

গৌরদাস উপরি উদ্ধৃত পত্রখানি নিম্নোদ্ধৃত পত্রের সহিত ভোলানাথকে প্রেরণ করেন :—

My dear Bholanath,

Here is Rajendra's say on your article. Everyone who understands the interest of his mother-country will agree with us in pronouncing your paper as a memorable one. The reason why *Patriot* has not

noticed it is the that self-laudatory article in Mookherjee's Magazine was written by Sambhoo himself. Another reason is what I only suspect but what I would prefer to mention confidentially and in person. The fact is the natural kowtowing of our caste, I mean Bengali caste—both in action and opinion—pervades all ranks and grades of society. Your eyeglass is of different pebble and will not suit all people's sight. Those who see clearly would admire it but not those whose vision is dimmed by prejudice, age or obtuseness.

Yours,
G. D. B.

Come on Sunday by all means. Why not Saturday and keep the night here ?

ভোলানাথের প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইবা মাত্র ইঙ্গ-ভারতীয় ও স্বদেশীয় সংবাদপত্রসমূহে উহা লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এস্থলে তাহার

পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে। তবে এই সময়ে ভোলানাথকে লিখিত শম্ভুচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত পত্রত্রয় হইতে পাঠকগণ তাহার আভাস পাইবেন :—

May 14, 1873.

My dear Sir,

I daresay you have watched the attitude of the press towards your paper on commerce and manufactures. You must have read the Englishman's reply. Some other papers have said something about it too. I have seen more than one Bombay and Madras paper promise, in noticing the number, to return to the subject of your paper at length and I expect to read their lengthened comments. Meanwhile the *Bombay Argus* has devoted some 3 or 4 columns to demolish you and the Babus. It would be easy enough to answer the writer if necessary. He has shown the cloven foot of Anglo-Indian greed and altogether his arguments are one-sided.

(২)

But your most formidable opponent is of your own household—Babu Kissen Mohun Mullick, who has sent me an able and characteristic paper in refutation of yours with his own name. As I expected he has had the advantage of you in his facts—*e.g.*, those which constitute England's manufacturing superiority to not only India but all other countries which you very much undervalued—and details, and he is decidedly the European merchant's and manufacturer's man. I do not sympathise with the tone of his article—with his politics in fact. But we have little reason to expect anything better from him, a very old man – a being of the past. His wonderful energy we would all do well to emulate.

Yours

Sambhu C. Mukhopadhya

16th May 1873.

My dear Sir,

I can't just now lay my hands on the *Argus* noticing your article. *The Bombay Native Opinion* has also noticed it at length, but it for the most part sets forth your views by copious extracts. *The Indu Prokash* just makes passing allusion to it, but approvingly. From the same paper I learn that the *Bombay Gazette* has attacked you in strong terms, as I can well imagine from the antecedents of the paper. I shall see what the *Gazette* has said.

* * * *

I like and admire your article as a very important contribution to a neglected discussion and am proud of the privilege of bearing it to the world. I am at one with you in the spirit of your paper.

(৩)

Tuesday

My dear Sir,

The *Indu Prokash* of Bombay has in an able and convincing article defended the drift of your article from the onslaught of the local *Gazette.* By the bye, could you procure a copy of the *Gazette* which contains the article ? The *Indu Prokash's* article seems to be the first of a series.

Yours most truly
Sambhu C. Mukhopadhya.

স্বয়ং কৃষ্ণ মোহন মল্লিক ভোলানাথের সহিত মতানৈক্যসত্বে ও তাঁহাকে লিখেন :—

My dear sir,

I feel really thankful to you for deeming it worth your while to notice my humble works in your able article on "the Commerce and Manufactures of India." I have not as yet been able to go through it, but only glanced over it. It is only by discussing questions of such importance pro

and con that one can arrive at truth ; and so it would be a folly in me were I to take offence at anything which may have emanated from you as opposed to my own views. It is only by correcting each other that we all correct ourselves. I may, if I can make it convenient appear in the next number of the Magazine with an article consonant with my own thoughts on the subject of your paper.

Yours sincerely
K. M. Mullick.

মুখার্জ্জীস ম্যাগেজিনের যে সংখ্যায় কৃষ্ণমোহন নিজ মত ব্যক্ত করেন। এই প্রবন্ধেও তিনি বলেন যে ম্যাঞ্চেষ্টারের সুলভ কাপড়ের আমদানী হওয়ায় এদেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রজা শীতকালে গাত্রাবরণ দিয়া বাঁচিতেছে। অবশ্য এ দেশের কয়েক সহস্র তন্তুবায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে পাশ্চাত্য কলকারখানার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের বস্ত্রবয়নশিল্প কিছুতেই

জীবিত থাকিতে পারিত না। বস্তুতঃ কৃষ্ণমোহন ব্যাপারটীকে স্বদেশপ্রেমিকের দৃষ্টিতে দেখেন নাই, তিনি কেবল সরকারী সিদ্ধান্ত গুলির পুনরুক্তি করিয়াছিলেন।

জুন ও ডিসেম্বরের ম্যাগেজিনে ভোলানাথ আমাদের দেশের অতীত যুগের শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাস প্রকাশিত করিলেন। বৈদিক যুগ হইতে আমাদের দেশের বণিকগণ বাণিজ্যপোতে পণ্যদ্রব্য সজ্জিত করিয়া দেশান্তরে লইয়া যাইতেন। পরবর্ত্তী যুগের ভারতবর্ষীয় বণিকগণ রোমবাসীদিগের নিকট মশলা, রেশমী বস্ত্র, মুক্তা বিক্রয় করিতেন, যবদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিলেন; তমলুকে প্রকাণ্ড বন্দর নির্ম্মিত হইয়াছিল। চীন সাম্রাজ্যে এবং আফ্রিকাতেও ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বিক্রীত হইত। বৌদ্ধ যুগে ভারতবর্ষের বাণিজ্য, প্রতিষ্ঠার সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল। কিন্তু পুনরায় ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্যের সহিত, সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এবং আরব জাতির অভ্যুদয়ের সহিত, আমাদের বাণিজ্য-বিষয়ক অবনতি ঘটিল। অতীত যুগে প্রস্তর, হস্তীদন্ত, কাষ্ঠ, ও শৃঙ্গের নানাবিধ কারুকার্য্যসমন্বিত দ্রব্য, লবণ, চিনি, রং, লৌহ, রেশম, শাল, কার্পেট, সুতার বস্ত্র প্রভৃতি ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত।

সে সকল শিল্প বাণিজ্য এখন নষ্ট হইয়াছে। উপসংহারে ভোলানাথ বলেন,—

"To strip naked the disguised truth, the English want to reduce us all to the condition of agriculturists, It would be impolitic for them to rear up great or rich men among us. They are afraid of the consequences of intelligence and wealth in our nation. Hence the dust thrown into our eyes. England's boast as a manufacturing power would be at an end, if India followed her own trades and industries.

Hence the persistent dissemination of the opinion that India's appointed vocation is agriculture. But the Natives are now sufficiently competent to see through the hollowness of that opinion—and to feel that they can be the same commercial and manufacturing people that their forefathers had once before been. Let the Legislature be disposed to

help us towards that end. Let us receive a commercial and industrial education. Allow us a share in the administration, and to frame our own Tariff—and, with, perhaps at starting, a bit of patriotism to refuse to buy foreign goods, the children of India will prove to the world whether Providence has willed them to be mere agriculturists, or whether they cannot dethrone King Cotton of Manchester, and once more re-establish their sway in the cotton world."

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অগষ্ট তারিখের 'বেঙ্গলী' একটী দীর্ঘ তিন স্তম্ভ ব্যাপী সম্পাদকীয় সন্দর্ভে ভোলানাথের এই সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধের উচ্চ প্রশংসা করেন। অন্যান্য সাময়িক পত্রও এই বিষয় লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইহাকে স্বদেশী আন্দোলনের জন্মদাতা বলা যাইতে পারে।

ভোলানাথ যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে অধিক গ্রন্থাদি না থাকায় তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে বিস্তর পরিশ্রম ও গবেষণা করিতে হইয়াছিল।

শম্ভুচন্দ্র এই পরিশ্রমের মূল্য জানিতেন এবং তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্রে উহার উল্লেখ আছে ঃ—

10th January, 1874.

My dear Sir,

I am suffering for sometime past from a severe attack of ague and jaundice which prevented my attending to your kind letter, which I must ask time to do justice to. Meanwhile I hope you are not idle but at your commerce researches and speculations and taking notes and putting them to shape. I assure you, you have made a hit. Here is a book, a rare one, by the bye, on the early European commerce of India of which you can make something. One source of your comparative weakness must be depending on secondhand authorities, which you should avoid as much as possible, but being myself engaged in all sorts of antiquarian enquiries, I know your difficulties.

Want of means of us poor natives and the absence of anything like a good library of reference in this country cripple the best efforts and the highest ambitions. Couldn't you give a short gossipping descriptive paper on any lighter subject ? It would be welcome to me at this moment when I cannot wield the pen.

Yours

Sambhu C. Mukhopadhya.

১৮৭৫ ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথের প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদ—'ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা' —প্রকাশিত হয়। ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের শোচনীয় অবস্থা বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়া তাহার কারণানুসন্ধানে ভোলানাথ প্রবৃত্ত হন। তাঁহার মতে দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষের দোষেই আমাদের এই অবনতি ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য, সমুদ্র যাত্রা রহিত ও অন্যান্য আচারাদি প্রবর্ত্তনের সহিত দেশের লোক বিদেশযাত্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা আর সে উৎসাহশীল বণিক-জাতি নাই, বিলাসী ও অলস হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণ-

মেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে প্রতীত হয় যে তাঁহারা দেশবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের বাণিজ্য নীতি সম্বন্ধে লিখেন ঃ—

"It may be summarised as a policy wholly and purely of interest, and not of duty. At first prohibitive, next aggressive, then suppressive, it has at last become repressive—setting bounds to Native ambition for anything approaching commercial rivalry. In name, it advocates free trade. In fact, it upholds a gigantic monopoly. The whole history of that policy—of the gradual steps taken to elaborate its frame-work, and of the changes introduced from time to time to mature, harden, and set it in the mould in which it exists and works at the present day—cannot but leave on the mind the impression that selfishness, combined with insincerity, is the essential of all commercial

legislation by England with reference to India, and that the break-up and repression of Indian industry being the great object of that legislation, it has been the most efficient cause of the decay and ruin of Indian manufactures—which are now like a star whose light survives, though space no longer contains its substance."

অনিবার্য্য কারণ বশতঃ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে মুখার্জ্জীস ম্যাগেজিন বিলুপ্ত হয় এবং ভোলানাথের এই প্রবন্ধের শেষ ভাগ প্রকাশিত হয় নাই। যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতেই ভোলানাথের অর্থনীতি ও দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের, তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেমের, এবং নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার পরিচয় পাইয়া সকলে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে 'বেকার-সমস্যা', 'চরকা বনাম ম্যাঞ্চেষ্টার মিল' প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের অনেক আর্থনীতিক ও বাণিজ্যনীতিক সমস্যার আলোচনা আছে। সেইজন্য, আমাদের মতে ভোলানাথের এই রচনাগুলি সংগৃহীত, পুনঃপ্রকাশিত, ও পুনরালোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

'রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবন-চরিত'

যখন 'মুখার্জীস ম্যাগেজিনে' ভোলানাথের বাণিজ্য-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইতেছিল, সেই সময়েই, অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, Illustrated Indian News নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। 'ইংলিশম্যান' মুদ্রাযন্ত্রেই উহা মুদ্রিত হইত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল হইতে ভোলানাথ উক্ত পত্রে The first days of English Education in Bengal বা বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগের ইতিহাস বিস্তারিত ও ধারাবাহিক ভাবে বিবৃত করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রবন্ধগুলি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ এবং অতীব চিত্তাকর্ষক। আমরা উক্ত পত্রের সম্পূর্ণ খণ্ডের অভাবে ভোলানাথের প্রস্তাবটির কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। কিরূপে বঙ্গে প্রথম ইংরাজাগমনের সঙ্গে সঙ্গে 'দোভাষী'র প্রয়োজন হয় ও তৎসঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়, পরে বাঙ্গালার মফঃস্বলে 'কোম্পানীর' কুঠী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা

বিস্তৃত হয়, এবং অবশেষে কলিকাতায় ইংরাজ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত ইংরাজী শিক্ষা প্রসারিত হয়, তাহার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ এবং সেকালের প্রধান প্রধান ইংরাজীনবীশদিগের কথা এই প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রস্তাব সঙ্কলনে ভোলানাথ রামকমল সেনের প্রসিদ্ধ অভিধানের ভূমিকা, বিশপ হিবারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তক প্রভৃতি হইতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আহরণ করিয়াছিলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 'মুখার্জীস ম্যাগেজিন' বিলুপ্ত হইলে ভোলানাথ ইংলিশম্যান, ষ্টেট্‌সম্যান ও কলিকাতা রিভিউ পত্রে কয়েকটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশিত করেন। এই সময়ে তিনি প্রধানতঃ পুস্তকাদি পাঠেই সময় অতিবাহিত করিতেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথের মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। ভোলানাথের বয়স তখন ৫৮ বৎসর, কিন্তু তিনি তাঁহার স্নেহময়ী জননীর বিয়োগে শিশুর ন্যায় শোকাকুল হইয়াছিলেন।

ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার পুত্র অঘোরনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি লাভান্তর হাই কোর্টের অ্যাটর্ণি হইয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। সুতরাং

বৃদ্ধ বয়সে ভোলানাথ সাংসারিক সকল উদ্বেগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মনের সুখেই আপনার প্রিয় গ্রন্থরাশির মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া,—বাণীবরপুত্রগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া,—আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে ছিলেন। সত্তর বৎসর বয়সের পরেও তিনি কোন নূতন গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন ইহা কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কিন্তু এই সময়ে তাঁহাকে একটি গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইল। বাঙ্গালার বিখ্যাত কর্ম্মবীর রাজা দিগম্বর মিত্রের পৌত্র রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ও কুমার নরেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতামহের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জাবন-চরিত প্রকাশিত করিতে অভিলাষী হইলেন। রাজার নিকট আত্মীয় ও তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক সবজজ (কিছুকাল হাইকোর্টের বিচারপতি) মহেন্দ্রনাথ বসু,রাজার অন্যতম বন্ধু স্বনামধন্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হেমচন্দ্র কর এবং 'রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বক্তৃতা' ও অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত রাজ যজ্ঞেশ্বর মিত্র মহোদয়গণ রাজার জীবন চরিতের অনেক উপকরণ বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু সেই উপকরণগুলি সজ্জিত করিয়া রাজার উপযুক্ত জীবনচরিত লিখিতে পারেন এরূপ সুপণ্ডিত ও

সুলেখক অধিক ছিলেন না। হেমচন্দ্র কর মহাশয় রায় মন্মথনাথকে ভোলানাথের উপর এই ভার অর্পণ করিতে পরামর্শ দেন। ভোলানাথের বয়স সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি মন্মথ নাথের অনুরোধে এই ভার সানন্দে গ্রহণ করিলেন,এবং অত্যল্প কালের মধ্যে বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় তাৎকালীন সামাজিক ও রাজনীতিক ইতিহাস সম্বলিত এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়া দিলেন যে তাহা আজিও বাঙ্গালী গ্রন্থকার-রচিত জীবনচরিতগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর আসন অধিকার করিয়া আছে। ভোলানাথের পূর্ব্বে আরও অনেক বাঙ্গালী ইংরাজী ভাষায় দেশীয় মহাত্মগণের জীবন-চরিত লিখিয়াছিলেন। মনীষী কিশোরী চাঁদ মিত্র রাজা রাম মোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাম গোপাল ঘোষ, মতিলাল শীল, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সুন্দর জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশ চন্দ্র ঘোষ বিরচিত ক্রোরপতি রাম দুলাল দের জীবন-চরিত কর্ণেল ম্যালিসন, রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল। সুলেখক কৈলাস চন্দ্র বসু প্রণীত রাম গোপাল ঘোষের জীবনচরিত সুধী সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল।

রাজা দিগম্বর মিত্র, সি-এস-আই

ভোলানাথ চন্দ্র

দীনবন্ধু সান্যাল মহাশয়ের বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও দ্বারকানাথ মিত্রের জীবন-চরিতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছিল। অক্লান্তকর্ম্মী প্যারীচাঁদ মিত্রের রচিত দেওয়ান রাম কমল সেনের জাবন-চরিতে ও দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতেও অনেক পুরাতন তথ্য অবগত হওয়া যায়। 'ইণ্ডিয়ান নেশন' সম্পাদক নগেন্দ্র নাথ ঘোষের কৃষ্ণদাস পাল ও রাজা নব কৃষ্ণের চরিত কথায় এবং প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের কেশব চন্দ্র সেনের জীবন চরিতে আমরা সেকালের অনেক কথা জানিতে পারি। কিন্তু ভোলানাথের রাজা দিগম্বর মিত্রের জাবন চরিতে রাজার সামসময়িক ঘটনাদির যেরূপ বিস্তৃত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে ও তাৎকালীন রাজনীতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদির যেরূপ চিত্তাকর্ষক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেরূপ প্রায় কোনও গ্রন্থে দেখা যায় না। ভোলানাথের ইংরাজী রচনা-কৌশল সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে সুধী সমালোচকগণ কর্তৃক উহা উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল।

রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মে তারিখে তৎ-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক

রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর

সুবিখ্যাত পত্রে 'রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিত' সমালোচন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

It is gratifying to find Babu Bhola Nath Chandra, author of the well-known "Travels of a Hindu," emerge from the obscurity with which he chose to envelope himself for nearly three decades, and appear before the public with a biographical account in which his powers of observation and raciness of style show no signs of diminution. The author is happy in the choice of his subject,—"a fellow-feeling makes one wondrous kind" ; for none but one, gifted with boldness of thought and utterance, would meet with a ready sympathy at the hands of one who possesses in himself that attribute in an eminent degree. Rajah Digamber Mitra,C.S.I., who rose from the position of a School-master to be one of the most prominent leaders of society of his day, presents in his chequered career a study which has its interest and influence for all time. On such a career, it is not our present purpose to expatiate. We are now concerned with the manner in which Babu Bholanath has presented it, and we

have no hesitation in remarking that he has done so in an admirable way. As he truly observes, "a man's biography is mostly his cont emporaneous history", and it is the incorporation of comtemporaneous history that has added so much to the value of the publication under notice. Of every movement with which the Rajah was connected, the writer has given the genesis, and of every important speech or minute, which the Rajah made or recorded, he has given all available details. The Rajah was a member of the British Indian Association from its foundation. The remarks, which the writer has made on the past and present objects of the institution, will bear reproduction :—

"Nothing could be nobler than its original starting principle of broad humanity ; and could the body always adhere to it with faithful allegiance, how worthy of all praise would it have been. But in time, they began to prefer being distinguished by evanescent liveries and emblazonings to the approval of their consciences ; and merging their generous sympathies in Ego, they instead of

'loving themselves the last,' as Shakespeare has put the words in the mouth of Wolsey, chose to love themselves in the first instance, and have in their present phase, eventually degenerated into a "bunch of imbecility" who retain only an antiquarian flavour, who are fossil treasures without any intellectual vitality. Never has the country been so disappointed."

On the demise of the Rajah, the Association paid a tribute to his memory in the shape of a gushing resolution, but soon after they "stultified themselves by their cold refusal of the usual portrait with which it was their rule to honour the memory of all their departed or retiring Presidents, and of all their distinguished members." The proposal for a portrait came under consideration, but it was vetoed by the member "who bore a grudge and bided his time to avenge himself." "In truth" observes the biographer, "with Rajah Digambar died the last but one of the Titans of the British Indian Association—the others being Rajah Radha Kanta Deb, Babu Prosunno Cumar Tagore,

Maharajah Roma Nath Tagore, Babu Ram Gopal Ghosh, Babu Hurrish Chandra Mukherji, and Justice Sambhu Nath Pandit. And not more was the Titanic age in Greek Mythology, followed by that of the Liliputians than it appears to have happened in the history of the British Indian Association. Nemesis, too, has seldom held the scales so evenly as that the attempt for a public memorial in favour of that bitter opponent should have ended in a complete *fiasco*."

Babu Bhola Nath's characterization of some of the members and pillars of the Association, who are now no more, is, no doubt, the outcome of honest conviction, though, we fear, it savours somewhat of the uncharitable. The book under notice is a running commentary on men, manners and institutions, which, we regret, we are not in a position to reproduce, but which we would recommend all interested to peruse for themselves and profit by.

গ্রন্থখানি হেয়ার প্রেসে মুদ্রিত হইয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ভোলানাথের সহপাঠী এবং

রাজা দিগম্বরের অন্যতম বন্ধু মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার নামে গ্রন্থখানি উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। এই উৎসর্গপত্রটি পাঠ করিলে দুর্গাচরণের প্রতি ভোলানাথের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা উহা এস্থানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

To

Maharaja Durga Charan Law, C. I. E.

My dear Maharaja,

I take the liberty of inscribing this publication to you. It is fitting, I humbly think, that the sketch of the life of the late Raja Digambar Mitra should be associated with the name of one who knew him intimately,—who distinguished by eminent abilities, has achieved a high social and political position, and commands universal esteem and respect by his enlightened principles and stainless purity of character.

The many private and public beneficent acts of your family need no enumeration—they speak for themselves and are well known.

That you may long remain in the enjoyment of health, prosperity, and honor, is the earnest wish of

1st May, 1893.

Your very sincere
Bholanauth Chunder.

ভোলানাথ চন্দ্র

রাজা দিগম্বর যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই যুগে আমাদের দেশে শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম্ম সকল বিষয়েই মহান্ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছিল, এবং ভোলানাথের সমপাঠী ও বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই সেই যুগের প্রধান সংস্কারক ও নেতা ছিলেন। শান্তিপ্রিয় সাহিত্যানুরাগী ভোলানাথ যদিও কখনও লোকনেতৃত্বের দাবী করেন নাই, তিনি সকলের পশ্চাতে থাকিয়া আগ্রহের সহিত সেই সন্ধিযুগের নেতৃগণের কার্য্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং কোনও বিশেষ দলের মধ্যে না থাকায় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের ন্যায় তাঁহার গ্রন্থে সেই যুগের প্রামাণ্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থখানি সেই জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। ইহাতে সে যুগের যে সকল ব্যক্তির কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগের অনেককেই তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিতেন, সুতরাং দুই একটি তুলির টানে যেমন সুকৌশলী চিত্রকর তাঁহার আলেখ্যটি ফুটাইয়া তুলেন, ভোলানাথ দুই একটি বাক্যে সেই কালের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অবিকল চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এই স্থলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য উদ্ধৃত করিব।—

ভোলানাথ চন্দ্র

রাজেন্দ্রলাল মিত্র। He had a strong head filled with a stronger ambition—"a vaulting ambition that o'erleapt itself." His weight was derived from his scholarship, not from influence, or substance, or experience. He imposed upon the public with a factitious versatility and *sub-jantaism* which secured him a number of admirers. That he was an able writer and speaker is beyond dispute. But he was most clever in putting on imposing colours. The possible quantity of dust that he threw up, blinded the eyes of all men to the fact that he was a Sanscrit scholar without the *Mugdhabodha* and *Panini*. The only sure ground which did not slip away from beneath his feet was his English. His real power lay in combativeness. Opposition was his forte. His dearest wish was to cudgel his opponents into a respect for his opinions, and his life was one long ostentatious display of literary pugilism. If this spirit could have been nursed in independence he would have figured as one of the Gracchi of ancient Rome—or Rienzi of mediæval Italy.

কৃষ্ণদাস পাল।—The most illustrious member of all—the soul of the [British Indian] Association and a phenomenon—was Krista Das Pal.

He was born so poor as to"be bent to the most abject servitude, or ready for the most desperate adventure." Finally,he had the benefit of D.L. R.'s instruction, under whom in reading Shakespeare he seems to have felt most the force of, and taken to heart to act upon, Iago's repeated advice to Roderigo to "put money in his purse." From his youth his thoughts were turned to money-making. He keenly looked for windfalls,and very wisely attached him self to Pandit Iswara Chandra Vidyasagara "like barnacles to the hull of a great ship." The bequeathment of the *Hindoo Patriot* by Babu Kali Prasanna Singh to the British Indian Association took place. It cleared away the gloom from Krista Das's prospects. He succeeded to its editorship. Krista Das commenced his editorial career with the usual effervescing spirit of a raw beginner, who went on with his

knock-on-the-head principle, until brought down on his knees by the Europeans resenting an offensive leader, and dropping their subscription to his paper with John Bull unanimity. From this time he steered a middle course between authority and affinity,—between respect for "the powers that be" and the good-will of his nation.

* * * *

A man of the people by birth, he disappointed his nation by spending his energies in Zamindari harness. But one thing must be said to his honor. It was formally proposed to make him a Raja. His reply was, "it seems the natural way, but that cannot be. I have an oath in heaven against it ; I will not close my career in that foolish way, as so many have done before me" *

আর একস্থলে ভোলানাথ সে কালের বিখ্যাত বাগ্মি-দিগের বক্তৃতাশক্তির এইরূপ সমালোচনা করিয়াছেন ঃ—

"Our noted Bengali public speakers of the

---

* This was Fox's reply to the proposal to raise him to the peerage.

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (যৌবনে)

past generation, were the Revd. K. M. Banerjea, Ramgopal Ghose, Romanath Tagore, Jaikissen Mukherjea, Kissory Chand Mitra, Rajendra Lala Mitra, Kristadas Pal, and Keshava Chandra Sen. The Revd. speaker was plain in his style, but philosophical and weighty. Ramgopal, born with the oratorical temperament, was indisputably pre-eminent among his contemporaries. Romanath Tagore was uniformly quiet, consistent,and careful not to utter unpleasant premises. Well-informed and self-possessed, Jaikissen gave utterance to truths boldly and sternly. Kissory Chand poured fourth sentences in fine language,with great fluency and an excess of rhetoric. Rajendra Lala studied to be profound, gorgeous and witty ; but he never bore away the palm. With an equable temper and the stores of a retentive memory, Kristadas was a clever tactician who often succeeded with an imposing declamation to win over his audience. Inspired with generous motives and sustained by talent, Keshava Chandra Sen had trained himself to be an earnest, eloquent, and brilliant speaker,

মহারাজা স্যর রমানাথ ঠাকুর
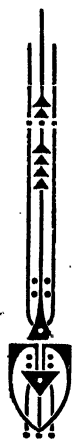
কেশবচন্দ্র সেন

always heard with attention. "Digambar," according to Kristadas Pal, "was neither a ready nor an eloquent speaker. But latterly it fell to his lot to speak at almost every public meeting held by the Native Community of Calcutta." Certainly, he was not qualified like Ram Gopal, who possessing a graceful personal appearance, united brilliant eloquence, set off by the silver tones of his voice, with an attractive delivery; who concentrating his thoughts in a bold and vivid image, now appealed to the understanding and then to the imagination, producing thereby an irresistible impression that made him a general favourite, and earned him a wide popularity. Digambar lacked the gift of impromptu volubility—the power of immediate utterance. He required to meditate, to master his subject, accumulate facts and put them in rhetorical shape and symmetry with appropriateness of epithets. He appealed to the intellect, and aimed to convince by reasoning.

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিতের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর রাজার জীবন

চরিতের আরও অনেক উপকরণ পাওয়া যায় এবং উহার অভিনব পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। ভোলানাথ এই গ্রন্থের যে দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদিত করেন তাহাতে গ্রন্থখানির আকার প্রায় মূল গ্রন্থের দ্বিগুণ হয় এবং গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণের গ্রন্থের প্রথম খণ্ড নব্যযুগের বাঙ্গালীদিগকে এবং দ্বিতীয় খণ্ড রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হয়।

রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের নিকট শুনিয়াছি, এই গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য ভোলানাথ পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে দেশে সাহিত্যিক-দিগের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য এখনও সাধারণে দিতে জানে না, সেই দেশে সেকালেও ভোলানাথের রচনা কিরূপ মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

এই পরিচ্ছেদ সমাপ্তির পূর্ব্বে ভোলানাথের আর একটি কার্য্যের উল্লেখ করা উচিত। রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিত সঙ্কলনের প্রায় সমকালে, গৌরদাস বসাক,

ভোলানাথ চন্দ্র

রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুগণ কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত সঙ্কলন করাইতে অভিলাষী হন এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে এই ভার অর্পণ করেন। যোগীন্দ্রনাথ কিরূপ যোগ্যতার সহিত এই কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। মধুসূদনের বন্ধুগণ তাঁহাকে নিজ নিজ স্মৃতিকথা পাঠাইয়া সাহায্য করেন। ভোলা-নাথও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুন তারিখে মধুসূদন সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিয়া দেন এবং যোগীন্দ্রনাথের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টে-ম্বর তারিখে আর একটি স্মৃতিকথা লিখিয়া দেন। এই স্মৃতিকথাগুলি যোগীন্দ্রনাথের গ্রন্থের পরিশিষ্টে পুন-র্মুদ্রিত হইয়াছে। গৌরদাস বসাক মহাশয়ের সযত্ন-রক্ষিত উপাদান না পাইলে মধুসূদনের জীবন-চরিত প্রণয়ন সম্ভব হইত না। মধুসূদনের জীবন-চরিত প্রকাশের পর ভোলানাথ গৌরদাস বসাক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ভোলানাথেরও হৃদয়ের উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা সেই পত্রখানি এস্থলে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।—

"I had to spend two whole mornings in dipping here and there into your friend Jogendra Nath's sketch of Modhu. Certainly its great interest is from the mistakes, misfortunes, and miseries that give a touch of romance to Modhu's life, and carry with them a pathos which must affect every reader's heart—if he has a right heart. But the author's literary execution is also clever and excellent. The best biography is that from which we can know the outer as well as the inner man. There are two books, so far as my little reading goes, which do this—Boswell's Life of Johnson, and Abul Fazl's Ayin-i-Akbari. We know Johnson and Akbar as we know any one living amongst us. So to a great extent shall posterity know Modhu from Babu Jogendra Nath's account. In this respect his book beats mine, * which had to be worked from most scanty and dry materials. Biography better preserves a man's memory than portraits or statues. Modhu was a more useful

* His life of Raja Degumber Mittra.

man to us than many of our ostentatious public men. Young Bengal is very poor in honourable traditions. He may well point with pride to Modhu's literary achievements. What a pity it would have been if everything about him known from personal knowledge had been allowed to perish? How much do we regret the want of a proper life account of Rammohan Roy! Self-esteem blinds us to the appreciation of others.

But the point from which the book is most interesting to me is that it is a friendly monument which reads a lesson and sets an example to your countrymen. From many causes, we Bengalis are a race of very small-hearted, cold and jealous men. We know rivalry, and not friendship. We care for a rupee more than a friend's memory. But with Modhu's sketch before me I must except you from my remark. You have discharged the noble duty of a friend to a friend. The whole callous and Bengali world is on one side, and you doing justice to Modhu's memory on the other! The book may be the writing of another, but its

seeing the light must be mainly traced to your paternity. In a cold world like ours you have preserved the warmth of a life-long friendship which has finally blazed forth into a memorable flame. By your friendly act, you have laid the public under an obligation. Fond as you are of friends, your best friend is he who shall help your memory entwined with his 'adown the gulf of time.' For the getting up of Modhu's biography as a public act, I move for a vote of public thanks to you."

নবম পরিচ্ছেদ

'ন্যাশন্যাল ম্যাগেজিন' ও 'য়ুনিভার্সিটী ম্যাগেজিন'

বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইলেও ভোলানাথের বিদ্যার্জ্জনস্পৃহা ও সাহিত্যসেবাকাঙ্ক্ষা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। তিনি শেষ জীবনে দুইটি মাসিকপত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ-রূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দে সম্পাদিত নবপর্য্যায়ের 'ন্যাশন্যাল ম্যাগেজিনে' এবং সি, আর, উইলসন প্রমুখ মনীষিগণ সম্পাদিত 'কলিকাতা য়ুনির্ভাসিটী ম্যাগেজিনে' তাঁহার শেষ রচনাগুলি প্রকাশিত হয়।

'ন্যাশন্যাল ম্যাগেজিনে' প্রকাশিত ভোলানাথের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য :—

ফেব্রুয়ারী ১৮৮৯।		Scenes and Sights in Eastern Bengal.
এপ্রিল	,,	ঐ
জুন	,,	ঐ
জুলাই	,,	ঐ
অগষ্ট	,,	ঐ
সেপ্টেম্বর	,,	Scenes and sights in Tirhoot.

ভোলানাথ চন্দ্র

জানুয়ারি	১৮৯০	Outlines of Hindu Celebrities by an Idler
মার্চ্চ	,,	ঐ
এপ্রিল	,,	ঐ
সেপ্টেম্বর	,,	ঐ
নভেম্বর	,,	ঐ
ফেব্রুয়ারি	১৮৯১	ঐ
মার্চ্চ	,,	ঐ
মে	,,	ঐ
জুলাই	,,	ঐ
অগষ্ট	,,	ঐ
ডিসেম্বর	,,	ঐ
এপ্রিল	১৮৯২	ঐ
জুলাই	,,	ঐ
অগষ্ট	,,	ঐ
নভেম্বর	১৮৯৬	Old leaves turned back or Random Recolletions Public and Personal. By Idler.
জানুয়ারি	১৮৯৭	ঐ
ফেব্রুয়ারি	,,	ঐ
মার্চ্চ	,,	ঐ
এপ্রিল	,,	ঐ
জুন	,,	ঐ
জুলাই	,,	ঐ
সেপ্টেম্বর	,,	ঐ
মার্চ্চ	১৯০০	A Bengali's reminiscences by Idler.

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথের ঢাকা ও ত্রিহুত ভ্রমণের মনোজ্ঞ বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ন্যাশন্যাল ম্যাগেজিনে Outlines of Hindu Celebrities বা মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ নামে তিনি যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে রাম, বাল্মীকি, ব্যাস, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, অশোক, বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, হর্ষবর্দ্ধন, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমন্ত, বল্লালসেন, জয়দেব, পৃথ্বিরাজ ও চৈতন্য এই কয়জন মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত প্রকটিত হইয়াছিল।

ভোলানাথ তাঁহার এই ধারাবাহিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এইঃ—

"প্রাচীনকালে হিন্দুরা এক মহাজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। গ্রীস ও রোমের অধিবাসিগণের ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—কত বীর, কত রাজনীতি-বিশারদ, কত ঋষি আবির্ভূত হইয়াছিলেন—তাঁহাদিগের জীবন-চরিতের আলোচনা যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনই আনন্দদায়ক। কিন্তু সে সকল কীর্ত্তি-কাহিনী ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের গোচরে আনিবার জন্য কোনও প্লুটার্ক অবিভূ্ত হন নাই এবং

তাঁহাদিগের জীবনের ইতিহাস জগতের নিকট গুপ্ত রহিয়াছে। আজি কালি ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায়, হিন্দু লেখকগণ তাহার চর্চ্চা করেন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃত জীবনচরিত বর্ত্তমান নাই। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে যে ইতিহাস-রচনাশক্তি প্রকটিত হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিকাশ পরিদৃষ্ট হয় না। এই সকল গ্রন্থে যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপকরণ সঞ্চিত আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার মধ্যে এত কল্পিত কাহিনী, রূপক ও অসম্ভব ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে, সত্য ও কল্পনা এরূপ ওতঃপ্রোতভাবে বিমিশ্রিত আছে যে, বিস্তর পরিশ্রম ও গবেষণা দ্বারাও সত্য নিষ্কাশিত করা দুরূহ—হয়ত অসম্ভব ব্যাপার। যাহা হউক, সত্য আবিষ্কার করা যতই অসম্ভব হউক না কেন—আমরা যথাসাধ্য সত্যনির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইব—হয়ত ভবিষ্যতে অধিকতর অনুসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা ইহা হইতে নূতন আলোক প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রকাশ করিয়া বলা ভাল যে, পর্য্যায় ক্রমে আমরা যে সকল জীবন কাহিনী বিবৃত করিব,তাহাতে যে প্রস্তাবোক্ত মহাপুরুষগণের প্রতি সুবিচার করিতে পারিব এরূপ ভরসা আমাদের নাই। আমরা যথাসাধ্য সত্যনির্দ্ধারণ করিয়া

স্থূলভাবে ইঁহাদের জীবনের আলোচনা করিব, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনের যে সকল ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ তাহাতেই পাঠকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিব। সত্যের যথাসাধ্য সন্নিকটবর্ত্তী হওয়াই আমাদের লক্ষ্য।”

ভোলানাথের ইচ্ছা ছিল তিনি এই পর্য্যায়ে নিম্ন-লিখিত মহাত্মগণের জীবন-কথাও লিপিবদ্ধ করিবেন; কিন্তু আবশ্যকীয় উপাদানাদির অভাবে ও বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত তাঁহার সংকল্প সিদ্ধ হয় নাই।—

রাণা সঙ্গ — যশোবন্ত রাও
রাণা প্রতাপ — বাজী রাও (১)
রাজা মানসিংহ — মলহর রাও হোলকার
রাজা জয়সিংহ — মাধোজী সিন্ধিয়া
শিবাজী — রণজিৎ সিংহ
গুরু গোবিন্দ — রামমোহন রায়।

রাজনীতিক ইতিহাসে বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া শিবাজী, রণজিৎ সিংহ ও রামমোহন রায়ের জীবনচরিত লিখিবার তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, ভোলানাথ এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

১৮৯৬-৭ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ ‘Old leaves turned

back' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেন। উহাতে সে কালের সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ক অবস্থা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে এবং আমরা ভোলানাথের ছাত্রজীবনের অনেক উপকরণ ঐ প্রবন্ধগুলি হইতে আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। উহাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, মতিলাল শীল, রসময় দত্ত প্রভৃতি সে কালের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির কথাও প্রসঙ্গতঃ বিবৃত হইয়াছে, সেই বিবরণ গুলি তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবন-চরিতকারের নিকট বহুমূল্যবান উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভোলানাথের এই প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত ও গ্রন্থাকারে পুনঃ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই প্রস্তাবের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে ভোলানাথ যে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলিত হইল :—"আমাদের বাল্যাবস্থায় দ্বারকানাথ ঠাকুরই বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। তাঁহাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। তিনি আমাদের কলেজ পরিদর্শন করিতে প্রায়ই আসিতেন, এবং গবর্ণমেণ্ট হাউসে কিংবা টাউনহলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভায় প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। আমি তাঁহাকে

মেডিক্যাল কলেজেও কয়েকবার দেখিয়াছি; সেখানে গ্যালারিতে তিনি লর্ড অকল্যাণ্ডের আসনের পশ্চাতেই বসিতেন, এবং লর্ড অকল্যাণ্ড যখন তাঁহার করমর্দ্দন করিতেন তখন আমরা তাঁহার পদমর্য্যাদা বিস্ময়ের সহিত উপলব্ধি করিতাম। আমি দুই একটি সভায় দ্বারকানাথকে বক্তৃতা করিতেও শুনিয়াছি,—তিনি ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালার ন্যায় উচ্চারণ করিতেন। দিল্লীর বাদশাহ ও নিজামের দরবার হইতে নবাগত স্যর চার্লস মেটকাফ প্রথম জুতা-বিভ্রাটের সূচনা করেন। তিনি আদেশ দেন যে লেভিতে দেশীয় ব্যক্তিগণ জুতা খুলিয়া আসিবেন। এই আদেশ শুনিয়া দ্বারকানাথ ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ লাট-প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া আসেন। আজিকালি মহারাজা বা উচ্চ-উপাধি-লোলুপ ব্যক্তিগণ এরূপ স্বাধীন-চিত্ততা দেখাইতে পারেন না। তিনি লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগিনী মাননীয়া কুমারী ইডেনকে যে বিরাট ভোজ দিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। মাল্টা, নেপল্‌স্, রোম এবং য়ূরোপের অনান্য নগর হইতে লিখিত তাঁহার যে সকল ভ্রমণ কাহিনী সম্বলিত পত্র 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশিত হইত, তাহা পাঠ করিয়াই ভবিষ্যতে আমার ভ্রমণ কাহিনী লিখিবার বাসনা জন্মে। আমাদের কলেজে

২২৫

জরীপ শিখিবার সময় আমরা তাঁহার বেলগাছিয়ার উদ্যানে জরীপ করিতে গিয়াছিল্লাম। য়ূরোপে প্রাপ্ত বহুমূল্য উপহার সামগ্রী দ্বারা উহা তখন সুসজ্জিত ছিল। পোপের নিকট হইতে প্রাপ্ত ম্যাডোনার একটি দুষ্প্রাপ্য ছবির কথা এখনও আমার স্মরণ আছে।

তখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনের প্রভাতকাল। তিনি মধ্যমাকৃতি একহারা পুরুষ ছিলেন ; গায়ের রং সচরাচর বাঙ্গালীর যেমন হইয়া থাকে তেমনই। তাঁহার উজ্জ্বল বুদ্ধি-তীক্ষ্ণ চক্ষুর্দ্বয় তাঁহাকে বিশেষত্ব প্রদান করিয়া ছিল। যখন কোনও বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করা হইত এবং যখন দক্ষিণপার্শ্বের গুম্ফ-রাশি কুঞ্চিত করিতে করিতে তিনি কোনও কথা শুনিতেন তখন তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে একপ্রকার জ্যোতিঃ নির্গত হইত। আচার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদে তাঁহার কোনও আড়ম্বর ছিল না। তিনি হিন্দুস্থানী জোড়া ও পাগড়ী পরিধান করিতেন—য়ূরোপীয় পরিচ্ছদের দিকে অর্দ্ধেক অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কখনও সাটিন বা মখমলের পোষাক পরিতে, বা হীরামুক্তা পরিতে দেখি নাই। তাঁহার যানেরও জাঁকজমক ছিল না, তিনি সাধারণ সবুজ রঙ্গের পাল্কী গাড়ী চড়িতেন। তিনি জাঁকজমকের

দ্বারা নহে—মহৎ কার্য্যের দ্বারা—খ্যাতিলাভ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। "সাময়িক সমাজে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন অভিমত প্রচলিত ছিল তাহার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সাধারণ লোকহিতকর কার্য্যে আগ্রহ এবং দানশীলতার জন্য তিনি য়ুরোপীয় সমাজে বিশেষ খ্যাতাপেন্ন হইয়াছিলেন। দেশীয় সমাজ তাঁহার দানশীলতার খ্যাতিতে ঈর্ষ্যান্ধ হইয়া প্রশংসার মাত্রা সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার কোনও নিকট আত্মীয় তাঁহাকে একঘরে করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দ্বারকানাথ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।"

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি স্যর উইলিয়ম হণ্টার পরলোকগমন করেন এবং ঐ বৎসর মার্চ্চ মাসে A Bengali's Reminiscences নামক প্রবন্ধে ভোলানাথ তাঁহার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু হণ্টার সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা বিবৃত করেন। হণ্টারের সহিত ভোলানাথের প্রথম আলাপ হয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। কানিংহাম ভোলানাথের ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রতিকূল সমালোচনা করিলে কাপ্তেন ফেন্‌উইকের উপদেশে তিনি হণ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং হণ্টার সেই সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া

একটি প্রবন্ধ লিখেন। এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাহার পর মধ্যে মধ্যে হণ্টারের সহিত ভোলানাথের সাক্ষাৎ হইত। ভোলানাথকে লইয়া হণ্টার একবার পরেশনাথে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। হণ্টারের Statistical Accounts of Bengal নামক গ্রন্থের স্থানে স্থানে হণ্টার ভোলানাথের ভ্রমণবৃত্তান্তের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হণ্টার তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গেজেটিয়ারের জন্য নিম্নলিখিত রাজবংশগুলির ইতিহাস লিখিয়া দিতে ভোলানাথকে অনুরোধ করেন।

বর্দ্ধমান রাজবংশ
কৃষ্ণনগর রাজবংশ
নাটোর রাজবংশ
কাশিমবাজার রাজবংশ

ভোলানাথ লিখিয়াছেন যে তাঁহার বন্ধু কিশোরীচাঁদ মিত্র অনেকদিন নাটোরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট তিনি নাটোর রাজবংশের ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহ-মানসে গিয়াছিলেন, কিন্তু কিশোরীচাঁদ এই সকল ইতিহাসের কিরূপ সমাদর হইবে বুঝিতে পারিয়া হণ্টারের গ্রন্থের জন্য সাহায্য না করিয়া স্বয়ং 'কলিকাতা রিভিউ' ত্রৈমাসিকে ঐ কয়েকটি রাজবংশের ইতিহাস

স্তর উইলিয়ম উইলসন হন্টার, কে-সি-এস-আই

প্রকাশিত করিয়া ফেলেন। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট শ্রুত একটি গল্পও ভোলানাথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হণ্টার যখন তাঁহার "উড়িষ্যা" বিষয়ক গ্রন্থ লিখেন তখন তিনি রাজেন্দ্রলালের নিকট উপকরণ সংগ্রহমানসে গমন করিয়াছিলেন। কারণ, একজন হিন্দুর পক্ষে ঐ বিষয়ে যত জানা সম্ভব, একজন য়ুরোপীয়ের পক্ষে তত সম্ভব নহে। রাজেন্দ্রলাল কিন্তু ঐরূপ সাহায্যদানে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি বলিতেন, দেশীয় ব্যক্তির পরিশ্রমলব্ধ উপকরণ লইয়া একজন য়ুরোপীয় বাহাদুরী লইবেন, ইহা তাঁহার সহ্য হয় না।

জ্ঞানের সাম্রাজ্যে দেশীয় ও বিদেশীয়ের পার্থক্য ভোলানাথ মানিতেন না এবং তিনি সানন্দে হণ্টারকে বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাস লিখিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত পত্রত্রয় পাঠে প্রতীত হয় যে কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাসের উপকরণ মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন এবং ভোলানাথের প্রবন্ধ হণ্টারের মনোনীত হইয়াছিল।

Krishnagar
26th May 1869.

My dear Bholanath Babu,

I could have given you the following

রামতনু লাহিড়ী (মধ্য বয়সে)

a few days earlier and therefore you must excuse me for my having delayed to do so. I trust both yourself and Babu Romanath, with your families have been enjoying very good health and your school is getting on well.

Very Sincerely Yours,
Ramtonoo Lahiree.

7 Hare St.
Calcutta, 9th May, 1869

W. W. Hunter Esq.

My dear Sir,

* * * *

Herewith I beg to send my promised paper on the Krishnagar Rajahs for your gazetteer. If it will do, you think, then I will take up the paper no. I. on the Burdwan Rajahs.

* * * *

Yours truly
B. N. Chunder.

5 Elysium Row
Tuesday

My dear Sir,

Many thanks for your paper, which so far as I can judge from what I have seen in it, is capital. I shall be most grateful for the corresponding account of Burdwan. Will you call on me on Thursday morning any time before 11 o'clock? I shall always be delighted to see you.

Yours truly
W. W. Hunter.

মিষ্টার স্কীন স্যর উইলিয়ম হণ্টারের জীবন-চরিতের ভূমিকায় তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"Rarely indeed was his judgment at fault in the selection of agents to assist him in his undertakings. Every collaborateur became a friend for life, and gained a share of hi burning enthusiasm."

এই বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ

নাই ; এবং ভোলানাথের ন্যায় আত্মগোপনাভিলাষী নীরব সাহিত্য-সেবককে আবিষ্কার করিয়া, তাঁহার সহযোগিতা লাভ করায় হণ্টারের যথেষ্ট গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্যর উইলিয়ম হণ্টার লিখিত ২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ তারিখ সম্বলিত একটি স্মারকলিপি দৃষ্টে প্রতীত হয় যে স্যর উইলিয়মের Husbandry of Bengal নামক প্রস্তাব রচনায় সাহায্যের জন্যও ভোলানাথ অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যখন হণ্টার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়া আসেন তখন ভোলানাথের সহিত হণ্টারের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের পুত্র নবাব আবদর রহমান দ্বারা হণ্টার ভোলানাথকে বেঙ্গল ক্লাবে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, মিষ্টার এফ্ এইচ্ স্ক্রীনের সহিত আলাপ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তমলুকে নৌকাযোগে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ভোলানাথের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সংকল্পিত নবসংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইতেছিল।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ম্যাগেজিন'

প্রবর্ত্তিত হয়। Society for the Higher Training of Young Men বা কলিকাতা যুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্পাদকগণ কর্তৃক উহা সম্পাদিত হইত। এই মাসিক পত্রে প্রকাশিত ভোলানাথের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ—

জুলাই ১৮৯৪। Recollections of D. L. R.

ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫। Recollections of the Old Hindu College.

মার্চ্চ ১৮৯৫। ,,

এপ্রিল ১৮৯৫। ,,

মে ও জুন ১৮৯৫। ,,

নভেম্বর ১৮৯৫। An Old leaf turned back; or Recollections of George Thompson, M. P., in India.

ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬। Recollections of Famous Indian Public Characters.

এপ্রিল ১৮৯৬। Trip down the Hughli to Ulubaria or local associations of places on the two banks of our river.

জুন ১৮৯৬। ,,

জুলাই ১৮৯৬। ,,

আগষ্ট ১৮৯৬। ,,

জানুয়ারি ১৮৯৭। Antiquity of Calcutta and its name.

এপ্রিল ১৮৯৭। Calcuttn, its Origiaand Growth

জুন ১৮৯৭। ,,

জুলাই ১৮৯৭। ,,

আগষ্ট ১৮৯৭। ,,

সেপ্টেম্বর ১৮৯৭। ,,

অক্টোবর ১৮৯৭। ,,

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ভোলানাথ Recollections of D. L. R. নামে তাঁহার শিক্ষাগুরু প্রসিদ্ধ কাপ্তেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন সম্বন্ধে যে স্মৃতিকথা প্রকাশিত করেন তাহার ইতিহাস এই।—রিচার্ডসনের কতিপয় ছাত্র সংকল্প করেন যে রিচার্ডসনের স্মৃতিপূজার উদ্দেশে একটি সভা করিবেন। ভোলানাথ এই সভায় পড়িবার জন্য একটি বক্তৃতা লিখেন। কিন্তু কোনও অনিবার্য্য কারণবশতঃ স্মৃতিসভা আহূত হয় নাই। ভোলানাথ সেই বক্তৃতাটি কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ম্যাগেজিনে প্রকাশিত করিতে অনুমতি দেন। এই বক্তৃতাটিতে সেকালের হিন্দুকলেজ ও ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক তথ্য নিহিত আছে, এবং পাঠকগণ উহা পাঠ করিয়া সেকালের কথা আরও শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন। আমরা তৃতীয় পরিচ্ছেদ সঙ্কলনকালে এই রচনা হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ম্যাগেজিনের অন্যতম সম্পাদক মিষ্টার সি, আর উইলসন এই রচনাটি পড়িয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে হিন্দুকলেজ সম্বন্ধে আরও জানিবার জন্য উৎসুক হন এবং নিম্নোদ্ধৃত পত্রে ভোলানাথকে পুরাতন হিন্দুকলেজ সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন।—

Society for the Higher Training of Young men.

29th December, 1894.

My dear Sir,

Your article on D.L.R. which we published in the Magazine was very interesting. It excited in me a great desire to know more of the History of the Hindu College. I understood a History had been written of the College and existed in M. S. and I tried to get hold of it. Unfortunately, it seems to have been lost. I think however, that the memory of the place should be kept alive. I therefore turn to you and ask you if you could write us some articles giving us your reminiscences of the old Hindu College. I am sure they will be greatly appreciated by all and by none more than myself.

I am, dear Sir,

Yours truly

C, R, Wilson

এই অনুরোধ অনুসারে ভোলানাথ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি, মার্চ্চ, এপ্রিল, মে ও জুন সংখ্যায় পুরাতন হিন্দুকলেজ সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেন। আমরা ভোলানাথের ছাত্রজীবনের কথা লিখিবার সময় এই প্রবন্ধগুলি হইতে সাহায্যগ্রহণ করিয়াছি। এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিবার জন্য মিষ্টার সি, আর, উইলসন প্রমুখ পাঠকগণ কিরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন নিম্নোদ্ধৃত পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

15th April 1895.

My dear Bholanath Babu,

When am I to get the fourth instalment of your recollections of the old Hindu College? As I intend going out of Calcutta during the summer holidays, I would like to arrange matters for the next issue of the Magazine as early as possible. Would you, therefore, be good enough to send your article at an early date?

Yours

C. R. Wilson.

জর্জ্জ টমসন

ভোলানাথ চন্দ্র

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর সংখ্যায় ভোলানাথ জর্জ্জ টমসন সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেন। জর্জ্জ টমসন পার্লিয়ামেণ্টের একজন সভ্য ছিলেন এবং দাসত্বপ্রথা রহিত বিষয়ে অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে আসিবার সময় ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসেন। এখানে আসিয়া তিনি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্র শেখর দেব, রাম গোপাল ঘোষ, দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরী চাঁদ মিত্র প্রভৃতি হিন্দুকলেজের শিক্ষিত যুবকগণকে লইয়া ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থার আলোচনা করেন এবং কয়েকটী উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সকল আলোচনা ও বক্তৃতার ফলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়। ভোলানাথ প্রায়ই টমসনের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন, এবং দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে তিনি যে নবজীবন বপন করিয়াছিলেন, তাহার ফল আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভোলানাথ স্বয়ং কখনও কোন প্রকাশ্যসভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অবগত নহি, কিন্তু তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে কয়েকটি বক্তৃতার খস্‌ড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বোধ হয়, তিনি তাঁহার কোন

কোন বন্ধুকে সময়ে সময়ে বক্তৃতা রচনায় সাহায্য করিতেন।

সেকালের কথা লিখিতে লিখিতে বিগত যুগের কর্ম্ম-বীরগণের কথা প্রায়ই ভোলানাথের মনে উদিত হইত। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রাম কমল সেন, রসময় দত্ত, মতি লাল শীল, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশব চন্দ্র সেন,কৃষ্ণদাস পাল এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, যাঁহারা আমাদের দেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়া-ছেন—তাঁহাদের কথা লিখিতে ভোলানাথের ইচ্ছা হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের য়ুনিভার্সিটী ম্যাগে-জিনে তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া রাম মোহন রায় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আর কাহারও কথা লিখিবার সুযোগ বা অবসর পান নাই।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল, জুন, জুলাই ও আগষ্ট সংখ্যায় ভোলানাথ উলুবেড়িয়া ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। তাহা যে অতি মনোরম ও সুখপাঠ্য, তাহা বলা বাহুল্য।

ভোলানাথ চন্দ্র

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি হইতে ভোলানাথ ধারাবাহিক ভাবে প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। এই প্রবন্ধগুলি অতীব চিত্তাকর্ষক এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার যোগ্য।

দশম পরিচ্ছেদ

স্বর্গারোহণ—উপসংহার

জীবনের প্রায় শেষদিন পর্য্যন্ত ভোলানাথ সাহিত্য সেবা করিয়াছিলেন। রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিতের দ্বিতীয় খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শেষ প্রবন্ধগুলিতেও তাঁহার অপূর্ব্ব রচনাশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। অতি অল্প লেখক শেষ পর্য্যন্ত এরূপ অব্যাহত ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। তিনি শেষ জীবনে ইংরাজী ভাষায় নিম্ন-লিখিত প্রস্তাব রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

১। বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত

২। (জগৎ) শেঠ বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

৩। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত

৪। মহাপুরুষ প্রসঙ্গ—শিবাজী, নানক, রাণা সঙ্গ, প্রতাপাদিত্য, ভারতচন্দ্র ইত্যাদি

৫। ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস

৬। ভারতবর্ষের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিহাস।

তিনি এই সময়ে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি পরিবর্দ্ধিত নব সংস্করণ এবং উক্ত গ্রন্থের ৩য় খণ্ড প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প করেন। এই নূতন সংস্করণের গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথমাংশ মুদ্রিতও হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া উঠে নাই।

পাঠকগণের কৌতূহলপরিতৃপ্ত্যর্থে আমরা ভোলানাথের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্তে'র অপ্রকাশিত তৃতীয় খণ্ড হইতে দুই একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

Seoni—Among the rural portion of the female community, a custom is followed as a mark of honour for the individual for whom it is intended. Villagers as a token of respect send their daughters, bearing offerings of flowers on their heads. Government has long ago prohibited the exaction of these observances. But Sir Richard was fond of exacting such honours and salutations. He made it a rule that, when in progress through his dominions, he should be greeted by all townspeople and villagers along the way with beat of tom-tom and pots full of water and flowers. On one occasion, a poor villager, having no tom-tom,

beat upon a *kula* or winnowing fan. Little did Sir Richard know that the Hindus drive *evil-luck* from their doors by beating upon the *kula*, or it would have been woe to the man. These little facts that show a man in his true light and lend a charm to history reading, never crop up to the surface of officialdom, but they reach the ears of the public through chance travellers and local visitors.

How anomalous must the natives think the conduct of their English rulers to be,—how must they appear to be blowing hot and cold in the same breath, when they talk of the regeneration of the natives and yet hold them in their olden leading-strings—when they introduce the latest western improvements, and yet perpetuate the ancient Eastern barbarities—when they teach to appreciate the principles of Magna Charta and the Petition of Rights, and yet agitate the shoe question and that of universal *salaming*—and when they instil ideas of equality and freedom, and yet like to see them slave to the will of every whimsical officer and governor.

Nagpur—Though it is now fifteen years since Providence has placed the direct administration of the Nagpur territories in the hands of the British for the progressive culture and civilization of their

population, the results as yet speak little in favour of escheats and annexations. The country is as much a natural jungle yet, as it is a moral jungle. Not a single Goand has been educated to this day. He still eats his frogs and rats, still lives in his leafy hut, and still goes about in almost utter nakedness. There is still the same want of roads etc.

*   *   *   *

The plea put forth in justification of annexations is a mere cant. European benevolence seldom goes forth except towards sufferers who inhabit a country that holds out a prospect of substantial reward to its benefactors. Is there a European nation which is actuated by the desire of settling in the interior of Africa purely from disinterested motives of civilizing its savages ?

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুন (৩রা আষাঢ় ১৩১৭ বঙ্গাব্দ) ভোলানাথ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পতি-পরায়ণা সহধর্ম্মিণী কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

ভোলানাথ মৃত্যুকালে দেখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র অঘোরনাথ য়ুনিভার্সিটীর বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং এম্-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রথম

ভোলানাথ চন্দ্র (পরিণত বয়সে)

বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করণান্তর এটর্ণিরূপে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং বিদ্যা, বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতার জন্য সমাজে সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পিতার স্বর্গারোহণের পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারি) অঘোরনাথ অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।*

---

* ৺রমানাথ লাহা মহাশয়ের পুত্র, উদীয়মান এটর্ণি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়, অঘোরনাথের স্বর্গারোহণের পর যে শোকসূচক কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অঘোরনাথের চরিত্র এরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে যে সেই কবিতাটী এস্থলে উদ্ধৃত হইতে পারে।—

গুরুর উদ্দেশে

সারদা কমলা দোঁহে তোমা হেন ভক্তে
লভিবারে, ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার নিজ দিল
ঢালি তোমার সম্মুখে, রঞ্জিতে তোমারে।
তুমি বিজ্ঞ মহাজন, সারদার জ্ঞান-
রত্নে মজি, উদ্ভাসিত যাহে ত্রিলোকের
নিগূঢ় রহস্য, ইন্দ্রিয় অতীত সদা,
অবহেলি কমলার নশ্বর সম্পদ
সারদা-সেবায় প্রাণ করিলে অর্পণ।
মূর্ত্তিমান্ সত্য সম জীবন তোমার,
কর্ত্তব্য আছিল মাত্র হৃদয়-সুহৃদ,
জ্ঞান-পুণ্য-প্রীতিময় তব উপদেশ,
জ্বলিবে তোমার স্মৃতি ধ্রুবতারা প্রায়
জীবন-আকাশে মম, আলোকে যাহার
হেরিব তোমার, গুরো, পুণ্য পদচ্ছায়া।

অঘোরনাথ চন্দ্র

ভোলানাথ চন্দ্র

অঘোরনাথের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ইনি বিনয়ী, বিদ্যানুরাগী, পরোপকারী এবং স্বজাতিবৎসল। ইঁহার দ্বারা ইঁহার বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভোলানাথের জীবন-কথা, তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হইল। মাননীয় মিষ্টার সি,ই, বাক্‌ল্যাণ্ড যথার্থই তাঁহাকে "an author of undoubted literary ability and powers of observation" বলিয়া বর্ণনা কারয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তির পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার রচনাশক্তি এমত মনোহারিণী ছিল যে নীরস বিষয়ও তাঁহার লেখনী-স্পর্শে সরস ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। তাঁহার বাণিজ্যবিষয়ক প্রবন্ধ সম্বন্ধে শম্ভুচন্দ্র একটি পত্রে ভোলানাথকে লিখিয়াছিলেন :—

"The whole passage about your personal claims to discuss the subject is forcible, weighty, dignified and even beautiful to a degree. Indeed you have given so dry and repulsive a subject the charms of literature."

শ্রীযুক্ত স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এইবার আমরা তাঁহার চরিত্র, ধর্ম্মবিশ্বাস ও নানাবিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রস্তাব সমাপ্ত করিব।

মাননীয় স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রে ভোলানাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

Babu Bholanath Chandra was a typical Bengalee of the last generation. Amiable, gentle, keen-witted, literary in his ideals and aspirations, he lived in an atmosphere of serene peace and tranquillity, content with everything around him, and wishing for nothing better than that he should be left alone to pursue the even tenour of his ways.

বাস্তবিক ভোলানাথের ন্যায় অমায়িক, সদালাপী গুণগ্রাহী, সাহিত্যরসিক ব্যক্তি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন এবং পুস্তকপাঠে ও পুস্তক রচনায় কালাতিপাত করিতে ভালবাসিতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি সহপাঠীর ন্যায় তাঁহার যশোলাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁহার যতটুকু শক্তি

ছিল, সেই শক্তিটুকুর সদ্ব্যবহার করিয়া তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভোলানাথ তাঁহার পুস্তকের খুব যত্ন করিতেন। স্বয়ং সেগুলি ঝাড়িয়া, মুছিয়া সাজাইয়া রাখিতেন। ৬৫ বৎসর এইরূপ যত্ন করিয়া মৃত্যুর কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তম পৌত্র চণ্ডীচরণের হস্তে সেই ভার অর্পণ করেন।

ভোলানাথের স্বাস্থ্য বরাবর অটুট ছিল। তিনি বলিতেন, পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইতে সামান্য সর্দ্দি জ্বর ভিন্ন তাঁহার কোন সঙ্কটাপন্ন পীড়া হয় নাই। তিনি জীবনে দুইবার হ্যালির ধূমকেতু দেখিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা সকলের জীবনে ঘটে না।

সেকালের হিন্দুকলেজের অধিকাংশ ছাত্রের ন্যায় ভোলানাথের পানদোষ ছিল। তিনি ২০ বৎসর বয়সেই মদ্যপান করিতে আরম্ভ করেন, কারণ, তিনি লিখিয়াছিলেন, তখন উহা শিক্ষা ও সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ ছিল।

ভোলানাথ সন্তোষকেই সুখের মূল বলিয়া জানিতেন। আড়ম্বর, দাম্ভিকতা বা কোনপ্রকার নীচতাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি কখনও যশের কাঙ্গালী ছিলেন

না। তিনি তাঁহার শক্তির গণ্ডীর বাহিরে কখনও যান নাই।

অর্থের প্রতি তাঁহার অত্যধিক মায়া ছিল না। আত্মসম্মানজ্ঞান তাঁহাতে প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান ছিল। তিনি বলিতেন যে সাহেবদিগের বেশী সংস্রবে না আসায় তাঁহার আত্মমর্য্যাদাকে কখনও ক্ষুণ্ণ করিতে হয় নাই।

সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিরাগ না থাকিলেও তাঁহার বিশ্বাস ছিল দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরাজী বিদ্যার অনুশীলনই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তাঁহার ধারণা ছিল, এই সাধারণ ভাষার দ্বারাই ভারতবাসীর ঐক্য সংসাধিত এবং নানাবিষয়ক জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে।

তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ যুগের যথাযথ ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। ইংরাজ গ্রন্থকারগণ নিজেদের বাড়াইয়াছেন। মিলের গ্রন্থখানি যখন প্রকাশিত হয়, তখন উপকরণ অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছিল। ভোলানাথের রচনার মধ্যে অনেক প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর 'বসুমতী'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিয়াছিলেন,—

"অন্ধকূপের কাহিনী যে হলওয়েলের রচা কথা তাহা গণিতবিজ্ঞানের সাহায্যে ভোলানাথ বাবুও প্রতিপন্ন

করিয়াছিলেন। ভোলানাথ বাবু চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, হলওয়েল অন্ধকূপের যে মাপ দিয়াছেন, এবং সেই কক্ষে যত বন্দী ছিল, লিখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয়, এ কাহিনী সত্য নহে। কেন না, ঐরূপ গৃহে বস্তাবন্দী করিয়া—রাখিলেও অত বন্দী ধরিতে পারে না! থলীর ভিতর হাতী পুরিবার চেষ্টার ন্যায় তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

সমাজ সংস্কার ও দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে "সময়" পত্রে একজন লেখক লিখিয়াছিলেন "সমাজ সংস্কারের সফলতা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ ভরসা ছিল না। তবে তিনি এ বিষয়ে একেবারে নিরাশও ছিলেন না। বলিতেন ইহা বহু সময়সাপেক্ষ। জাতিগত বিবাদ যতদিন না দূর হইবে, ঘৃণ্য অনুকরণ-প্রিয়তার মোহ হইতে যতদিন না মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতির আশা অল্প। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমরা চুসি ঝুমঝুমির মোহপাশ ছিন্ন করিতে পারিব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের জাতীয় আকাশ মেঘমুক্ত হইবে এবং প্রাচীদিক উন্নতির ও আশার অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিবে। বঙ্গ-বাসীদের চরিত্রশক্তির উপর তাঁহার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলিতেন মনুষ্যোচিত কার্য্য করিবার শক্তি

আমাদের অতি অল্পই আছে। অল্পায়াসসাধ্য কার্য্যে আমরা অতিরিক্ত অগ্রসর (যেমন ফুটবল, থিয়েটর ইত্যাদি) এবং উন্মাদনার পরিচয় প্রদানে আমরা একপ্রকার সিদ্ধ। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যোচিত চরিত্রের বিকাশ অতি সামান্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশীয় শিল্পের সংস্কার ও উন্নতিবিধানে যদিও আজকাল আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি তথাপি যতদিন না আমরা স্বার্থপরিহার দ্বারা স্বদেশসেবায় দীক্ষিত হইতে পারিব ততদিন উন্নতির পথ এই ভাবেই একপ্রকার রুদ্ধ থাকিবে।"

বাঙ্গালা সাহিত্যে ভোলানাথের আদৌ অনুরাগ ছিল না, এমত নহে। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের তুলনায় উহা এত দরিদ্র, যে জ্ঞানচর্চ্চার জন্য তিনি প্রধানতঃ ইংরাজী সাহিত্যই পাঠ করিতেন। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন "বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও মধুসূদনের 'মেঘনাধ বধ' পড়িয়া আনন্দলাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা হইতে কোনও নূতন জিনিষ শিক্ষা করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজী বিজ্ঞানের জন্য তিনি এদেশে ইংরাজাধিকারের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে

তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিলনা যে কেবল পরোপকারের জন্য ইংরাজ জাতি এদেশে শান্তিময় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

"মানব-জন্ম কিসের জন্য"—এই প্রশ্ন ভোলানাথের মনে অনেকবার উদিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "কোথাও এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া আমি নিজেই নিজের একটি ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, একজন স্রষ্টা আছেন—যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন—এবং যাঁহার ইচ্ছা—আমরা চর্ম্মচক্ষুতে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। তাঁহার কতকগুলি বিধি আছে,সেই বিধিপালন করাই তাঁহার উপাসনা এবং মানব-হৃদয়েই তাঁহার প্রকৃত মন্দির। তাঁহার সৃষ্ট জীবগণকে ভালবাসাই তাঁহার পূজা করা। আমাদিগের আত্মা সেই পরমাত্মার একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র এবং তাঁহাতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।" বাল্যকালে ভোলানাথ খিদিরপুরে একজন মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলেন; তিনি তিন মাস অনাহারে সমাধিস্থ ছিলেন, কিছুতেই তাঁহার ধ্যান ভগ্ন করিতে পারা যায় নাই। আর একবার হোসেন খাঁর যাদুবিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য প্রয়োগ দেখিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, স্থূল জগৎ ভিন্ন আর একটি সূক্ষ্মজগৎ আছে।

কৈশোরে অ্যাডিসনের স্পেক্টেটরে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া অবধি ভোলানাথ প্রত্যহ রজনীতে নিদ্রার পূর্ব্বে এবং প্রাতে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন। লিনিয়সের মন্ত্র—'সকল কার্য্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে'—তিনি জীবনের মন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহলোক পরিত্যাগের অল্পকাল পূর্ব্বে ভোলানাথ লিখিয়াছিলেন,—

"ইহজীবনে আমার যে সামান্য কার্য্য ছিল তাহা সম্পন্ন করিয়া আমি পরলোকে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি। প্রাতঃকালে একটি ভিখারী দ্বারে দ্বারে গাহিয়া বেড়াইতেছে—

'হরিনাম বলরে রসনা

পেয়েছ মানব জনম, এমন জনম আর পাবেনা।'

কিন্তু যখন আমি অগণ্য নক্ষত্র সমন্বিত আকাশের প্রতি নেত্রপাত করি, তখন আমার মনে হয় ভূমণ্ডল ব্যতীত আরও অনেক জগৎ আছে, যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, কারণ অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরের সৃষ্টির ত সীমা নাই!"

আমরাও বিশ্বাস করি, ভোলানাথ স্বীয় কর্ম্মফলে

শোকদুঃখ-পরিপূর্ণা পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধে উচ্চতর লোকে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমরা আরও বিশ্বাস করি, তাঁহার ইহলোকের প্রতিভাদীপ্ত জীবন বহুদিন তাঁহার দেশবাসীর জীবনপথ আলোকিত করিবে, তাঁহার সাহিত্যপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ও ঈশ্বরপ্রেম তাঁহার দেশবাসিগণের হৃদয়ে নানাবিধ অভিনব ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া তাহাদিগকে সাহিত্যসেবায়, স্বদেশসেবায় ও ঈশ্বরসেবায় উদ্বোধিত করিবে।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

হেমচন্দ্র

'ভারতসঙ্গীত' ও 'বৃত্রসংহারে'র সেই স্বদেশপ্রাণ মহাকবি, জাতীয়তার পুরোহিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী ও কবিত্বের বিস্তৃত আলোচনা।

তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতিখণ্ড দুই টাকা মাত্র। অত্যুৎকৃষ্ট গজদন্তমসৃণ কাগজ। অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই। সহস্রাধিক পৃষ্ঠা—প্রত্যেক পৃষ্ঠা অভিনব তথ্যে পরিপূর্ণ। শতাধিক হাফটোন চিত্র—অধিকাংশ চিত্র দুষ্প্রাপ্য এবং অ-পূর্ব্বপ্রকাশিত।

বসুমতী—এরূপ বিস্তৃত চরিতকথা সচরাচর লক্ষিত হয় না; এবং ইহাতে গ্রন্থকার যে অনুসন্ধিৎসার ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

মহাভারতের অনুবাদক প্রাতঃস্মরণীয়

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ

প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত সুবিস্তৃত ভূমিকা ও বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের আর্টপেপারে মুদ্রিত ১৯খানি হাফটোনচিত্র সম্বলিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

MEMOIRS OF KALI PROSSUNNO SINGH

উক্ত গ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণ। বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রকাশের পরে সংগৃহীত অভিনব তথ্যসমূহ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সচিত্র। মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

সেকালের লোক

সেকালের তিনজন বিস্মৃতকীর্ত্তি মনীষীর জীবন-কথা। কাগজ, ছাপা, ছবি ও বাঁধাই "হেমচন্দ্র" ও "দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়" এর অনুরূপ। ৩৮ খানি হাফটোন চিত্রের মধ্যে একখানি রঙ্গীন। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

ভোলানাথ চন্দ্র